INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Tuesday, January, 24, 1978.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Ujyanta Palace of Tuesday the 24th January, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Abhiram Deb Barma (Speaker pro-tem) in the Chair, Chief Minister 10 (ten) Ministers, 49 Members.

ELECTION OF SPEAKER.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— সম্মানিত সদস্যগণ, অদ্যকার সভা নুতন বিধানসভায় (স্পীকার প্রো-টেম)

প্রথম অধিবেশন এবং এই অধিবেশনে আমাদের প্রথম কর্তব্য অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করা। এই বিষয়ে সদস্যগণকে ইতিপূর্বেই অভিহিত করা হইয়াছে। আমি এই সভাতে জানাইতেছি, অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে দুইটি বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়াছে। এই মনোয়ন পত্রে অধ্যক্ষ হিসাবে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মার না প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথমটির প্রস্তাবক বিধান সভার পরিষদিয় দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী এবং সমর্থক শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার, পূর্ত মন্ত্রী। দ্বিতীয়টির প্রস্তাবক ও সমর্থক যথাক্রমে শ্রীসমর চৌধুরী এবং সুনীল কুমার চৌধুরী। প্রসংগত উল্লেখ্য যে শ্রীনগেন্দ্র কুমার জমাতিয়া কর্তৃক প্রস্তাবিত ও শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং কর্তৃক সমর্থিত প্রার্থী ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার সপক্ষে যে মনোনয়ন পেশ করা হইয়াছে তাহা বিধিমত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিশ না দেওয়ার জন্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং অধ্যক্ষ পদের জন্য একমাত্র বৈধ প্রার্থী শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা এবং আমি নির্ব্বাচনের প্রয়োজন না থাকায়, শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মাকে অধ্যক্ষ পদে নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মাকে অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

(নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষের নাম ঘোষিত হইবার পর সভার নেতা শ্রীনৃপেণ চক্রবর্তী এবং বিরোধী দলের নেতা শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং অধ্যক্ষকে তাঁর আসনের দিকে নিয়ে যান এবং নুতন আসন অধ্যক্ষ পরিগ্রহণ করেন)।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা ঃ—(নির্বাচিত অধ্যক্ষ) মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাকে ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষ নির্বাচন করেছেন এই জন্য আমি আপনাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আজআপনারা যে গুরু দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আপনাদের আন্তরিক

সহযোগিতায় আমি আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথ সম্পাদনে সমর্থ হব এ বিশ্বাস আমার আছে।

সংসদীয় রীতি অনুযায়ী অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ। আমার দায়িত্ব পালনে আমি সর্বদা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকব, এবং মাননীয় সদস্যদের অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করব। এ ব্যাপারে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

বিধান সভার সচিবালয় বিরোধী পক্ষের এবং সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যদের প্রয়োজন-মত সমস্ত প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। ঐ ব্যাপারে সমস্ত পর্য্যায়ের কর্মচারীগণ ওয়াকিবহাল আছেন।

পুনরায় আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে অনুরোধ করছি যে আসুন আমরা সবাই মিলে একযোগে কাজ করে বিধান সভার মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে বিধান সভাকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করে গড়ে তুলি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই নব নির্বাচিত ত্রিপুরা বিধান সভার প্রথম অধিবেশনে আমরা আপনাকে নির্ব্বাচিত করে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। বিধান সভার অধ্যক্ষ হিসাবেই শুধু নয়, আপনি ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে, গণতন্ত্রকে যারা হত্যা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন বৃটিশ শাসনের দিন থেকে এবং পরবর্তী গত ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনে আপনি নির্যাতিত হয়েছেন, আপনি এই দেশের গরীব- মানুষের পাশে থেকে তাদের সকল রকমে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। আপনার মতন একজন ব্যক্তিকে আমরা অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করে গৌরবান্বিত বোধ করছি। আমরা জানি যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে পরিষদীয় গণতন্ত্রের উপর কি রকম আক্রমণ এসেছিল, কি পার্লামেন্টে, কি বিধান সভা নামে মাত্র ছিল। তার সমস্ত অধিকার সংকোচিত করা হয়েছিল। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের শুধু বক্তব্য বলতে দেওয়া হয় নি তা নয় যারা তাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের কাছে সেই বক্তব্য পৌঁছে দেবার অধিকারী কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজকে আমাদের দেশের ৬৫ কোটি মানুষ এই স্বৈরাচারী সরকারের গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ভোটের বাক্সের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন তার ফলে আমরা পরিষদীয় গণতন্ত্রকে ফিরে পেয়েছি। আমি আশা করব যে আপনি গণতন্ত্রের একজন সংগ্রামী সৈনিক হিসাবে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন। আমাদের সমস্ত সদস্য, কি বিরোধী দল, কি সরকার পক্ষ তাদের সকলকে এখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবেন। কারণ সেই বক্তব্য ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের বক্তব্য। আমরা চাই যে তাদের বক্তব্য এখানে প্রতিফলিত হোক। এই ক'টি কথা বলে আপনাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি আমার পার্টির তরফ থেকে এবং এই বিধান সভার পক্ষ থেকে।

কক্-বরক

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— তিনি মাননীয় স্পীকার সুধন্য দেববর্মা স্পীকার হিসাবে নিযুক্ত অঙমা বাই আঙ বাঙ্গি খুশী অঙথা। তামনি খুশী অঙ? কারণ, গত ৩০ বছর যাবত উপজাতি আন্দোলন ব চালক তঙগ এবং ত্রিপুরানি উপজাতিরগ-নি উন্নতিনি বাগয় সমস্ত প্রচেষ্টা শক্তি ব

নিয়োগ থালাই তঙগ। চুঙ ছিঅ—১৯৪৪ সন জন শিক্ষা সমিতি যে প্রতিষ্ঠা অঙগ, ব আবনি প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত অঙগ। ত্রিপুরানি উপজাতিরগনি বিছিঙগ শিক্ষা বিস্তারনি বাগয় বিনি অবদান চুঙ স্বীকার থালাইঅ। বরক হিসাবে চুঙ নুকথা—ব অমায়িক, খুক বরক কাহাম, জতনি কক্ থানাঅ এবং চুঙ নুগ ব চিনি বিছিঙগ বিশেষ ভাবে man of literature। চিনি কক্ বরক-ন উন্নতি থাইনা বাগয় ব অনলস ভাবে প্রথম থেকে তাবুক পর্যান্ত প্রচেষ্টা থালাই তঙগ। চুঙ ম-ব ছিঅ, কক্ বরকনি জুইলা সাহিত্য পত্রিকা "কাতাল কথমা" ব-ন তিথা লাই-অ, কাজেই. আঙ অর তে বিছি কক্ ছানা কুকই, ছায়া—চুঙ বিশ্বাস থাইঅ-যে ব স্পীকার অঙগয় চিনি উপজাতিরগনি সম্পর্কে চুঙ যে বক্তব্য রিয়ানু আব impartial বা নিরক্ষে ভাবে বিচার খাইনাই। চুঙ বিশ্বাস থাইঅ যে কতগুলি ব্যাপারে যদি অসুবিধা অঙথাকে ব চুঙন সাহায্য থাইনাই। উপজাতি যুব সমিতিনি তরফ থেকে নন স্পীকার মানমাবাই চিনি বুথা বাই নন তে ওয়াইছা ধন্যবাদ জানগই আনি বক্তব্য অরন শেষ থাইকা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— আজকে মাননীয় সুধন্ব দেববর্মা স্পীকার নির্বাচিত হওয়ায় আমরা অতীব খুশী হয়েছি। কেন খুশী হয়েছি? কারণ, গত ৩০ বছর যাবত তিনি উপজাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, এবং ত্রিপুরার উপজাতীয়দের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও শক্তি নিয়োজিত করে চলেছেন। আমরা জানি, ১৯৪৪ সনে যখন জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠীত হয়, তখন তিনি সেই সংস্থার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ত্রিপুরার উপজাতিয় সমাজের ভেতর শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। মানুষ হিসাবে আমরা তাঁকে দেখেছি—তিনি অমায়িক, অতীব ভদ্র, সবার কথা মনযোগ দিয়ে দিয়ে শুনেন এবং আমরা এটাও জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে man of lit u re—আমাদের ভাষা "কক-বরক" এর উন্নতির জন্যে তিনি সেই প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত অনলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন. আমরা এটাও জানি, "কক-বরক" এ প্রথম সাহিত্য পত্রিকা "কাতাল কথমা" তিনিই বের করেন। কাজেই, এখানে তাঁর সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। আমরা বিশ্বাস রাখি, আমরা উপজাতিদের সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখব স্পীকার হিসাবে তিনি সেগুলিকে impartial বা নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যদি কোথাও কোন ব্যপারে অসুবিধায় পড়ি, তাহলে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আপনি স্পীকার নিযুক্ত হওয়ায় ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী :— আমি বাম ফ্রন্ট সরকারের শরীক হিসাবে আমার পার্টির পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত অধ্যক্ষকে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁকে সর্বপ্রকারে আমরা সহযোগীতা করব এবং আমাদের সংগ্রামের সাথী হিসাবে, গণতন্ত্র রক্ষার সঙ্গী হিসাবে পেয়েছি বলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখি এই সভাকক্ষে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করবেন এবং আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা তার সংগে যুক্ত থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :— শ্রীযুত সুধন্ন দেববর্ম্মা আজকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় আমার দল ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে এবং বাম ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দত করছি এবং বিশ্বাস রাখছি যে আগামী দিনে এই সভার কাজ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সম্পন্ন করবেন এবং এই সভার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবেন এবং আমি আবার বাম ফ্রন্টের পক্ষ থেকে এবং আমার দলের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধন্ন দেববর্ম্মা (অধ্যক্ষ— মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে মাননীয় রাজ্যপাল অদ্য ১২ ঘটিকায় বিধান সভায় উদ্‌বোধনী ভাষণ প্রদান করিবেন। আশা করি আপনারা সকলেই তখন উপস্থিত থাকবেন।

(এরপর অধ্যক্ষ সভা বেলা ১২টা পর্যন্ত মুলতুবী ঘোষণা করেন)

GOVERNOR'S ADDRESS

The House met again at 12 Noon.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Sudhanwa Deb Barma, The Chief Minister, 10 Ministers and 48 members.

Mr. Speaker and the Secretary to the Legislative Assembly received the Governor at the foot of the Grand stair case of Ujjayanta palace. The Governor was then conducted to the Assembly Hall in a procession in the following order :—

Orderly Orderly

Marshal

The Secretary
The Speaker
The Governor
The Special Secretary
to the Governor
The Aid-De-Camp.

Orderly Orderly

All present rose from their seats as the procession entered the Chamber with Marshal announcing, "Mahamanya Rajyapal" and standing until the Governor took his seats.

The Governor then ascended the dais by the steps on the right and took his seat while the Speaker occupied his seat to the left of the Governor. The Secretary, Tripura

Legislative Assembly, Special Secretary to the Governor and Aid-De-Camp took their seats on the Chairs in front of the dais facing the members. The Special Secretary to the the Governor then handed over a copy of the Address of the Governor.

The Governor then addressed the Members of the Assembly as follows :--

Mr. Speaker and Honourable Members,

I welcome you to the first session of the new Legislative Assembly of Tripura and offer you my warm felicitations.

I would like to place on record my appreciation of the work done by the various Government agencies in ensuring free, fair and peaceful elections to the Legislative Assembly in Tripura. In the elections just held, the people voted in freedom and there have been no complaints of any violent or unpleasant incidents. The people have given a massive and unqualified verdict to the Left Front which the Government represents. Therefore, a great responsibility has now devolved on the government to implement the programme for which the vast majority of the electorate has voted.

Crime, Law and order, Police.

The general law and order situation in Tripura during 1976-77 continued to be peaceful and under control. The elections to the Lok Sabha and the State Assembly held during the year passed off peacefully without any violent incidents. The fact that nearly 79.51% of the electorate exercised their franchise during the last Assembly Elections indicates the confidence that the voters had in the ability of the State Government to provide security and to maintain law and order. There was a small increase in the crime rate in the months immediately following the lifting of the emergency, but by November '77 the crime rate returned to the normal level. During the year round-the-clock mobile patrolling was introduced in Agartala town for the first time for dealing with the crime situation in the capital. In addition, police circles and police sub-divisions were re-organised all over Tripura and a new police station was opened in Ambassa in the North Tripura District.

Border.

The international border with Bangladesh has been comparatively peaceful and quiet during the year. There has been a noticeable decrease in the number of transborder crimes and in the volume of illegal immigrations but the border situation still remains difficult. 25 transborder criminals from across the border were shot dead in encounters with the police and forest guards and smuggled goods worth Rs. 8,43,055/- were seized by the B.S.F., State Police authorities and customs. There has been considerable progress in the demarcation of the Tripura Bangladesh boundary, which was taken up jointly by India and Bangladesh in May, 1974. The boundary demarcation in the Tripura Sylhet Sector has been almost completed and the boundary demarcation in the Tripura-Comilla/Noakhali Sector is expected to be completed soon. Boundary demarcation in the Tripura-Chittagong Hill Tracts Sector will be taken up in the coming year.

During the year there has been a substantial decrease in the number of jail inmates mainly due to the lifting of the emergency and the release of prisoners held under MISA AND COFEPOSA. The number of undertrial prisoners has also gone down as a result of the reduction in the crime rate. The Government is presently considering proposals for improvement of the diet for the prisoners and other living conditions in jails. During this year, the construction of a classified prisoners' ward and another new ward has been taken up in Central Jail, Agartala at a cost of Rs. 4,26,000/- ; so that better living conditions and amenities can be provided to the Jail inmates. The government intends to have separate ward for female prisoners and for juveniles. Salaries and other living conditions of the jail warders have been improved.

Fire Service.

In Tripura, during the year 1977, property worth Rs. 17,38,058/- was destroyed by fire as compared to property worth Rs. 29,38,980/- destroyed in the year 1976. This achievement is mainly due to the improvement and expansion of fire services in Tripura. There are at present six Fire Stations in Tripura. More Fire Stations will be opened in March, 1978 at Sonamura and Kamalpur. Provisions has also been made to open two more Fire Stations at Amarpur, Sabroom and other big bazars during 1978-79.

Agriculture.

Ninety percent of the people in Tripura live in villages and the state economy is basically agricultural. During the year efforts have been made to augment production and to ensure self-sufficiency. Towards this end the State Government fixed 1,16,000 lakhs hectares as the target for high yielding varieties of paddy as against 1.09 lakhs hectares fixed for 1976-77. During the year 1978-79 the target has been further raised to 1.25 lakhs hectares.

The rice production for the year 1977-78 is expected to reach 3.61 lakhs tonnes against the target of 3.62 lakhs tonnes. For the year 1978-79 the target has been fixed at 3.71 lakhs tonnes. To propagate and popularise the use of HYV of paddy, especially among the weaker section of farmers, 15,000 mini-kits had been distributed in 1977-78. A further number of 5,000 mini-kits of HYV paddy suitable for cultivation on high lands have also been supplied to the farmers.

Progress has also been made in the State with regard to wheat cultivation. 15,000 farmers have been supplied with mini-kits and other required inputs during the current year and the anticipated wheat production by the end of 1977-78 is likely to be 13,500 tonnes. The target for the year 1978-79 is 15,000 tonnes.

In addition to the above scheme, cultivation of subsidiary or second crops on tilla lands is also receiving special attention. During the current year 5,000 mini-kits for crops like pulses, maize ragi til, etc. have been distributed to farmers. Another 5,000 mini-kits for horticultural crops comparising areca seedlings, black pepper, turmeric, cashew seeds etc. have also been distributed.

To prevent soil erosion in the State, an intensive soil conservation and land development programme has been undertaken. 1800 hectares of land have been reclaimed under various schemes during the current year so far and the target fixed for the year 1978-79 is 2160 hectares. For the year 1978-79, there is a proposal for construction of 50 soil conservation structures, creation of 10 reservoirs for conservation of water, and controlling stream bank erosion on about 30 KM. length of river banks.

Panchayat.

The last Panchayat Elections in Tripura were held in May, 1973. The Government has decided to hold Panchayat elections early in 1978-79. The earlier Panchayat elections had been held by 'Show of Hands'. Now this procedure of 'Show of Hands' has been replaced by the casting of votes through secret ballot. During the Fifth Plan period as outlay of Rs. 36,00 lakhs was made for Panchayats. For the Sixth Plan period, an outlay of Rs. 81.20 lakhs has been proposed.

Tribal Welfare.

The Government is committed to the task of uplifting the Backward classes and for improving their social and economic status. In Tripura, 29% of the population belong to the Scheduled tribes and 13% of the population belong to the Scheduled Castes. With a view to accelerate the social and economic development of the tribals, the State Government had drawn up a sub-plan for covering the areas which have a tribal population of 50% or more of the total population residing in the area. As a result, 6,679.42 Sq. Km. of the total area of 10,491.62 Sq. Km. of the State has been brought under the sub-plan. During the year 1977-78, an amount of Rs. 58,00 lakhs was allotted from the plan provision for tribal development. Out of this amount sanction for Rs. 42.554 lakhs has already been issued upto December, 1977. The balance amount will be spent by March, 1978. For the year 1978-79 proposals under plan schemes have been made for Rs. 91.450 lakhs and for schemes under special central assistance proposals amounting to Rs. 161.490 lakhs have been made. During 1977-78, an amount of Rs. 28.99 lakhs had been provided for running the feeding centres under the special Nutrition Programme. Upto December, 1977, an amount of Rs. 21.41 lakhs has already been spent covering 49,367 beneficiaries through 622 feeding centres. In the ensuing year, this programme will be run entirely with funds from the State sector. For 1978-79 a bigger amount has been proposed from the State Plan so as to cover larger number of beneficiaries.

Though untouchability is relatively unknown in Tripura, the State Government has, in accordance with the rest of the country extended the "Protection of Civil Rights Act" to Tripura. For breaking caste barriers and for improving inter-caste relations the Government has introduced

the "Inter-Caste Marriage Award Scheme". This scheme provides for the issue of a certificate and a cash grant for Rs. 2000/- in each case of inter caste marriage between a caste hindu and a scheduled caste member. In the year 1978-79, more attention will be given to the economic problems of the scheduled castes and backward classes.

Transport and Communications.

There has been some progress in the improvement and extension of transport facilities in Tripura. The Tripura Road Transport Corporation now operates passenger services in all the three districts of Tripura. On the northern routes, the TRTC enjoys a monopoly while on the southern routes, it is operating services along with other private transport operators. During the current year an outlay of Rs. 30 lakhs was provided for the acquisition of 25 more buses. In the draft annual plan for 1978-79 additional amount has been proposed for the acquisition of additional buses, for construction of Bus Station and for improvement of services. It is expected that during the ensuing year more areas will be covered by the TRTC passenger services by increasing the number of services on the existing routes and by opening new routes.

Labour and Employment.

During the year, a total of 57,825 persnos had registered themselves upto September, 1977 on the live Registers of the various Employment exchanges in Tripura. The Employment Exchanges sponsored 15,479 registrants for the 1,293 vacancies that were notified upto September, 1977. Of these 406 persons have been given employment. They include 84 persons belonging to scheduled tribes, 39 belonging to the scheduled castes, 3 ex-servicemen and 1 physically handi capped person.

Preliminary arrangements have been completed for setting up an enforcement machinery for ensuring strict compliance with the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 in both the Public and Private Sector Establishments. Vocational Guidance Units have also been set up in the two District Employment Exchanges of North and South Tripura Districts. During the year upto September, 1977 a total of 3750 persons registered in the Employment Exchanges have been given vocational

guidance. Units have also been set up in the North and South Districts for collecting employment and occupational data from the employees in both the Private and Public Sectors establishments under the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vavancies) Act, 1959. 42 establishments in the North District and 30 establishments in the South District have been brought on the Employers' Register under this scheme.

The State Government has been keen to ensure a better deal for the workers in both the organised and un-organised sectors. As a result, 22 Central Acts and the Tripura Shops and Establishment Act, 1970 have been enforced in Tirpura. Minimum wages have been already fixed for Tea Plantation Workers, workers engaged in beedi making, agricultural workers, motor transport workers and workers engaged in road and building construction. There has been no serious case of labour dispute or labour unrest in Tripura. All labour disputes are attended to promptly by the conciliation machinery and efforts have been made to ensure harmony in labour relations. In 1978-79, the Government proposes to review the minimum wages and amend the Plantation Labour Act and Rules made thereunder to give more benefit to the tea garden labourers.

Fisheries.

To meet the high demand of fish in the State, attempt has been made to bring as much of the water area as possible under pisciculture. Thus under the various fisheries development programmes the area under pisciculture now comprises 7800 hectares which includes the 4,500 hectares belonging to the Gumti Reservoir. The total fish production in these areas is 5,200 M.T. The programme for cleation of new water areas by reclamation and renovation continues to get priority and an estimated 600 hectares of such water area is proposed to be brought under fish production during 1978-79. It is estimated that this will fish production to 6,630 M.T.

Revenue.

The Government continues to give high priority to the speedy implementation of Land Reform measures. During the year considerable progress has been achieved in enforcing the land ceiling provisions in the Tripura Land Revenue and Land Reforms Fourth Amendment) Act,

1976 and in identifing and taking over the possession of surplus lands. Every effort will be made to complete the work by March, 1978. A suo-moto review of the ceiling cases of tribal land owners has been undertaken in order to ensure that the eciling laws do not infringe upon the customary practices and personal laws of the tribes of Tripura. This reveiw has been completed in all the sub-divisions except Sonamura and Sadar. Apart from the enforcement of land ceilings the Government has been placing special emphasis on the programme for the restoration of tribal lands which had been illegally transferred to the non-tribals. In 1,480 case, orders have been issued for the restoration of such illegally transferred lands back to the tribals. Schemes for the rehabilitation of the non-tribals who have been renedered landless as a result of their lands being physicall restored to the tribals have also been taken up. A provision of Rs. 50.00 lakhs has been proposed in the draft annual plan for 1978-79 for the resettlement of such non-tribal families. The Government has further proposed to reconstitute the tribal reserve areas taking the village as a unit.

The Government has also taken up the programme for the preparation of the Field Index and for bringing the Record of Rights up-to-date. Preparation of the Field Index has been taken up in 175 villages and is expected to be completed during the current year. So far 529 bargadars have been included in the Record of Rights. Efforts are being made to plug all loopholes in the Tripura Land Reevnue and Land Reforms Act so that the identification and recording of bargadars becomes easier.

During the year 1977, 2989 landless persons have been allotted Government khas land measuring 1993.41 hectares. It is also proposed to regularise the occupation of Government khas lands in deserving cases by giving allotment for residential purposes to the unauthorised occupants in the town areas. The Government has also decided to remit land revenue for certain categories of raiyots.

Forest.

Forest constitute a vital part of the State economy as they earn nearly 10% of the total revenue of the State. They offer tremendous potential for development. To wean away the tribals from shifting cultivation, the State Government has undertaken a number of resttlement schemes for landless tribal jhumias within the forest areas,

along with Plantation, Horticulture, afforestation and other development works. So far 685 landless tribal jhumias have been resettled under forestry development schemes and more families are proposed to be settled during 1978-79. The State Government has decided to radically revise the rehabilitation schemes after reviewing the work due in the past.

The afforestation programme in Tripura continues unabated. The forest revenue has shown a marked increase. During 1976-77 a sum of Rs. 62.16 lakhs has been realised as forest revenue, thereby registering on increase of 39.9% over the revenue realised last year. The expected revenue for 1977-78 is Rs. 70 lakhs.

The Tripura Forest Development and Plantation Corporation which started operating from 1976-77 for raising short term ecnnomic species has taken up work in earnest. During the year 1977-78 it has extracted 25 M.T. of dry rubber and 292 Kg. of citronella oil. It is estimated that a further quantity of 3 M.T. of dry rubber and 25 Kg. of citronella oil will be available during the year. Total uptodate sale proceeds from the sale of rubber and citronella oil amount to Rs. 2.21 lakhs.

Food and Civil Supplies.

Honourable Members will be happy to note that the food position of the State has been satisfactory this year. As a result, rice is freely available in the open market throughout the State at normal and steady prices. This stability in the rice prices is mainly due to the good harvest and the substantial stocks distributed through the various Fair Price Shops. Upto December, 1977, 17,470 M.T. of rice and 3,436 M.T. of wheat were distributed during 1977 through the 654 Fair Price Shops in Tripura. During the current kharif season the Government has decided to procure paddy/rice on Government account on a voluntary basis as a purely price support measure.

The supply position of all Essential Commodities has not been so satisfactory as desired. The price of Mustard Oil has been fixed by the Government of India through the Mustard Oil (Price Control) Order, 1977. The supplies of Mustard Oil have been supplemented by refined Rapeseed Oil which is being distributed through Fair Price Shops. If the supply can be maintained there will be no shortage in the supply of edible oil. There has been a shortage in the

supply of salt mainly because of non-availability of railway wagons. The Government has decided to build a buffer stock of 1000 M.T. of Salt and to make arrangement for the supply of salt through the Public Distribution system. As for supply of pulses, sugar etc. the State Government has taken up the matter with the Union Government to ensure supply at reasonable prices.

As a result of linear expansion, the number of educational institutions enrolment coverage has risen to 20.70% and 34.60% in the primary and middle stages respectively.

Some important steps have been taken to curtail the drop out rate especially among backward and tribal students. In the year 1978-79 some 300 primary schools in some of the tribal sub-plan areas and other unreserved areas are proposed to be started. 20 senior basic schools are also proposed to be started. To-day the number of high/higher secondary schools in the State stands at 136 with an enrolment coverage of 26.0%. The number of High Schools shall be increased in 1978-79.

To promote physical education, a regional college of physical education has been set up during the year 1977-78 with financial assistance from the North Eastern Council. The physical education programme has contributed significantly towards improving the standards of games and sports. Boys and girls of Tripura have done extremely well in some All-India Competitions.

Realising the importance of social education in a backward state, various programmes like strengthening of Adult Literacy Centres, have been started. Considerable work has also been done in the sphere of social welfare through orphanages, infirmaries, deaf & dumb institute etc.

The post graduate centre of the Calcutta University at Agartala which was established in 1976 is offering greater opportunity for higher education. To date it has post graduate courses in 9 specialised fields which include science faculties. The State Government proposes to start a separate university in Tripura and there more colleges at Dharmanagar, Khowai and Udaipur.

Rural Water Supply.

Provision of safe drinking water for the people is of fundamental importance. Towards this end a number of R.W.S. Schemes have been undertaken in the rural areas.

During 1977-78 the financial outlay for rural water supply is Rs. 30 lakhs. Till March, 1977 about 3,000 census villages out of 4,727 have been provided with drinking water sources. Nearly 120 villages have been provided with tube wells and R.C.C. wells. The supply of rural water has to be improved through proper maintenance of the existing supply and by augmenting the number of tube wells and ring wells.

Health.

Progress has been made in the State on the health front particularly in preventive activities and in the extension of health services in backward areas. Most of the schemes relating to introduction of medical facilities and improvement of the already existing ones are fast nearing completion. In addition to the Kanchanpur Primary Health Centre, the P.H.Cs of Nutanbazar, Takarjala and Manu will also be upgraded.

Reappearance of Malaria in the State has become a cause of concern. Under the modified plan of operation against Malaria, provision has been made for examining of blood smears for malarial parasite at PHC level. W.H.O. has deputed 2 malaria Epidemiologists to Tripura for giving technical guidance in spraying surveillance and extension of prophalactic measures which have been taken up on a large scale.

Though Tripura has bee n declared as a Small-Pox free area it continues to be a Moderate Leprosy Endeime Area. Uptodate 17 survey education and treatment centres, two urban leprosy centres and one reconstructive surgery unit attached to G.B. Hospital, Agartala have been establisred. The 20 bed temporary hospitalisation ward at Manu is almost completed and will soon commence functioning.

Inspite of the importance of population control in fighting poverty, Family Welfare Programme has got a set back because of the methods used under the former Government of India. Steps are now being taken to remove the confusion and motivate people to voluntarily accept the programme.

Tripura State Lottery.

During the year, the Tripura State Lottery was started for the first time. The first draw was held on 27-3-77. Thereafter, four more draws have been held so far. The net profit out of these draws has been Rs. 3.28 lakhs. The

Government has decided to utilise this amount for the construction of Town Halls in the various sub-divisional towns of the State. An amount of Rs. 50,000/- each has already been sanctioned for the construction of Town Halls in Sonamura and Kamalpur Sub-Divisions.

Small Savings.

Collections from small savings from an important part of the resource mobilization programme of the State. The Government is therefore keen that the Small Savings Movement should be strengthened and extended throughout the State. As a result of the sustained campaign for mobilization of small savings, the government has been able to collect a net amount of Rs. 56.54 lakhs from April, 1977 to December, 1977 against an amount of Rs. 28.00 lakhs collected during the entire financial year 1976-77.

The State Government is confronted with many srrious problems in the development of the State and in providing for the needs of the people. The State Government has decided to implement a minimum programme as early as possible and democratise the Administrative machinery for proper implementation of that programme. It has also decided to defend and extend the democratic right of the people through withdrawal of all repressive measures taken at the item emergency. One Commission of Enquiry and one Enquiring authority are being appointed to go through all cases of alleged or suspected misuse of power, corruption and nepotism etc. of the earlier Sen Gupta Ministry. Abundant goodwill and support from the people is essential to help the government live up to their desires and aspirations. With the united efforts and cooperation from the masses, I a mconfident, a beginning can be made to overcome all problems and to build a new, happy and properous Tripura.

(মাননীয় অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে সভার কাজ পুনরায় ৩ ঘটিকার সময় শুরু হল)

অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্যগণ, আমি এই হাউসকে জানাইতেছি যে মাননীয় রাজ্যপাল অদ্য বেলা ১২ ঘটিকায় এই বিধান সভায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ রাখিয়াছেন। এখন আমি সচিবকে উক্ত ভাষণের প্রতিলিপি এই সভার সামনে উপস্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

মিঃ সেক্রেটারী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল অদ্য ১২ ঘটিকায় এই বিধান সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার প্রতিলিপি আমি এই সভার সামনে উপস্থাপিত করিতেছি।

অধ্যক্ষ ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের প্রতিলিপি আপনারা আমাদের নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এই সভার সদস্যগণ মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া, প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখিতে পারেন। ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাবও মাননীয় সদস্যগণ রাখিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর একটা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এই সভার সামনে রাখিতেছি। মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরা বিধান সভায় ২৪-১-৭৮ ইং তারিখে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন, সেই ভাষণের উপর নিম্নলিখিত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি :— 'ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যবৃন্দ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তারজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

অধ্যক্ষ :— আমি এখন সচিবকে অনুরোধ করিতেছি যে রাজ্যসভার সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত (৪৪তম সংশোধনী) বিলের অনুসমর্থন প্রস্তাব এই সভার সামনে উপস্থাপিত করতে।

সচিব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বিধান সভা পরিচালন সংক্রান্ত বিধির ৮৬(২) ধারা অনুসারে আমি এই সভাকে জানাইতেছি যে আমি রাজ্যসভার সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট হইতে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী প্রস্তাবের উপর অনুসমর্থনের জন্য যে বাণী পাইয়াছি এবং যাহা সংসদের উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা বিলের প্রতিলিপি (উপস্থাপিত বিলের রূপ অর্থাৎ যে আকারে বিলটি পাশ হইয়াছে) তাহা সভার সামনে সংস্থাপিত করিতেছি।

অধ্যক্ষ :— ত্রিপুরা বিধান সভার পরিচালন সংক্রান্ত বিধির ১০(১) নং ধারা মতে আমি এই সভাকে জানাইতেছি যে আগামী ৭-২-৭৮ ইং তারিখে বিধান সভার উপাধ্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এতদ্ সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হইয়াছে তাহা মাননীয় সদস্যগণ আমাদের নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন। মনোনয়ন পত্র পেশ করা সম্পর্কে আমি উপরিউক্ত বিধির ১০(২) ধারার প্রতি মাননীয় সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি সদস্যগণকে আরও জানাইতেছি যে যদি কেউ ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর সংশোধনী আনিতে চান, তাহলে তাহাকে ২৫শে জানুয়ারী বুধবার বেলা ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে নোটিশ পেশ করিতে হইবে।

এই সভা ২৫শে জানুয়ারী বুধবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace) Agartala hn Wednesday the 25th January, 1978 at 11-00 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Sudhanwa Dev Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers and 48 Members.

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আজকের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল বিজনেস এডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ। আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীকে উক্ত রিপোর্টটি হাউসের সামনে উপস্থিত করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিজনেস এডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় তালিকা এই হাউস অনুমোদন করে এই আশা নিয়ে আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি প্রস্তাবটি সমর্থনের জন্য ভোটে দিচ্ছি—প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

কলিং এটেনশন

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দকে জানাইতেছি যে আমি তিনটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পাইয়াছি এবং সেগুলি আমি অনুমোদন করিয়াছি। প্রথমটির প্রস্তাবক হলেন সর্বশ্রী অজয় বিশ্বাস, অমরেন্দ্র শর্মা, এবং সমর চৌধুরী ও বাদল চৌধুরী। প্রস্তাবগুলির বিষয়বস্তু এক বিধায় আমি নামগুলি বন্ধনীভূক্ত করিলাম। দ্বিতীয়টির প্রস্তাবক সর্বশ্রী বিমল সিংহ ও রুদ্রেশ্বর দাস এবং তৃতীয়টির প্রস্তাবক হল সর্বশ্রী নরেশ ঘোষ এবং কেশব মজুমদার। আমি প্রথমে শ্রীঅজয় বিশ্বাসের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি সভার সমনে উপস্থিত করছি। এটির উপর আরও নাম আছে—প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল—"কেরোসিন তেল, সরিষার তেল, লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সাম্প্রতিক সংকট সম্পর্কে"। আমি এই প্রস্তাবটির উপর মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর বিবৃতি অদ্যকার সভায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে অদ্যকার সভায় বিবৃতি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে কোন তারিখে তাঁর পক্ষে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হইবে দয়া করিয়া জ্ঞাত করাইলে আমি সেইমত তালিকাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিব।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নোটিশটি খুব তাড়াতাড়ি পেয়েছি। কাজেই এর কম্প্রিহেনসিভ জবাব দিতে গেলে আমাকে যদি আগামী ২৭ তারিখ টাইম দেওয়া হয় তাহলে সেদিন আমি আমার জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৭শে জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে তাঁর বিবৃতি দেবেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের প্রস্তাবক হলেন শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীবাদল চৌধুরী। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল "বিলোনীয়া মহকুমার নলুয়া, মনু, কলসী, সোনামুড়া মহকুমার নিদয়া, পুটিয়া এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রাম সমূহে লবণ কেরসিনের দুষ্প্রাপ্যতা ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় মন্ত্রীকে প্রস্তাবটির উপর তাঁর বিবৃতি অদ্যকার সভায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে অদ্যকার সভায় বিবৃতি দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে কোন তারিখে তাঁর পক্ষে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব হবে দয়া করিয়া জানাইলে সেইমত তালিকাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিব।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কলিং এটেনশানের জবাব আমি দিতে পারি কিন্তু সবটা নয়—কিছুদিন যাবত ত্রিপুরায় লবণ সরবরাহএর ঘাটতি হওয়ায় অনটন দেখা দিয়েছে। সদর মহকুমার ন্যায্যমূল্য এর দোকান মারফত ভর্তুকী দিয়ে প্রতি কে. জি. ৪০ পয়সা দরে বিক্রী করা হইতেছে। সদর মহকুমায় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত সরকারী ভর্তুকী দিয়ে প্রতি কে. জি. লবণ ৪০ পয়সা বিক্রী করা হচ্ছে। তাছাড়া আগরতলায় কিছু সংখ্যক নির্দ্ধারিত ব্যবসায়ীদের দোকানে লবণ পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদেরকে অনধিক ৫৫ পয়সা প্রতি কে. জি. লবণ বিক্রী করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মহকুমায় লবণ সরবরাহের জন্য আবেদনপত্র পেয়ে লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুই হাজার মেট্রিক টনের অধিক লবণ বর্ত্তমানে আগরতলায় আগমনরত অবস্থায় রেলপথে আছে এবং অতি শীঘ্র উক্ত লবণ এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া আসাম হতে আসন্ন চাহিদা পূরণের জন্য কিছু লবণ আমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই সরবরাহ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্যার, আমি আরেকটা পজিশন বলছি যে আজ পর্য্যন্ত আগরতলায় লবণের ষ্টক হচ্ছে ৩১০ বস্তা এবং আরও ৪৫০ বস্তা ধর্ম্মনগর এসে পৌঁছেছে এবং কিছু দিনের মধ্যে আগরতলায় আসবে, ব্যবসায়ীদেরকে আনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তারপরে নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে লবণের ক্রাইসিস আছে এরকম কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে খবর নেওয়া হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় লবণের ক্রাইসিস আছে এবং শিলচর থেকে আমরা ৩২৫ বস্তা লবণ আনার ব্যবস্থা করছি। দুই হাজার মেঃ টন লবণ রেলে এসে অতি শীঘ্র এখানে পৌঁছবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মাসিক লবণের চাহিদা যদি এক হাজার মেট্রিক টন হয় এগুলি আসার পরে আশা করা যায় লবণের বর্ত্তমান যে সংকট এটা থাকবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করে লবণের দাম পঞ্চান্ন পয়সা ঠিক করে দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু আগে লবণের দাম ছিল ৪০ পয়সা এবং যেখান থেকে লবণ আসে সেখানে যেমন আগে ট্রেনজিট লস ছিল সেটা এখনও আছে। এই ট্রেনজিট লসটা নূতন হচ্ছে না। কাজেই লবণের দাম বাড়ার কারণটা কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে সবখানেই লবণের ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল। মাঝখানে ব্যবসায়ীরা পার্মিটে লবণ আনতেন এবং ৪০ পয়সা দামে সেটা বিক্রয় হত। তাতে ব্যবসায়ীদের যেটুকু ক্ষতি হত তা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই দাম ৫৫ পয়সা ঠিক করেছি এবং রেশন সপের মাধ্যমে সেটা বিলি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেছি। এর মধ্যে কোন কারসাজি আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা একজন স্পেশিয়েল অফিসার ধর্মনগরে নিযুক্ত করেছি। সেখানে লবণের ওয়াগন আসলে প্রত্যেকটি বস্তা খুলে দেখা হবে তাদের লস কত এবং কষ্ট কত হচ্ছে। সেটা এসেসমেন্ট করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আশা করছি সেই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে লবনের দাম আরও কমে যাবে। আমি মাননীয় সদস্যদের গোচরে আনার জন্য এই কথা বলছি যে লবণ বা কেরোসিনের যদি কোথাও সঙ্কট দেখা দেয় তা জানার জন্য আগরতলাতে কন্‌ট্রোল রুম খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। যদি কোথাও দুষ্প্রাপ্য হয়, লবণ অথবা কেরোসিনের দাম কত তাহলে জনসাধারণ সঙ্গে সঙ্গে সেটা কনট্রোল রুমে জানিয়ে দিতে পারবেন। সেই ব্যবস্থা আজকে থেকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব ক্যারিফিকেশান স্যার, ট্রেনজিট লস সেটা দেখার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে সেটা ভালই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। কিন্তু এই যে ১৫ পয়সা দাম বাড়লো এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় সংগে সংগে এবং এরকম একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না এটা,কি ওদের ইচ্ছাকৃত না কি সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ? যাতে ভবিষ্যতে এটা না হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বক্তব্য রাখছি এই যে লবণের মত একটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এটা আমার আসার সংগে সংগে আমাদের গোচরে আসলে আমরা খবর নিয়ে জানতে চাইলাম কেন লবণ পাওয়া যাচ্ছে না ? ওয়াগনের জন্য নাকি সেটা হচ্ছে। একমাস আগে আমি দিল্লীতে মিষ্টার ধারিয়া এবং রেল-মন্ত্রী মধু দণ্ডবতের সংগে আলোচনা করেছি। ছোট রেল ষ্টেশন থেকে ওয়াগন বুক করতে যে সুবিধা পাওয়া যেত সেটা বড় রেল ষ্টেশন থেকে বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। একজন অফিসার এই ব্যাপারে পাঠানো হয়েছিল তিনি এসে বলেছেন যে বেশ কিছু ওয়াগন পাওয়া গেছে ওয়াগনের কোন অসুবিধা নাই। এখানে ব্যবসায়ীদের উপরে আগের সরকার কিছু বাঁধা নিষেধ আরোপ করেছিলেন, আমরা সেগুলি তুলে দিলাম এবং বললাম যে আপনারা লবণ নিয়ে আসতে পারেন এবং যেখান থেকেই আনুন ৪০ পয়সার বেশী দাম নিতে পারবেন না এবং তারা আমা-দেরকে বলে গিয়েছিলেন যে কালকে থেকে বুক করতে আরম্ভ করবেন। আমি শুনেছি লবণ এসে পৌঁছে নাই এবং যে লবণ ছিল সেই লবণ বেশী দরে কোথাও কোথাও একটাকা দেড়টাকা

দরে বিক্রী হচ্ছে। তাদেরকে সাবধান করে দিতে দিতে চাই যে যে দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেই দরে বিক্রী করতে। তা না হলে আমরা জনসাধাণকে বলবো যে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদের আমাদের সামনে উপস্থিত করতে তাদেরকে সমাজ বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। কালকে আমি মাননীয় গভর্ণারের সংগে আলাপ করেছিলাম যে আমাদের এখানে জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করেছেন লবণ পাওয়া যাচ্ছে না আসাম সরকারের কাছ থেকে কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না। বিকালবেলা আমাকে জানিয়েছেন কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। সেই জন্য উনাকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ উনার চেষ্টার ফলে আমাদের জনসাধারণ এই সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শহরে যেটকু লবণ পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে তাও পাওয়া যায় না। গ্রামাঞ্চলে গরুকে খাওয়ানোর জন্যও লবণের দরকার হয়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় সেজন্য নজর দেওয়া উচিত।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সম্পর্কে আমরা প্রত্যেক সাবডিভিশনে রেশন শোপের মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছি এবং সেই ব্যাপারে এস, ডি, ওদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যাতে এইরকম ক্রাইসিসের সৃষ্টি না হয় সেই জন্য বাফার ষ্টক করার সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়েছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি এখানে শুনলাম ওয়াগনের অভাবে লবণ আসছে না। তার কারণ কিছু বুঝতে পারছি না। এই ওয়াগণের অসুবিধাটা কি শুধু বামফ্রন্ট সরকার আসার ধরুনই হয়েছে? কারণ ত্রিপুরাতেই শুধু এই লবণের ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে। কিন্তু আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, কোথাও এই ক্রাইসিস নাই। কাজেই আমি জানতে চাই ত্রিপুরায় কেন হলো?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লবণ ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায়ই একটা সংকটের সৃষ্টি করে ছিল। শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার সব জায়গায়ই ৬০ পয়সার কমে পাওয়া যায় না। কাজেই এটা শুধু আমাদের এখানের ব্যাপার নয়ই নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ওয়াগনের কথা যা বলা হয়েছে তা সত্যি। ওয়াগনের সংকট ছিল ত্রিপুরায়। ত্রিপুরায় এই ওয়াগন পাওয়া যেত না এটা আগেই বলা হয়েছে। আমেদাবাদ খুব ছোট জায়গা। সেখানে লবন আনার ভীড় লেগেছে। সেখানে এক সঙ্গে এতগুলি রেলওয়াগন কর্তৃপক্ষ প্লেস করতে পারছে না। কাজেই সে বিষয়ে সঙ্কট আছে। আর ব্যবসায়ীদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, সেই লাইসেন্স অনুযায়ী তারা লবণ আনে নি। যার ফলে আমরা যখন বামফ্রন্ট সরকার গঠন করলাম, তার কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হল এই লবণ সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে চেষ্টা করেছি এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য। আমরা রেল মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। রেল মন্ত্রক আমাদের ১২০ ওয়াগণ দিয়েছেন। আমি আগেও বলেছি ৮৮ ওয়াগন অলরেডি রাস্তায় আছে। কাজেই এখানে আমি বলছিল যে এর জন্য পুরানো গভর্ণমেন্টের যতটুকু নজর দেওয়া উচিত ছিল, ঠিক ততটুকু নজর দেওয়া হয় নি। তাই এই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ করে যাতে

আর সংকট দেখা না দেয় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। সেই সঙ্গে পূর্ববর্তন সরকার লবণের পারমিট যে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর উপর সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, সেই একছেটিয়া (মনোপলি) ব্যবস্থা আমরা বন্ধ করতে চাই। তাই আমরা বলছি যে সমস্ত ব্যবসায়ীগণ লবণ আনতে চান তাদের পারমিট দেবার বন্দোবস্থ করেছেন বামফ্রন্ট সরকার। আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও এ ব্যাপারে যোগাযেগ করছেন।

শ্রীঅখিল দেবনাথ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই, যে দিন বিধানসভার নির্ব্বাচনের রায় ঘোষণা হলো, সেদিন লবণের কে, জি, এক টাকা হয়ে গেল। আমি এখানে জানতে চাই, এই যে হঠাৎ বেড়ে যাওয়া তার পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন চক্রান্ত আছে কিনা ? বর্ত্তমান সরকার এটা চিন্তা করে দেখেছেন কি ?

মি: স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার বক্তব্যের ভেতরে এই সম্পর্কে বলেছেন।

শ্রীদশরথ দেব— এটা কার চক্রান্ত সেটা বলা কঠিন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন চক্রান্ত আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছি এবং আরও পাবো -এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

মি: স্পীকার— এটার উপরে আমি আর সময় দিতে পারছি না। আমাদের পরবর্ত্তী বিষয় হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব। আমি এখানে শ্রীবিমল সিং এবং শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসের যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি পেয়েছি সেটা হচ্ছে :– "গত ১৬.১.৭৮ইং কুলাই বাজারের কাছে বি. এল. রায়. অ্যাণ্ড কোং ইট ভাটায় সত্যনারায়ণ চৌহান নামক শ্রমিককে মালিক ও ম্যানেজার যৌথ উদ্যোগে হাতে পায়ে শিকল বেধে বর্ব্বর অত্যাচার ও মারধর করা সম্পর্কে।" সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর তাঁহার বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি অদ্য বিবৃতি রাখিতে অসমর্থ হন, তাহা হলে পরবর্তী তারিখটি অবশ্যই দয়া করিয়া জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবাদ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমি ২৭ তারিখে উত্তর দেব।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ মাননীয় মিনিষ্টার ২৭ তারিখে সভার সামনে রিপ্লাই দেবেন। তৃতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি হলো শ্রীনরেশ ঘোষ এবং শ্রীকেশব মজুমদারের। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির বিষয় হচ্ছে :—"গত ২৩.১.৭৮ইং তারিখে ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলায় রাধাকিশোরপুর থানা অন্তর্গত ২নং ফুলকুমারী গ্রামে হারাধন বণিক, পিতা শ্রীপদ্মলোচন বণিকের নিকট দাবী অনুযায়ী কোন এক পার্টির কাজে টাকা না দিলে তাহার বাড়ী গাড়ী আগুনে পুরানো হবে বলে লিখিত চিঠিতে ভাতি প্রদর্শন এবং গত পক্ষকাল যাবৎ এই অঞ্চলে ডাকাতির উপদ্রব সম্পর্কে। আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টী আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর তাঁহার বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি তিনি অদ্য বিবৃতি রাখিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে পরবর্তী তারিখটি অবশ্যই দয়া করিয়া জানাইবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— ২৭ তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৭ তারিখে রিপ্লাই দেবেন।

নিয়ম বিধি সংস্থাপন

মিঃ স্পীকার— অদ্যকার বিষয় সূচী অনুসারে পরবর্তী বিষয় হচ্ছে নিয়ম বিধি সংস্থাপন। আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারকে—ত্রিপুরা ওজন এবং পরিমাপ (বলবৎ করা সংক্রান্ত) সংশোধনী বিধি নিয়ম, ১৯৭৭ এর একটি কপি হাউসের সামনে সংস্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— Mr. Speaker Sir "A copy of the Tripura weights and measures (Enforcement) Amendment Rules, 1977.

মিঃ স্পীকার— আমি মাননীয় সদস্যগণকে—এই নিয়ম বিধির প্রতি লিপি বিধান সভার নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী অনুসমর্থন প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার— সভার সামনে পরবর্তী বিষয়সূচী হইতেছে, সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলটির অনুসমর্থন প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর অনুসমর্থন প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমার প্রস্তাবটি মুভ করছি।

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill, 1977, as passed by the two houses of parliament and the short title of which has been changed into 'The Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977'.

মিঃ স্পীকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি কি ডিসকাশন করবেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই অনুসমর্থন প্রস্তাবটি সমর্থন করে এই হাউসের সামনে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের ৬৫ কোটি মানুষ তারা সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা স্মরণ করছে, যখন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র ফ্যাসিষ্ট গোষ্ঠি আমাদের ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য, এবং একটি পুরো-পুরি ফ্যাসিষ্ট শাসন কায়েম করার জন্য আমাদের সংবিধানকে আক্রমণ করেছিলেন, এবং সংবিধানের সংশোধন করেছিলেন। আমরা জানি যে, আজকে যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরা এই সংবিধানকে হত্যা করা, এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করা এবং ৬৫ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইংরাজকে তাড়িয়ে যে সমস্ত অধিকার তারা পেয়েছিলেন, সেই অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে আনতে আজকে আমাদের চেষ্টা করতে হচ্ছে। সরকারের মধ্যে দিয়ে সেই আবর্জনাগুলি দূর করে গণতন্ত্রকে পুন: প্রতিষ্ঠা করার কাজ আমাদের করাতে হচ্ছে।

সেই কাজেরই অংশ হচ্ছে এই সংবিধানের যে সংশোধনী এটা সত্যি সত্যি দুঃখের কথা যে এখনও আমরা সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি নি, এখানে যে এমেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে সেটি ভাল কিন্তু সেটা যথেষ্ট না এই জন্য যে আমরা চেয়েছিলাম সংবিধানের একটা আমূল পরিবর্তন আপনারা জানেন এই সংবিধানের মধ্যে যদিও অনেকগুলি ভাল জিনিষ আছে কিন্তু অনেক কিছু নেই, সংবিধানে আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দরকার আমাদের দরকার হচ্ছে কতগুলি অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যেমন কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি আমাদের দরকার হচ্ছে, বয়সীমা কমিয়ে এনে যাতে দেশের যুব অংশ ভোটার হতে পারে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া, প্রয়োজন হচ্ছে যে প্রতিনিধিকে আমরা পাঠাচ্ছি তিনি যদি আমাদের দাবী যত কাজ না করতে পারেন তাঁকে ফিরিয়ে আনার অধিকার এবং গণতন্ত্র যাতে কোন দিন বিপন্ন না হয় তেমনি একটা পাকা পোক্ত ব্যবস্থা সেখানে রেখে যে সমস্ত কাজ এখনও করা যাচ্ছে না এবং করা হচ্ছে না এই জন্য যে জনতা সরকার বলেছেন রাজ্যসভার মধ্যে যেহেতু এখনও কংগ্রেস সংখ্যাধিক্য কাজেই কংগ্রেস হয়তো এই সমস্ত সংশোধন মেনে নেবে না কাজেই আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের আজকের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কংগ্রেসকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সেই কাজ মাত্র শুরু হয়েছে। এই কথা ঠিক যে কংগ্রেস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে আরো একটি নূতন কংগ্রেস জন্ম লাভ করেছে ইন্দিরা কংগ্রেস ভারতবর্ষের মানুষকে, ত্রিপুরার মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ এই একটি গোষ্ঠি যারা আজকে ইন্দিরা কংগ্রেস বলে নির্ব্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করছেন, তারা এখনও সেই জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করছেন ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন পত্রিকার কাগজে তাঁরা যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সমর্থকরা তাঁরা বলেছেন জরুরী অবস্থা খুব ভাল কাজ হয়েছে, তারা বলেছেন মিসা খুব প্রয়োজন ছিল যা কিছু তাঁরা করেছেন ঐ অন্ধকার দিনগুলিতে তাই তাঁরা আজকে সমর্থন করে যাচ্ছে শুধু এইটুকু বলছেন যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে সেটা আমাদের জন্য না, শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর জন্য না, যা কিছু হয়েছে আমলা-কর্ম্মচারীদের জন্য হয়েছে। এই যে গোষ্ঠি এই গোষ্ঠি আজকে নিজেকে নির্বাচন করার চেষ্টা করছে, ভারতবর্ষের মানুষকে যারা গণতন্ত্রের জন্য স গ্রাম করেছে তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা জানি যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংগঠিত হওয়ার মুল ভিত্তি যদি থাকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে তাহলে পরে সে অর্থনৈতিক সংকট কি কারণে হয় তা দেখতে হবে, সংকট হয় মানুষকে শোষণ করলে জুলুম করলে এবং শোষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চলবে গণতন্ত্র বিশেষ করে ধনীক জমিদার যারা বড় বড় পুঁজিপতি তাদের শাসন এবং শোষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত চলবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গণতন্ত্র কখনও নিপীড়িত হতে পারে না সেই গণতন্ত্র বিপন্ন হয় বড়লোকদের হাতে, বড়লোকরা সরকার দখল করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে সেই বড়লোকরা জনতা পাটির মধ্যেও আছে, জমিদারের মধ্যে আছে, বিরাট পুঁজিপতির মধ্যেও আছে, কংগ্রেসের মধ্যেও আছে, কংগ্রেস রেড্ডি গোষ্ঠির মধ্যেও আছে এবং কংগ্রেস ইন্দিরা গোষ্ঠির মধ্যেও আছে কাজেই আমরা যারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি, আমরা যারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে আগে সংগ্রামে নেমেছিলাম আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সংবিধান সংশোধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে আমাদের

দায়িত্ব হচ্ছে যখন আমরা বিধান সভার মধ্যে গণতন্ত্রের পক্ষে আজকে দাঁড়িয়েছি তেমনি বিধান সভার বাইরের লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের এই গণতন্ত্রকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে, সংগ্রাম করে যেতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার সেই জন্যই আমরা বলছি শ্রীমতি গান্ধীর যে ৪২তম সংশোধন সেটা পুরোপুরি কেন প্রত্যাহার করা হয় নি। আমরা মার্কসবাদ কমুনিষ্ট পার্টি, আমরা বামফ্রন্ট আমরা পুরোপুরি সেটা সংশোধনের পক্ষে এ কথা আমরা জানিয়ে দিতে চাই। ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল সংবিধানের মধ্যে যা আছে সেগুলির উপরে আমাদের কোন মোহ নেই, ইন্দিরা গান্ধী লিখেছিলেন যে সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য কাগজে লিখে দিলে সমাজতন্ত্র হয় না এবং ইন্দিরা গান্ধী দেশের মানুষকে ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণীর গরীব মানুষ তাদের উপর ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কারণ পৃথীবির মধ্যে আজকে সমাজতন্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ। ভারতবর্ষের মানুষ দেখবেন যে দুটো দুনিয়ার মধ্যে সমাজতন্ত্রের দুনিয়াতে সেখানে কৃষককে ভূমিহীন হতে হয় না, জমির জন্য সংগ্রাম করতে হয় না, সেখানে বেকার নেই, সমাজতন্ত্রের দেশে আরো লোক চাই এত কাজ যে মানুষ সব কিছু ব্যবহার করতে পারে না আরো লোক চাই, আমাদের রাষ্টপতি যখন গিয়েছিলেন সমাজতন্ত্র দেশে তখন চেকোশ্লাভকিয়া বলেছিলেন বলেছিলেন যে আমাদের কাছে লোক পাঠান আমাদের অনেক কাজ আছে। সংবিধানের কাজের অধিকার সেখানে সংরক্ষিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র দেশে ৩০ বছরের মধ্যে এক পয়সাও জিনিষের দাম বাড়ে নি, বাড়ে নি চীনে, বাড়ে নি কোরিয়াতে কাজেই সমাজতন্ত্র যে জনপ্রিয় সেটা শ্রীমতি গান্ধী ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, শোষণের যাতা কলের মধ্যে সমাজতন্ত্র রেখে দিচ্ছিলেন সেটা আমাদের দেশের মানুষ ধরে ফেলেছে এবং তাকে শাস্তি দিয়েছে। ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল মানে ভারতবর্ষে কার্যকরী করা যায় এই রকম একটা সংবিধান আমরা করতে চাই। আপনারা জানেন যে সবচেয়ে আতঙ্কজনক ব্যবস্থা হয়েছিল যেটা ৩১ ডি বলে বলা হয়েছে রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে, গণতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে বে-আইনী করার ব্যবস্থা হয়েছিল এটা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন এর চেয়ে বড় আক্রমণ গণতন্ত্রের উপর আর হতে পারে না দেশের মধ্যে কেউ দল করতে পারবে না, সংগঠন করতে পারবে না, গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারবে না এই রকম একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে তার জন্য আমরা খুশী হয়েছি। আর একটি প্রচেষ্টা ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন সেই প্রচেষ্টা হচ্ছে বিচার বিভাগকে তচনচ করে দাও কারণ বিচার বিভাগ তাকে বড় শাস্তি দিয়েছিল মামলায় তাকে হারিয়ে দিয়ে তার প্রধানমন্ত্রীর গদী কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কাজেই প্রথম সুপ্রীম কোর্টে আক্রমণ শুরু করলেন। যিনি প্রধান বিচারপতি হওয়ার যোগ্য তাকে না করে গান্ধীর পক্ষের লোক যিনি তাকে রায় দিবেন তাকেই তিনি প্রধান বিচারপতি করে দিলেন তাতেও হলো না সংবিধানের মধ্যে সেই সমস্ত ব্যবস্থা রেখে দেওয়া হলো যাতে হাই কোর্টকে পঙ্গু করা যায় আমাদের দেশের যে সমস্ত আইন আছে সেগুলিকে রিভিউ করার ক্ষমতা যাতে কেড়ে নেওয়া যায় এবং সংবিধানকে সংশোধন করার সময় বলা হয়েছিল যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা আমরা নিয়ে নিচ্ছি। পার্লামেন্টের ক্ষমতা না জনসাধারনের ক্ষমতা আমরা জনসাধারনে ক্ষমতা বিশ্বাস করি না. আমরা পার্লামেন্টের ক্ষমতার বিশ্বাস করি না পার্লামেন্ট হচ্ছে জন-

সাধারনের হাতে তৈরী কাজেই সার্বভৌমত্ব কোথায়? সার্বভৌমত্ব জনতার হাতে এই প্রশ্ন যখন উঠেছিল তখন ইন্দিরা গান্ধী মনে করলেন আমি এবং আমার পুত্র যাতে রাজত্ব করতে পারে এমন একটা সংবিধান তৈরী কর এবং সেটা এমন ক্ষমতা নিয়ে তৈরী হবে যে আমাদের আর কেউ যেন গদি থেকে না নামতে পারে। মানুষ এই কৃতদাসের রাজত্বে থাকার জন্য জন্ম লাভ করে নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব। শুধু এই কথা বলব সংবিধানের মধ্যে যে সমস্ত অধিকার নেই সেই অধিকারগুলি যাতে আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারি সেইজন্য আমরা ত্রিপুরার মানুষ, ভারতের অন্যান্য মানুষের সংগে সংগ্রাম করবো। আমাদের ত্রিপুরার মানুষ তারা চেয়েছিল এই রাজ্যগুলিকে আরো বেশী ক্ষমতা দেওয়া হোক। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ চেয়েছিল ঐ এলাকাতে যাতে আমরা অটোনমাস ডিষ্টীকট করে তাদের আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এবং তারা যাতে মনে করতে পারে যে আমরা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে পেরেছি সেই ব্যবস্থা সংবিধানের মধ্যে থাকা দরকার। কিন্তু সেই ব্যবস্থা সংবিধানের মধ্যে নেই। আমরা আশা করবো জনতা পার্টি সংবিধান সংশোধন করে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে সংবিধানের সংযুক্ত হয় তার জন্য তারা চেষ্টা করবেন এবং তাদের চেষ্টার জন্য আমরা সমর্থন জানাবো। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমার এই প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে আমি রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আর কেউ বলতে চান।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, RESOLUTION RATIFYING THE AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF INDIA PROPOSED TO BE MADE BY THE CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL, 1977. এটাকে আমি স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই এই কারণে যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসলে সুপ্রিম কোর্টের বিচার ব্যবস্থাকে একটা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। জনতা সরকার সেইটাকে আবার অনুমোদন করে বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষমতা দিয়েছেন সেই জন্য আমি এই সংবিধানকে স্বাগত জানাই। এবং মনে করি তাদের হাতে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের একটু উন্নতি হবে তাই আমি এটাকে সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—আর কেউ বলতে চান কি ?

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সংবিধানের বক্তব্য রেখেছেন তাকে সমর্থন করে আমি বলছি। সংবিধান শুধু সংশোধনই নয়, যাতে সংবিধানের মধ্যে কোন স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা না থাকে এবং সংবিধানের যানত আমূল পরিবর্তন হয় তার চেষ্টা করা দরকার। এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আমি আশা রাখব আগামী দিনে যাতে মেহনতী মানুষ, গরীব মানুষ তাদের অধিকারগুলি যাতে সংবিধানের মধ্যে থাকে। এবং সেই জন্য আমাদের চেষ্টা থাকা দরকার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই যে সংবিধান সংশোধন আমরা যে প্রস্তাব করেছি। এই প্রস্তাবটি পার্লামেন্ট থেকে পাশ হয়েছে সেইজন্য এটা এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার ভাষণের মধ্যে এই সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তাই আমি আর সেইদিকে যাচ্ছি না। তবে জনতা সরকার পার্লামেন্টে যা করেছেন তাকে আনসিন বলা যায়। ইমারজেন্সীর সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই অপকর্মের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষ সংগ্রাম করেছে, সেই সাধারণ মানুষের চাহিদা তাদের সংগে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ হলো না। ইমার-জেন্সীর সময় সংবিধান যে সংশোধন হয়েছে ভারতের গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে যদি বাতিল হতো তাহলে ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীর সংগে সংগতিপুর্ণ হতো। অসম্পুর্ণ হলেও যে ব্যবস্থার কথা এই সংবিধানে বলা হয়েছে এটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এবং এটাও আবেদন রাখব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সংবিধান করা হয়েছে এবং তার যে ধারাগুলি সংযোজিত হয়েছে সেইগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার যেন ক্লোস্ড মাইণ্ড না হন, মনটা যেন খোলা থাকে এবং এই বিষয় বিচার করে অন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এটা আশা রাখব। আর বিরোধী গ্রুপ হিসাবে উপজাতি যুব সমিতির নেতা এটাকে সমর্থন করেছেন খুব ভাল কথা আমি আনন্দিত হলাম। তবে নিশ্চয় তাদের চিন্তার আরো পরিবর্ত্তন দরকার। কিন্তু ইমার্জেন্সীর সময় যে অত্যাচার হয়েছে সেই সময় কিন্তু তাদের এই সংবিধান সংশোধনের একটি বাক্যও আমরা শুনিনি। ইমার্জেন্সীর সময় সারা ভারতে এবং ত্রিপুরার উপর অনেক উৎপীড়ন চলছিল এবং ২০ দফা কর্মসূচী ২৪ দফা কর্ম্মসূচী যখন এই ত্রিপুরায় চালু করতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে। তাদের সমর্থন সাধারণ মানুষের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষ দেখেছে। ইমার্জেন্সীর সময় যে ধরণের ঘটনা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ এখনো উৎঘাটিত হয় নাই। শাহ-কমিশন বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে যে অপকৃতি ঘটেছে তা প্রকাশ পাচ্ছে। উচ্চপদে যারা অধিষ্ঠিত তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেইগুলি কিছু সাহ-কমিশনের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি কিন্তু গরীব কৃষক, সাধারণ মানুষ তাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেইগুলি আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। বড় লোকের উপর যদি এই রকম অত্যাচার হয় তাহলে সাধারণ মানুষের উপর কি ধরণের অত্যাচার হয়েছে তা কল্পনা করতে পারেন।

জরুরী অবস্থার সময় কংগ্রেসী রাজত্বে জনগণের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। তবে এখন কিছু কিছু উৎঘাটিত হচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষ তারা নিজেরাই তার রায় দিয়েছে। তবে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তবে আমার বক্তব্য ভারতের সত্যিকারের সাধারণ মানুষের স্বার্থে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা যদি করতে হয় তাহলে এই সংবিধানের আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। এবং আমার পার্টি থেকে সেই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় লেবেল রাখা হয়েছে। আমি আশা রাখবো কেন্দ্রীয় সরকার যেন চিন্তা ধারা নিয়ে এই সংবিধান সংশোধন করেন।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জরুরী অবস্থার সময়ে মানুষকে ঘুমে রেখে, নির্যাতন করে সংবিধানের সংশোধনের নাম করে যে অত্যাচার করা হয়েছিল, তার

সংশোধনী এনে কেন্দ্রের জনতা সরকার ভাল কাজই করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এই ছিটেফোটা সংশোধনের দ্বারা জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে না। মানুষের দুঃখ কষ্টের লাঘব হবে না। তারজন্য তার আমূল পরিবর্ত্তন চাই। আজকে যে পরিবর্তন এখানে আনা হয়েছে তাকে আমরা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাব এবং আমি বলব এটা মন্দের ভাল। তার আমূল পরিবর্তনের দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পার্টির তরফ থেকে যে সংশোধনী বিল আনা হয়েছে তার সমর্থন করি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে যে তথ্য তুলে ধরেছেন তার প্রতিবাদ করছি। কেননা আমরা ইমারজেন্সীকে পুরাপুরি সমর্থন করিনি। সেই কর্ম্মসূচীর মধ্যে উপজাতি এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যে ডেভেলাপমেন্টাল প্রগ্রাম ছিল তার আমরা সমর্থন করেছিলাম, এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা একটা আশ্বাস দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন সেটা বাস্তবায়ন হয়নি, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছিল। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে অভিযোগ করেছেন এটা পুরাপুরি ভিত্তিহীন বলে আমি মনে করি

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বামফ্রন্টের শরীক আর. এস. পি. পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছি। সংবিধানের ৩১ ধারা (এ)কে বাতিল করে গণতন্ত্র রক্ষিত হবে না, সংবিধানের মূল আমূল পরিবর্ত্তন না করলে পরে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা খুবই বিপজ্জনক। কেননা স্বৈরাচারী শক্তি এখনও চুপচাপ থাকে নি। এখনও তারা চেষ্টা করছে কি ভাবে গণতন্ত্রকে বলি দিয়ে, সংবিধানের যে ছিটফোটা সুযোগ থাকবে তার মাধ্যমে কোনদিন আবার শক্তি যাচাইয়ে প্রয়াসী হবে। সেইজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলছি যে সংবিধানের মূল ভিত্তিকে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

অধ্যক্ষ :— এখন সভার অনুমোদনের বিষয়টি হইল—মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অনুসমর্থন প্রস্তাবটি প্রথমে আমি পড়ছি এবং পড়ে আমি ভোটে দিচ্ছি—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill. 1977, as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into the Constitution (Forty-Third Amendment) Act, 1977."

যাহারা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন, তাঁহারা হঁ্যা ধ্বনি করুন। (হঁ্যা ধ্বনি)

যাহারা প্রস্তাবটির বিপক্ষে আছেন, তাঁহারা না ধ্বনি করুন। (না ধ্বনি)

অনুসমর্থন প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল।

অধ্যক্ষ :— এখন সভায় সামনে পরবর্ত্তী বিষয়সূচী হইল মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের আলোচনা। আমি প্রথমে প্রস্তাবটির উপস্থাপক শ্রীসমর চৌধুরীকে আলোচনা শুরু করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তার আগে আমার একটা বক্তব্য ছিল যে—

আমি সময় বেধে দিতে চাই। কারণ তা না করলে অনেক সদস্যই আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। রুলিং পার্টির তরফ থেকে যিনি ইনিশিয়েট করবেন তিনি ২০ মিনিট পাবেন এবং অন্যান্য সদস্যরা পাবেন ১০ মিনিট। আর বিরোধী দলের নেতা পাবেন ২০ মিনিট এবং অন্যান্য সদস্যরা পাবেন ১০ মিনিট করে। আমি প্রস্তাবটির উত্থাপক মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীকে ইনিশিয়েট করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল এখানে যে অভিভাষণ রেখেছেন, সেই অভিভাষণের উপর আমি ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছি। এই জন্য এনেছি যে বিগত তিন দশক পরে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার এই প্রথম সরকার গঠন করেছেন এবং এই প্রথম বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর অভিভাষণে গত নির্বাচন যে সুষ্ঠু অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে তার উল্লেখ করেন। সত্যিই গৌরবের যে ত্রিপুরার বুকে আর একবার মাত্র সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল, ১৯৫২ সালে। তখন আমার মনে পড়ে ত্রিপুরার প্রখ্যাত কৃষক নেতা, উপজাতি, অ-উপজাতিদের উপর সম্মিলিত ভাবে অত্যাচার শুরু করা হয়। গ্রামে গ্রামে পুলিশ, মিলিটারী লেলিয়ে দেওয়া হয়। রাজা এবং রাজার পর তৎকালীন কংগ্রেসীদের যে শাসন ব্যবস্থা ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যারা অংশ নিয়েছিলেন তখন তাদেরকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকতে হয়েছিল। গোপনে জংগলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেখান থেকে গোপনে তাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। জেলের ভিতর থেকে তাঁদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। সেই প্রথম নির্বাচন বিধানসভার নির্বাচন ছিল না। তৎসত্ত্বেও ত্রিপুরার জনপ্রতিনিধিত্ব অর্জন করার জন্য যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে ত্রিপুরার জনগণ সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯৫২ সালের জয় সেকি অভূতপূর্ব জয়। আমাদের বর্ত্তমান খাদ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী কমরেড দশরথ দেববর্ম্মণ জয়ী হলেন। কিন্তু ত্রিপুরার বুকে তখন নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন নি। এই ছিল ১৯৫২ সালের কংগ্রেসী রাজত্বের চিত্র। গোপনে তিনি দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পার্লামেন্ট হাউসে ঢুকে নিজেকে প্রকাশ করলেন যে—'আমিই দশরথ দেববর্ম্মণ, ত্রিপুরার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি।' এই ছিল তৎকালীন কংগ্রেসী শাসনের চেহারা। তারপর ত্রিপুরার জনগণের যে রাজনৈতিক সচেতনতা। আমরা এখানে একটি দায়িত্বশীল সরকার চাই, আমরা এখানে বিধান সভা চাই। তাদের সেই সচেতনতাকে দাবিয়ে, মাড়িয়ে এক ব্যাপক প্রয়াস চালিয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় পর্যায়েই। এমন কি শ্রীমতী গান্ধী, তার পিতা ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা তাদের প্রশাসনিক সমস্ত শক্তি দিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরার দাবীকে অগ্রাহ্য করতে। তাই তারা কখনও দিয়েছিলেন আঞ্চলিক পরিষদ। কখনও বা দিয়েছিলেন টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল। তারপর সামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিধান সভা। সেই লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রামে গ্রামে সর্বত্র মিছিল, জনসভা করে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে বিধান সভার কাজ করতে দেওয়া হয় নি। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করে, গোপনে খুন করে, মিথ্যা খুনের মামলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, সমস্ত উপজাতি এলাকা গুলিকে বর্বর অত্যাচারে নিষ্পেষিত করে দিয়েছে। গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাতি করে, গোপনে খুন করে, মিথ্যা খুনের মামলায় সমস্ত উপজাতিকে জড়িয়ে, উপজাতি এলাকাগুলিতে বর্বর

অত্যাচারে তাদের নিস্পেষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, উপজাতি যুবকদের ন্যায্য আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় কিনা, তার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদেরকে অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে যেখানে উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করা হয়েছে, মেরে, পিটে হাজার হাজার মানুষকে—নানজাপ্পা যখন চীফ কমিশনার ছিলেন, মিথ্যা মামলা দিয়ে কিভাবে তাদের হয়রানি করা হয়েছিল ? তারপর দীর্ঘ এত বছর পর আমরা আজকে গর্বের সংগে বলতে চাই এই প্রথম ত্রিপুরার জনগণ সারা ভারতবর্ষে যে নুতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার সুযোগ নিয়েছে এবং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে আমরা গর্বের সংগে আজকে বলছি যে ত্রিপুরার জনগণ জয়লাভ করেছে, তাই আমরা দেখছি যে কমিউনিষ্ট কোরিয়া—পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে যে ত্রিপুরার জনগণের এই যে গৌরবজনক ভূমিকা, শান্তিপুর্ণ এবং অবাধ নির্বাচন সংগঠিত করতে পেরেছে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। শুধু এই নয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও বোম্বে, বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে হাজার হাজার অভিনন্দন বাণী আসছে এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি। আমরা গণতন্ত্রকে যে সম্প্রসারিত করতে পেরেছি রাজ্যপালের ভাষণে তার স্বীকৃতি আছে। তাই এই প্রস্তাবের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখানে শুনতে পাই যে গ্রামে গ্রামে কোন কোন হতাশাগ্রস্ত গোষ্ঠি কংগ্রেস, জনতা ইত্যাদি গোষ্ঠি গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন এই নির্বাচন ঠিকমত হয়নি বলে। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা গ্রামে গ্রামে এই যে গণতান্ত্রিক জাগরণ ফিরে এসেছে সেটাকে আটকে রাখা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সমস্ত কিছু অস্বীকার করে রাজ্যপাল যে এই অবাধ নির্বাচনকে পরিপুর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর ভাষণ'এ তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদসুচক প্রস্তাব এনেছি আইন শৃংখলা প্রস্তাবের উপর। গত ৬/৭ বছরে আমরা কোথায় গিয়ে পৌচেছিলাম—বিধানসভার সদস্য জেলে পড়ে থেকে পচতে হয়, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, যারা তাঁদেরকে ভোট দিয়েছে তাদের কাছে যাওয়ার উপায় নেই। আমি কথা বলতে চাই আমি কথা বলতে পারব না, আমি শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, সেকথা আমি বলতে পারবনা, বিভিন্নরকম দুর্নীতিতে দেশ ভরে যাচ্ছে সেটা আমি বলতে পারব না, এইতো ছিল গত ৬/৭ বছরের ইতিহাস। শুধু গত ৬/৭ বছর নয় তারও আগে থেকে ১৯৪৭ সাল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে সারা ভারতবর্ষে যা ঘটেছে, সমস্ত আক্রমণে শিকার হয়েছে আমার এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বাজারে অসামাজিক কার্যকলাপ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, দিনে দুপুরে মেয়েরা মস্তানদের কবলে পরে, তাদের টেনে নিয়ে তাদের উপর বলতকার করা হোত, আর আজকে সেইসব মস্তান বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর ভয়ে ভীত হয়ে দুরে সরে পড়েছে। সরকারকে ভয় নয়, জনগণের মধ্যে যে চেতনা এসেছে, তারা যে দুর্নীতি মুক্ত একটি প্রশাসন গড়ে তুলতে চায়, এই যে জনজাগরণ, তা দেখে তাদের ভয়। আইন শৃংখলার যে অবনতি ঘটেছিল তা প্রতিহত করা হচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, খুন এসমস্ত হচ্ছে, কিন্তু একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ব্যাপক অংশের জনগণের মধ্যে আইন শৃংখলা ফিরে এসেছে, চুরি ডাকাতির সংখ্যা কমে এসেছে, এখন আর মস্তানদের সেদিন নেই যে দিনে দুপুরে মস্তানরা একটা কুমারী মেয়েকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপর সাত আট জন বলাতকার করবে, কংগ্রেস রাজত্বে যেটা ছিল সেটা আজকে নেই। আইন শৃংখলা আরও

ফিরিয়ে আনা হবে এই যে সম্ভাবনা, রাজ্যপালের ভাষণে তার স্বীকৃতি আছে। তাই আমি এই ভাষণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ত্রিপুরার উপজাতিদের সমস্যা মহারাজার আমলে কোন সমাধান হয়নি, কংগ্রেস আমলে গণতন্ত্রকে একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল, তাদের কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। বার বার আমরা দাবী করেছি, প্রস্তাব করেছি উপজাতিদের স্বার্থকে সংরক্ষিত করার জন্য কিন্তু তার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখা হয়নি। আজকে রাজ্যপালের ভাষণে যে উপজাতিদের সার্থকে সংরক্ষিত রাখার প্রয়াসের সম্ভাবনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং তাই এই ভাষণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাস্থ্য সম্পর্কে। সারা ত্রিপুরাতে কয়টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার কয়টি হাসপাতাল, এই ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য কয়টি ডিসপেন্সারী হয়েছে? ডিসপেন্সারীতে একজন কম্পাউণ্ডার পর্যান্ত নেই, পুলিশ দপ্তরের হাতে সেই ডিসপেন্সারীগুলির ভার দিয়ে রাখা হয়েছে, এই ব্যবস্থা কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসছে। স্কুলগুলির ঘরগুলি ভেঙে পড়েছে, সেখানে কোন চেয়ার নেই, টেবিল নেই, সামান্যতম ব্যবস্থাও সেখানে ছিল না, সেগুলি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গত কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দেখছি সুরু হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণে সেই সম্ভাবনার প্রথম পদক্ষেপগুলির স্বীকৃতি তুলে ধরা হয়েছে তাই আমি এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করছি।

সীমান্ত সমস্যা এখনও যথেষ্ট আছে তার সাক্ষ্তি রাজ্যপালের ভাষণে আছে। এই সীমান্ত সমস্যা অত্যন্ত জটিল সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান খুবই শক্ত, কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার জনগণের চেতনা জাগিয়ে তুলেছে, জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছে, এলাকায় এলাকায় ডিফেন্স কমিটি গঠন করে আত্মরক্ষার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এবং স্বতস্ফুর্তভাবে সরকারের সংগে সহযোগিতা করছে যা ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে মানুষ দেখেনি। আমি জিজ্ঞাসা করি কি সুন্দর ব্যবস্থা। কোথায় গত ত্রিশ বছরের রাজত্বে তো মানুষ দেখেনি। গরু চুরি করে নিয়ে যায়। গ্রামের মানুষ বাংলাদেশের শয়তান চোরগুলিকে ধরে আটক করে রেখে দেয়। পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়, হাসতে হাসতে তারা তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। আর যারা চোরগুলিকে ধরল সাজা হয় তাদের। কিন্তু এটা এখন আর কংগ্রেসী রাজত্ব রাজত্ব নয় যে গরুচোরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর যে চোর ধরল তাকে জেলে দেওয়া হবে। এটা সেই রাজত্ব নয়। এই রাজত্ব সেই রাজত্ব যে রাজত্ব যে রাজত্বে চোরকে ধরে আনলে প্রশংসা পায়। এই অবস্থা গ্রামে এখন দেখতে পাচ্ছি। তা সত্বেও হ্যাঁ, গরু চুরি হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রম ও কর্মসংস্থানে বর্ত্তমান সরকার ইতিমধ্যেই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন আইন অ্যামেণ্ডমেন্ট, সংশোধন করার চেষ্টা হচ্ছে, উদ্যোগ সুরু হয়েছে সেই আইন শুধু নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিকভাবে কৃষি শ্রমিক, মটর শ্রমিক, বাস শ্রমিকেরা কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পায় না ৩০ বছর চাকরী করেও। তাদের কোন পে স্কেল নেই, নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই। এই তো চা বাগানগুলি সাংঘাতিক দুরবস্থার মধ্যে আছে, আমি নিজে দেখে এসেছি। কংগ্রেসী রাজত্বে দেখেছি, জনতা, সি, এফ, ডি, তাদের

কোয়ালিশন সরকারের সময়েও দেখেছি। কংগ্রেসী জামা বদলানো লোকগুলি কিভাবে সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীসভা কিভাবে দুঃশাসন এবং নিপীড়ণ চালাত, আজকে সমস্ত ব্যবস্থা একটা নূতন সম্ভাবনা হয়ে উঠেছে শ্রম ও কর্ম্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। ১৬শ কর্ম্মচারীকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। সি, পি, এম, এবং জনতা যখন কোয়ালিশন সরকার ছিল তখন সিদ্ধান্ত করা হল যৌথভাবে মন্ত্রীসভায়, কিন্তু কংগ্রেসী জামা বদলালো লোকগুলো কি কায়দায়, কি সাংঘাতিক কৌশলে গোপনে গোপনে দুর্নীতি করেছিল, ঐ কংগ্রেসী কায়দায় টাকা নেওয়া, বড়লোকদের বাড়ীর লোকদের চাকরী দেওয়া সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছিল। এখন বর্ত্তমান সরকার একটা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে চলেছেন। শিক্ষক কর্ম্মচারী সম্পর্কে, তাদের বেতন, বদলী নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে উদ্যোগ সুরু হয়েছে।

ঠিক এই রকম ভূমি রাজস্ব, জমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে, বর্গাদার উচ্ছেদ করা সম্পর্কে সমস্যার সমাধান না হলে, ত্রিপুরার মূল রাজনীতি যেটার উপর নির্ভরশীল তার সমাধান করতে না পারলে আমরা কিছুই করতে পারব না। তাই সেই মৌলিক ভূমি সংস্কারের কাজ রাজ্য সরকার সুরু করেছেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণে কিছু কিছু রূপরেখা, কি করবে সরকার তার একটা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। আমি তার বিস্তৃত বলতে চাই না, এই সম্পর্কে ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী নানাভাবে রূপরেখা দিয়েছেন রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে। এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বর্ত্তমান সরকারের যে ভূমিকা সেই ভূমিকার মধ্যে জনগণের সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের জনদরদী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই দিক দিয়ে রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে, এই ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল মাননীয় রাজ্যপাল ত্রিপুরার প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পরে প্রথম বিধান সভায় যে ভাষণ পাঠ করেছেন এবং সেই ভাষণকে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব হিসাবে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে হাউসের কাছে উপস্থিত করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই নতুন বিধান সভায় নতুন পরিবেশে নতুন পরিস্থিতি গঠিত হয়েছে। এই বিধান সভায় এই ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর কিছু বলতে গিয়ে আমার প্রথম মনে পড়ে তাদের কথা, আজকে ত্রিপুরার এই ৬ষ্ঠ নির্ব্বাচনের অভূতপূর্ব জয় সেটা দুই দিনে হয় নি, ৩০ বছরের কংগ্রেসের যে অপশাসন সেই অপশাসনের ফলে ত্রিপুরার মানুষের যে বিক্ষোভ, ত্রিপুরার মানুষের যে দুঃখ দারিদ্রতা, এই ৬ষ্ঠ নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে যারা রয়েছে তারা এই অপশাসনের বিরুদ্ধে, এই কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, লড়াই করার স্বার্থ ত্যাগ করেছে, জীবনকে বিসর্জন দিয়েছে, তাদের কথাই প্রথম মনে পড়ে। তাদের সেই আত্মদানের ফলেই আজকে নতুন বিধান সভায়, নতুন পরিবেশের মধ্যে আমরা আজকে বসেছি। যারা ৩০ বছর এই ত্রিপুরাকে শাসন করে গেছেন, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে যারা অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে গেছে সেই নায়কেরাই আজকের বিধান সভায় শূন্য। আজকে দুঃখ লাগে তাদের দিকে চেয়ে। আমরা দেখেছি গত

৩০ বছর এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে তাঁরা মানুষের সাম্যবাদের কথা, মানুষের উন্নতির কথা অনেক বলে গেছেন কিন্তু আজকে তাঁরা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধান সভায়, বামফ্রন্টের বিধান সভায় আমরা বক্তৃতা করছি। একদিন ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের অন্যায় অত্যাচার করে জুলুম করে এবং তাদের রক্ত নিংড়ে এনে এই রাজপ্রাসাদ তারা সৃষ্টি করে গেছে। এই রাজপ্রাসাদ সৃষ্টি করতে গিয়ে, এই রাজাদের যারা প্রজা ছিল তাদের উপর কি নিষ্ঠুর অত্যাচার তারা করেছিল, মনে পড়ে তাদের কথা, এই রাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে খোয়াই পদ্মবিলের কাছে ফুলকুমারীতে যারা বলি হয়েছিল তাদের কথা আজকে মনে পড়ছে। তারা যদি স্বার্থ ত্যাগ না করতেন তারা যদি এই অত্যাচরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতেন তাহলে ত্রিপুরার এই ঐতিহাসিক জয়, যে জয়কে আজকে সারা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক জয় বলা যেতে পারে সেটা আমরা করতে পারতাম না। এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বলতে গিয়ে তাদের প্রথম শ্রদ্ধা জানাই। তারপর মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে যে তাদের কথা তুলে ধরেছেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এতদিন রাজ্যপাল তাঁর গতানুগতিক ভাষণ দিয়ে গেছেন। কিন্তু এই গতানুগতিক ভাষণকে পেছনে ফেলে বাস্তবমুখী বামফ্রন্টের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা করছেন। ঐ যে ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণ, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনতার উপর যে কংগ্রেস সরকার করেছিলেন রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন, আজকে তার ফলে তারা জমিহারা, আজকে তারা বাস্তুহারা, আজকে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সেই উপজাতিদের কথা এই প্রথম রাজ্যপালের ভাষণে স্থান পেয়েছে। কারণ ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে উপজাতি জনগণ দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত লড়াই করে এসেছে।

আজকে তারা জমি হারা, আজকে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অথচ আজকে তাদের কথা আমাদের রাজ্যপালের ভাষণে স্থান পেয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের কথা, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। এই উপজাতিদের বে-আইনি ভাবে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, অথচ রাজ্যপাল এখানে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার এই সামান্য ভাষণের মধ্যেও ত্রিপুরার ৫ লক্ষ উপজাতিদের কথা, তাদের আশা আকাঙ্খার কথা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এজন্য আমরা রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরাতে উপজাতিদের জন্য একটা সংরক্ষিত এলাকা করার কথা এবং এজন্য আমরা তাদের এই দাবীকে নানা ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে দিন ঐ কংগ্রেসী সরকার তাদের এই দাবীকে শুধু উপেক্ষাই করে নি, বরং তাদের উপর নানা ভাবে উপদ্রব অবিচার এবং অত্যাচার চালিয়ে এসেছে। কাজেই আজকে এমন দিন এসেছে যে ঐ উপেক্ষিত উপজাতিদের কথা আমাদের প্রথমেই চিন্তা করা দরকার, তাই রাজ্যপাল তার ভাষণের মাধ্যমে তাদের উন্নতির কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কায়েম হয়েছেও, কাজেই সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাম ফ্রন্ট সরকারের যে নীতি সেটাকে বাস্তবে রূপদান করবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমরা এও জানি যে ত্রিপুরার বহুমুখী সমস্যা রয়েছে এবং সেই সব সমস্যা তাড়াতাড়ি সমাধান করা সম্ভব নয়, সেই

সমস্তার সমাধানের জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে এই বিধান সভায় এসেছি, তারাই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্তার সমাধানের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে যথাযোগ্য ভাবে সাহায্য করতে সচেষ্ট হবেন, এতে আমার কোন রকম সন্দেহ নাই। বিগত ৩০ বছরে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কি দেখেছি ? আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলগুলো বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এলাকাগুলো শিক্ষার থেকে বঞ্চিত, সেখানে স্কুল নেই, অথচ শিক্ষা বিভাগের খাতা-পত্রে স্কুলের নামে ভর্তি, স্কুলগুলো যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্ম্মসূচী, তার মাধ্যমে যাতে এই সব অবস্থাগুলো দূর করা যায়, তার জন্য বাম ফ্রন্ট সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা কৃষিভিত্তিক রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৪ লক্ষ মানুষের শতকরা ৯০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তারা বিগত ৩০ বছর ধরে সরকারী সুযোগ সুবিধাই সরকার থেকে পায় নি। কাজেই কৃষকের জীবন হচ্ছে একটা বঞ্চনার জীবন, তাই আমি আশা রাখব যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই বঞ্চিত কৃষকদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবেন। জরুরী অবস্থার সময়ে মানুষের যে অধিকার, সেই অধিকার বিগত সরকার কেড়ে নিয়েছিলেন, ফলে কৃষকদের উপর যে শোষণ, সেই শোষণের মাত্রাও ত্রিপুরা রাজ্যে বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই সেই সব শোষণ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য, বর্ত্তমান ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধন করার কথাও রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। তারপর আমরা আরও দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্গাদারদের কোন অধিকার ছিল না, শুধু জমিতে খাটুনি দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। আজকে কিন্তু সেই বর্গাদারদের কথাও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আমরা আরও দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৭ হাজার মানুষ গত ৩০ বৎসর করে বা তারও বেশী সময় পর্য্যন্ত সরকারী খাস জমি দখল করে আছে, অথচ তাদেরকে সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাদের সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কথাও আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখিত আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ ৩০ বছর হল আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তার মধ্যে আমরা কি দেখছি ? আমরা দেখছি যে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আজকে যেখানে যান না কেন, দেখবেন হয় কোথাও ডাক্তার নাই, আবার কোথাও ডিস্পেন সারী নাই, আবার বা কোথাও হাসপাতাল নাই। এই যে মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ে অব্যবস্থা, তা দূর করবার ইঙ্গিতও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা আছে। রাজ্যপালের ভাষণ দেখে আমার মনে হয় যে তিনি ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেই বাস্তব চিত্রকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমরা মনে করি ত্রিপুরার বাম ফ্রন্ট সরকার সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সকল রকমের চেষ্টা করবেন। তারপরে আমরা আরও কি দেখছি, সেটা হচ্ছে জরুরী অবস্থার সময়ে সেনগুপ্ত মন্ত্র সভার যে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, অন্যায়, অবিচার করেছিল, তার তদন্ত করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে বলে, মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন কারণ এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে সি, এফ, ডি, সি, পি, এম, কোয়ালিশান

এবং জনতা সি, পি, এম, কোয়ালিশান এই রকম একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় নি। তার কারণ হল হল সি, এফ, ডি, এবং জনতার মধ্যেও দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণ অব্যাহত ছিল এবং তদন্ত কমিশন গঠন করলে তারাও ঐ দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণের অভিযোগ থেকে বাদ পড়তেন না। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে বহু আকাঙ্খিত তদন্ত কমিশন গঠিত হতে চলেছে, তার উল্লেখ মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে রেখেছেন। তদন্ত কমিশন গটন করে জরুরী অবস্থার সময়ে বিশেষ করে সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে যে অত্যাচার ও অবিচার হয়েছিল, তার একটা বাস্তব চিত্র আমাদের বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সমেনে তুলে ধরতে চান। তাছাডা পরবর্ত্তী নময়ের জন্যও একটা ইনকোয়েরী অথরিটি গঠন করা হবে। পরিশেষে আমি এটুকু বলতে চাই যে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন, তার জন্য অবশ্যই আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাব। তার সংগে সংগে আমরা এটাও বলতে চাই যে বিগত কংগ্রেসী সরকারের আমলে ৩০ বছর ধরে যে দুঃখ কষ্ট, অন্যায় অবিচার সাধারণ মানুষের উপর চলে আসছিল এবং তার জন্য যে বেদনার অশ্রু ঝডে পড়ছিল তার কিছু যদি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মুছাতে পারেন তার হলে সরকার সচেষ্ট হবেন বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই মাননীয় রাজ্যপাল গতকাল যে ভাষণ দিয়েছেন, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দ্রাও কুমার রিয়াং

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই ভাষণের মধ্যে উপজাতিদের ভবিষ্যত আশা আকাঙ্খার কোন রূপরেখা নেই। আমরা দেখেছিলাম এবং আমরা আশাও করেছিলাম যে কমিউনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সি, পি, আই, এম, বিগত দিনগুলিতে তারা বিশেষ ভাবে উপজাতিদের জন্য যে দরদ দেখিয়েছেন সেই দরদের কিছু চিহ্ন আমরা এই ভাষণের মধ্যে দেখতে পাব। কিন্তু তারা আজকে যখন ক্ষমতায় এসেছেন এই উপজাতিদের রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক বা সামাজিক আশা আকাঙ্খার প্রতিস্ফুরণ ঘটাতো দূরের কথা কোন চিহ্নই নাই। আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট তথা এই সর্বহারার যে দল তাদের ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যপালের যে ভাষণ সেই ভাষণের মধ্যে গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী অর্থাৎ ধনীক শ্রেণীর সেবা করেছে সেই পুজিপতিদের দালাল তাদেরই প্রেতাত্মা যেন আমরা দেখছি যে এখানে খেলা করছে। হাঁা, উপজাতিদের জন্য পুনর্ব্বাসন ইত্যাদি করা হবে। কিন্তু আমরা তার কোন কিছুই এখানে দেখছি না। তারা বলেছেন বনের কথা—সেখানে বলা হয়েছে যে "ত্রিপুরায় বনায়ন কর্ম্মসুচী অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছে"। উপজাতিদের কথা আমরা আর দেখছি না। সারা ত্রিপুরার বন রিজার্ভ করে ফেলবেন। অথচ আমরা জানি যে উপজাতিরা হচ্ছে জুমিয়া—জুম চাষের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। কাজেই সমস্ত জমি যদি রিজার্ভ করে ফেলা হয় তাহলে এই উপজাতিরা যাবে কোথায়? কারণ তারা আর এখন ট্রাইবেলদের ভালবাসে না সেজন্য তারা আজকে গাছকে বড় করার চেষ্টা করছেন, ট্রাইবেলদের বাদ দিয়ে বনকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কারণ বন টাকা দেয় কিন্তু ট্রাইবেলরাতো আর

টাকা দিতে পারে না সেজন্য অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা জানি সারা ভারতে ৩০ শতাংশ বন করার কথা আছে কিন্তু এখানে ৭১ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই প্রসংগে আর বলার কিছু নেই। তারপর আমরা আশা করছিলাম গত ৩০ বছর যাবত তারা উপজাতিদের জন্য অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং উপজাতিদের জন্য দাবিও রেখেছিলেন স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে। এবং সেই স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনেক শহীদ হয়েছেন আজকে তারা সেই সব শহীদদের অবমাননা করছেন। '৬৮ সালে পেরেতিয়ায় রাবার বাগান নষ্ট করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিলেন—তখন মোহীনি ত্রিপুরাকে তারা হত্যা করেছিলেন। তখন তারা বলেছিলেন যে বন আর বাড়ান যাবে না কিন্তু এখন তারা বলছেন যে অপ্রতিহত গতিতে চলছে। বন থেকে ১০ শতাংশ আয় বাড়ছে কিন্তু পাহাড়ীয়াতো আর টাকা দিতে পারে না। তারপর তারা বলছেন যে গনমূখী শাসনের কথা এবং পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হবে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে দিতে নারাজ তবু গনমুখী শাসনের কথা বলা হচ্ছে। যদি গাঁও প্রধানদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে তো আর মন্ত্রী বা এম, এল, এ,দের ক্ষমতা কমে যাবে। নির্বাচন হবে ঠিকই কিন্তু ক্ষমতা দেওয়া হবে না। তারপর স্বাস্থ্যের কথা—জি, . বি, হাসপাতাল আরও বাড়ান হবে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পাহাড় অঞ্চলে যেখানে চিকিৎসার সুযোগের জন্য ৩ মাইল চার মাইল ৫ মাইল দূরে যেতে হয় তাদের জন্য কোন ডিসপেন্সারীর কোন কথা নেই। শুধু সহরের কথা তারা সহরকে বানাতে চায়—লটারীর টাকা দিয়ে টাউন হল বানান হবে বিলোনীয়ায় এবং আগরতলাতে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে না না সেখানে নয়। (ইন্টারাপশান) স্পীকার স্যার, এইভাবে ভাষণের মধ্যে ইন্টারাপশান করলে আমার ভাষণ সুন্দর নাও হতে পারে (ইন্টারাপশান) তারপর বলেছেন যে আইন শৃঙ্খলা অনেক ভাল হয়েছে। ২৪ ঘন্টা পুলিশ পাহারা দিচ্ছে পাহাড়ে পুলিশ ফাঁড়ি বসান হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ নাই চন্দ্রপুরে গণ্ডাছড়াতে ডাকাতি হয়েছে চুরি হয়েছে হয়ত সেগুলি বামফ্রন্টের আমলে হয় নাই। ২৪ ঘন্টা পুলিশ পাহারা দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয় আর কৃষির কথা তারা বলেছেন যে ৯০ ভাগ লোক কৃষিজীবি। অর্থাৎ পাহাড়ীরাও কৃষক আর বাংগালীরাও কৃষক। কৃষির প্রসংগে সেখানে দেখছি যে মাইনর ইরিগেশান কিম্বা বিগ ইরিগেশানের কোন ব্যবস্থা নাই তাহলে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ছাড়া কি করে কৃষকেরা আরও ফসল বাড়াবো—সেটা আমরা বুঝি না। আর যোগাযোগের সম্পর্কে শুধু সীমান্ত এলাকায় সড়কের কথাই বলেছেন কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলের সড়কের কথা কোথাও বলা হয় নাই। তারপর আমরা এও দেখছি যে মাছের ব্যবস্থা বাড়াতে হবে উপজাতিদের জায়গা নিয়ে লোংগা নিয়ে রিক্লেম করে সেই সব জায়গায় মাছের চাষ বাড়ান হবে। এই সব কথা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখা যায় যে গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের প্রেতাত্মাই যেন দৌড়াদৌড়ি করছে। তারপর বলা হয়েছে চাকরীর কথা তারা ১৬শ বেকারকে চাকরী দেওয়া হবে বিভিন্ন রেজিষ্ট্রেশান অফিসের মাধ্যমে। কিন্তু উপজাতিদের জন্য বা সিডিউল্ড কাষ্টের জন্য কোটা সেই কোটার কথা তারা বলতে ভয় পায়। কারণ তারা যদি চাকরী পায় তাহলে কি হবে। তখন তারা আর আমাদের কথা শুনবে না কাজেই তাদের কোটার কথা বলা হয় নাই। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবং আমরা আশা করেছিলাম বামফ্রন্টের আমলে রাজ্যপালের ভাষণ আরও ভাল হবে। কিন্তু গত কংগ্রেসী রাজত্বের

প্রেতাত্মাই এখানে দৌড়াদৌড়ি করছে। সেজন্য আমরা এই ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সংগে সংগে বিরোধী গ্রুপ থেকে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। স্যার, এটা স্পষ্ট যে বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই যে সুযোগের ফলে গত ৩০ বছর ধরে যে সমস্ত জঞ্জাল যে সমস্ত আবর্জনা জমা হয়েছিল তা পরিষ্কার করার কোন সুযোগ এই বামফ্রন্ট সরকারের হাতে আসে নাই। আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছরে এই ত্রিপুরাকে শুষ্ক মরুভূমির মত করা হয়েছে। যে অবজ্ঞা যে অনাচার অত্যাচার সাধারণ মানুষের উপর হয়েছে যে শোষণ সর্ব্ব সময় মানুষের উপর চলেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করছি যে গত জরুরী অবস্থার সময়েও ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে—কেবল সহরেই নয় গ্রামাঞ্চলেও যে অত্যাচার হয়েছিল সেটাও ইদানিংকালে আমরা লক্ষ্য করছি। আজকে নজরে যখন এসেছে তখন সেই সম্পর্কে দুই একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। প্রথমেই আমি উল্লেখ করছি ধর্মনগরের একটি ঘটনার কথা। জনৈক ননীগোপাল দেব '৭৬ সালে তার জোত জমি থেকে তাকে উচ্ছেদ করা হল। তার একটা চিঠির কিছু অংশ আমি পড়ছি। পড়ছি এই জন্য যে কি অবস্থায় আজকে তিনি দিন কাটাচ্ছেন—সেটা স্পষ্ট হওয়ার জন্য। 'বর্তমানে আমি ভিটামাটী ছাড়া হয়ে আর্থিক বিপর্যয়ে পড়ে পরিবারের ছেলেমেয়েদের খাওয়া পড়া চিকিৎসা ইত্যাদি কোন কিছুরই ব্যবস্থা করে উঠতে পারছি না। ফলতঃ এ যাবত আমার দুটি বাচ্চা গত কয় মাসের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করে আমার মত অযোগ্য পিতাকে উপযুক্তশাস্তি দিয়েছে এবং বাকী আরও দুটি বাচ্চা প্রায় মরণোন্মুখ"। তাকে ভিটামাটী ছাড়া যারা করেছিলেন তারা হলেন কংগ্রেসী নেতা—শ্রীদেবী প্রসাদ পুরকায়স্থ, মনি কর প্রমুখ এবং তাদের সাংগ পাংগরা জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে ভিটামাটি ছাড়া করেছিলেন। তিনি পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ উপযুক্ত সাহায্য করেনি। তার বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটা দোকান করে ছিল তার দোকান ভেংগে দেওয়া হয়েছিল। তার সেই ঋণ পরিশোধের জন্য তাগিদ আসছে কিন্তু সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। ননীগোপাল আজ সর্ব্বহারা। সেই রকম অসহায় পিতার কান্না আজকে শুধু ধর্ম্মনগরেই নয় সারা ত্রিপুরার বুকে আমরা শুনছি। কিছু দিন আগে আমার কাছে ধর্ম্মনগরের একজন মহিলা এসেছিলেন, তার স্বামী পঙ্গু, অপারেশন করেছিল। গ্রামের কংগ্রেস প্রধান পরবর্ত্তীকালে যিনি সি, এফ, ডি, হয়েছিলেন তিনি জরুরী অবস্থাকালে জোর করে তাকে অপারেশন করেছিলেন। এখন তার কাজ করবার ক্ষমতা নেই। এই ভদ্রমহিলা এখন কাজ খোঁজছেন। কিন্তু কাজ কোথায়? তিন সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় আছেন। ত্রিপুরায় এই রকম মেয়েদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এদের কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি; এখন বামফ্রন্ট সরকার তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তা কমিশনে উপস্থাপিত করবেন।

তদন্ত হলে আমরা জানতে পারবো সুখময় বাবুর রাজত্বের ইতিহাস, সেই অন্ধকার রাজত্বের ইতিহাস ত্রিপুরার মানুষের কাছে প্রকাশ পাবে এবং প্রকাশ পাবে সেই ইতিহাস মানুষের কাছে কত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তার পরে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কৃষি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গত ত্রিশ বছরে কৃষি ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি যাতে সাধারণ কৃষক তার জমিজমা সামাল দিয়ে চাষ বাস করে নিজের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারে। সেই ব্যবস্থা ছিল না কাজেই সেই জমি চলে যেত জমিদারদের হাতে বা মহাজনদের হাতে নানা কারনে তারা বিক্রী করে দিত। কারণ কৃষির জন্য যে যন্ত্রপাতির দরকার স্প্রে মেসিনের দরকার, ব্যাংক থেকে ঋণের দরকার তা তারা ঠিকমত পেত না। একটি তথ্য আমি উল্লেখ করছি, এই রকম বহু তথ্য আছে, কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাক থেকে লোন নেওয়ার জন্য একজন বিগত ২৩-১২-৭৪ ইং তারিখের ফর্ম্ম পূরণ করেছিলেন এবং ২৩-৩-৭৪ ইং তারিখে ৩,৬০০ টাকা লোন অনুমোদন পেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট ১৭৬ টাকা জমাও দিয়েছিলেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঋণের টাকা পান নি। । তবে আমরা এটা উল্লেখ করতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধান এক দিনে সমাধান করতে পারবেন না তার জন্য সময়ের দরকার। স্যার আমরা এক দিকে দেখছি বন্যায় কৃষি নষ্ট হচ্ছে, ঘর বাড়ী ভাংগছে আরেক দিকে খরায় ফসল নষ্ট হচ্ছে, জল সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্ম্মনগরে সেখানে মাটি খুঁড়ে জলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু সে ব্যবস্থা হয় নি; গ্রামে রিং ওয়েল, টিউবওয়েল দিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় নি। গ্রামাঞ্চলে জলসেচের এই অব্যবস্থার কারণ হলো এই ত্রিশ বছরের কংগ্রেসের অপ-শাসন। স্যার, চিকিৎসার ব্যাপারেও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে চিকিতসার সুষ্ট ব্যবস্থা নাই।

মিঃ স্পীকার :—হাউস আজ দুইটা পর্য্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করছি। মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেসের পরেও বলবার সুযোগ পাবেন।

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্ম্মা, আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা আমি বলতে চাইছিলাম যে, চিকিৎসা—

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— ঠিক আছে স্যার। আমরা দেখেছি পূর্বতন কংগ্রেসী শাসনে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারিত হয় নি। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা নেবেন এই বিশ্বাস আমার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি পশু হাসপাতালে ঔষধ নেই। এবং ঔষধ না থাকার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত পশু হাসপাতাল আছে সেখানে ঠিকমত চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না. এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। ঐ সঙ্গে আমি আরো উল্লেখ করতে চাইছি. সীমান্ত অঞ্চলে গরু, মহিষ, ছাগল চুরির হিরিক আছে। আমি সীমান্ত অঞ্চলের উন্নতির জন্য রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে তা আমি দেখেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথা বলতে চাইছি তা হচ্ছে,

সেই সামান্ত অঞ্চলের চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য হোম গার্ডদের প্রভাইড করা যেতে পারে। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে, তার মাঝখানে ইন্টারিয়্যাল ক্যাম্প তৈরী করা যেতে পারে। আমি যতটুকু জানি, আমাদের ত্রিপুরায় ২৭০০ হোমগার্ড ট্রেইণ্ড হোমগার্ড বেকার পড়ে আছেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা বেকার পড়ে আছেন। তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা কংগ্রেসী শাসনে নেওয়া হয় নি। এইসব হোমগার্ডদের নানা ধরনের কাজে নিয়োগ করা যায়। এদিকে বামফ্রন্ট সরকার প্রয়াসী হবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। এইসব হোম গার্ডদের অগ্নি নির্বাপক ট্রেনিং নেয়া আছে। আমরা এখনও সব জায়গায় ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা করতে পারি নি। তাই আমি বলছিলাম যেখানে যেখানে ফায়ার ব্রিগেড ষ্টেশন করা যাচ্ছে না, সেখানে এইসব হোমগার্ডদের দিয়ে কাজ চালানো যেতে পারে। তারা হোস পাইপের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপনের কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে। এতে খরচও অনেক কম পড়বে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় একদিকে শ্রমিক-কর্মচারী অত্যাচারিত হয়েছেন, অপরদিকে অত্যাচারিত হয়েছেন ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ। সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার এইজন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠিত করেছেন। সেই সঙ্গে যদি শ্রমিক—কর্মচারী, যাদের উপর অত্যাচারের বন্যা বয়েছিল তার জন্যও একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হলে ভাল হতো। দুর্নীতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে, তদন্ত কমিশন গঠিত করছেন এই জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে কোন উপায় নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার একদিকে শ্রমিক—কর্মচারী এবং অন্যদিকে বেকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি, ত্রিপুরায় ৫৭,৮২৪ জন রেজিস্ট্রীকৃত বেকার আছেন। এইসব বেকাররা আমাদের ত্রিপুরায় চাকুরী পাচ্ছেন না। পূর্ব্বতন কংগ্রেস সরকার চাকুরীর কোন প্রভিসান রেখে যান নি। শুধু তাই নয়, দুটি কোয়ালিশন সরকারেও আমরা দেখতে পেয়েছি জনতা এবং সি, এফ, ডি, এর পক্ষ থেকেও কোন কিছু করেন নি। বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছেন ও প্রয়াস নিচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তা লক্ষ্য করতে পারছি এবং তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি গ্রহণ এবং প্রমোশনের ব্যাপারেও বামফ্রন্ট সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্পাঞ্চল গঠনের কথাও আমরা শুনেছি। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পাঞ্চল গঠনের প্রয়োজন অতি আবশ্যক। এই জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখতে পেয়েছি, উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের কথা উল্লেখিত আছে। এইজন্য বিগত শাসনকালে আমরা বার বার দাবী করে এসছি। এইজন্য বিধান সভায় প্রস্তাব এসেছে। ধর্ম্মনগর, খোয়াই এবং উদয়পুরে কলেজ স্থাপন করার জন্য পিটিশন কমিটিতে পিটিশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী কলেজ খোলার কথা সব সময়ে এড়িয়ে গেছেন। আজ বামফ্রন্ট সরকার তার নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে প্রয়াসী হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করছেন এটা আমরা লক্ষ্য করছি। এইসব কারণের জন্য রাজ্যপালের ভাষণ সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ঐ সঙ্গে আরো একটি বিষয়ের প্রতি উল্লেখ করতে চাই। সেটা

হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণে। তাই আমি বলছি, এইসব গ্রাম পঞ্চায়েৎদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসবেন এই বিশ্বাস আমরা করি। এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে নোটিফায়েড এরিয়া উল্লেখ না থাকিলেও শহর উন্নয়নের জন্য সে সম্পর্কেও তারা প্রয়াস নেবেন সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন শহরে কিছু সংখ্যক লোকের ব্যক্তিগত প্রয়াসে ডেপলাপ কমিটি নাম নিয়ে কংগ্রেসী শাসনের সময়ে যেটা অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে কাজগুলি হাতে নিয়েছিলেন সেগুলি শহরের উন্নতির নামান্তর মাত্র। এগুলিকে উন্নতি না বলে শহরকে নিমজ্জিত করার প্রয়াসই বলা যেতে পারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। এটা আমি ধর্মনগর শহরেও দেখেছি। যার ফলে কিছুদিন আগে আমার কাছে এই রকম ডেভলাপ কমিটির উল্লেখ করে একটি চিঠি দেয়া হয়েছিল। আমি তখন বললাম যে, এই রকম কোন টাউন ডেভলাপ কমিটি নামে কোন সংস্থা সত্যি আছে কি না, এবং কবে তার উৎপত্তি হয়েছে এবং কি কি কাজ করেছে সব খোঁজ করে আমাকে জানান। এর পর আমাকে যা জানানো হলো তাতে দেখতে পাচ্ছি, উনি লিখেছেন, অনেক কাগজ পত্র ঘেটে আমি দেখতে পেলাম না তাদের কবে উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা আছে। এই অবস্থা যেখানে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেসী আমলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে একটি শ্রেণী—ধনিক শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে কংগ্রেস সরকার তাদের কেন্দ্রীভূত করার প্রায়স নিয়েছিলেন। কংগ্রেস শাসনে তাদের কাছে সাধারণ মানুষের চাহিদা ছিল গৌণ। সেই সাধারণ মানুষ যাতে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন এ কথার উল্লেখ আমরা রাজ্যপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি। সেই সব চিন্তা করে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব এসেছে, তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি রাজ্যপালের ভাষণকে পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার বক্তব্যে যাওয়ার আগে এইটুকু বলতে চাই যে আজকে খুব আনন্দ লাগছে কারণ এই বিধানসভা আজকে কংগ্রেস থেকে মুক্ত। আজকে আমরা গর্ব অনুভব করছি এই জন্য যে যেখানে কংগ্রেস ৩০ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করার পরও প্রকৃত কোন সুষ্ঠ শিক্ষা নীতি ভারতবর্ষে চালু করতে পারে নি যা আজও একটা এক্স্পেরিমেন্টাল ষ্টেজে রয়েছে, যে কংগ্রেস ৩০ বছর রাজত্ব করেও শিক্ষার অঙ্গনে কোন সুস্থ শিক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে নি এবং ছাত্রদের দিয়ে পরীক্ষাগারের গিনীপিকের মত পরীক্ষা নিরীক্ষাই চালিয়ে গেছে, সেই জন্য জায়গায় আজকে ভারতবর্ষের মানুষ কেন্দ্রের কংগ্রেসকে উৎখাত করেছে এবং আমাদের রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে পলিটিক্যালি উৎখাত করেছে তার পরিবর্ত্তে গণ ইচ্ছার যে প্রতিপলন গত নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে নূতন বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ১৮১ দিনের যে কাজের হিসাব এবং বাস্তবানুর ফলশ্রুতি আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার অঙ্গনে একটি পরিস্কার সুস্থ বাতাবরণ এবং এবং বাস্তবানুব কতগুলি পদক্ষেপ সেখানে

রাখা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে গত ৩০ বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষকে নিয়ে নিরক্ষতার দূরীকরণের নামে সেখানে শুধু ছলনাই করা হয়েছে, শুধু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নিরক্ষরতা দুরীকরণের প্রশ্নে বহুবার যে সমস্ত আন্দোলন আমরা বিরোধী দল বা বিরোধী সংগঠন থাকার সময় করেছিলাম আজকে সরকারী ক্ষমতায় আসার পরে আমরা কতগুলি বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পেরেছি এবং শুধু নিরক্ষতা দুরীকরণই নয় শিক্ষার সম্প্রসারণের স্বার্থেও আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নূতন ৩০০টি প্রাথমিক স্কুল আদিবাসী এবং অসংরক্ষিত এলাকায় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এটাকে আমি বলছি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কারণ যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন পর্য্যন্ত অবহেলিত ছিল, যেখানে ত্রিপুরার মানুষকে, কি আদিবাসী কি অ-আদিবাসী সবাইকে নিরক্ষতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, আজকে সেই জায়গায় প্রাথমিক স্তরে ৩০০ প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি রাজ্যপাল দিয়েছেন তার জন্য আমি রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু প্রাথমিক স্তরে নয় মাধ্যমিক স্তরেও উচ্চতর এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি এখানে দেওয়া হয়েছে বর্ত্তমানে যে ১৩৬টি স্কুল আছে খোজ-খবর নিলে হয়তো দেখা যাবে তার অনেকগুলিরই কোন পাকা নেই হয়তো কতগুলি স্কুল সেখানে আছে কিন্তু সুষ্ঠু শিক্ষার কোন বাতাবরণ নেই, চেয়ার নেই, বেঞ্চ নেই, ব্লেক বোর্ড নেই, চক্ নেই, ডাস্টার নেই অথবা অন্যান্য কোন সায়েন্স ইকুইপমেন্ট নেই ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখা যাবে যাই হোক বামফ্রন্ট সরকার আজকে এই ১৩৬টি স্কুল শুধু নয় ছাত্র ভর্ত্তির যে সমস্যা দেখা যাবে সেই ছাত্র ভর্ত্তির সমাধানকল্পে আরো নুতন উচ্চ এবং উচ্চতর স্কুল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারই জন্য রাজ্যপালের ভাষণকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দীর্ঘ দিন যাবৎ ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা যে আন্দোলন করছেন ত্রিপুরা রাজ্যে আরো অধিক কলেজ স্থাপনের জন্য তারই ফলশ্রুতি হিসাবে খোয়াই, ধর্ম্মনগর এবং উদয়পুরে ৩টি কলেজ স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া এটাকেও একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলতে চাই কারণ কলেজগুলি হচ্ছে ফিডিং সেন্টার। আর একটা ইউনিভারসিটির যে সিদ্ধান্ত আমাদের সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেই প্রতিশ্রুতি আজকে রাজ্যপালের ভাষণে মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ করছি, তারই জন্য রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, এবং বলতে চাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার গণ-ইচ্ছার যে প্রতিফলন আগামী দিনে ঘটাবে সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, সবক্ষেত্রেই, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় গভর্ণর সাহেব যে প্রস্তাব বিধানসভার মধ্যে এনেছেন আমি সমর্থন করছি এবং যার জন্য সমর্থন করছি সেটা হচ্ছে বহুদিন ধরে আমাদের ত্রিপুরা গণতন্ত্র বলতে কিছুই ছিল না সমস্ত কিছুই অগণতান্ত্রিক প্রথার কাজ চলতো সংবিধান বলুন কাজকর্ম বলুন সমস্ত কিছুই অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলতো। শুধু নামে মাত্র গণতন্ত্রের হিসাব মুখে বলত, কাগজে বলতো কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কোন কাজ হতো না। প্রথম শচীন্দ্র লাল সিংহের আমল থেকে আরম্ভ করে আমরা যখন গণতন্ত্র আরম্ভ

করেছিলাম তখন আমাদের গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য উনি বিভিন্ন রকম পদ্ধতি নিয়েছিলেন এমন কি তার কিছু সংখ্যক দালালকে দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার জন্য অনেক জায়গায় বিভিন্ন পার্টি করে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন এবং এই জিনিষটা বরাবরই চলতো। কোন বিরোধী পার্টিকে কোন সময় কথা বলতে দিতেন না কারণ তাঁরা মনে করতেই কংগ্রেসই সর্বেসর্বা, কংগ্রেসই একমাত্র গণতন্ত্রের অধিকারী। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখতে পাচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি যেতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তি স্বাধীনতার যে অধিকার আছে সেই অধিকার নিতে হয়, স্বাধীন ভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন পরিচালনা করতে হয় সেই জিনিষটাই আজকে হয়েছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং তারই জন্য মাননীয় গভর্ণর সাহেব বক্তৃতার মাধ্যমে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আমাদের এখানে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন হয়েছে। সুষ্ঠু নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ তাঁদের নিজেদের অধিকারগুলি এখানে রক্ষা করেছে এবং তাঁরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছে। আজকে ত্রিপুরা-রাজ্যের ১১ লক্ষ লোক ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বজায় রেখে, গণতন্ত্রকে বজায় রেখে চলেছে। এই নির্ব্বাচনের সময়ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে হরণ করবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু পারে নি কারণ শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে তারই জন্য মানুষ সচেতন ছিল, এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে শক্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয় কিন্তু পারে নি আমাদের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমি নিজে পাঠিয়েছিলাম নির্বাচনী প্রচারের জন্য আমাদের গাড়ী তাঁরা আক্রমণ করেছে শুধু আক্রমণ করে তাঁরা ক্ষান্ত হন নি বিভিন্নভাব তাঁরা মানুষের অধিকারকে হরণ করবার জন্য নানাভাবে তাঁরা ক্ষয়-ক্ষতি করেছিল এমন কি সময় সময় তাঁরা এমনও কথাবার্তা বলেছে যা মানুষ কখনই স্বীকার করবে না। যখন আমাদের কৃষি মিনিষ্টার নির্ব্বাচনী প্রচারের জন্য আশারাম বাড়ী গিয়েছিলেন তখন উনাকে আক্রমণ করা হয় এবং বলা হয় যে দশরথ দেববর্ম্মার মাথা চাই, রক্ত চাই। আমরা তখন সচেতন ছিলাম তাই পুলিশকে শান্তি রক্ষার জন্য বলেছি আপনারা তৈরী থাকুন আমাদের দিক থেকে যেন কোন রকম অশান্তি সৃষ্টি না হয় সেই রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল এবং জনসাধারণ সচেতন থাকার জন্যই সবাই নিজেদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রেখে আমাদের নির্ব্বাচন পরিচালনা করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সুষ্ঠ নির্বাচন হয়েছে এই কথা আমাদের গভর্ণর সাহেব স্বীকার করেছেন এবং এই জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই ছাড়া সীমান্তে যে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা, শহরে যে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা আগে তা ছিলনা. এখন সেই প্রস্তাব মাননীয় গভর্ণর সাহেব তার ভাষণের মধ্যে রেখেছেন। এমন কি গ্রামে যাতে ফায়ার সারভিস যেতে পারে সেই জন্য গ্রামে যে সমস্ত রাস্তা আছে সেই রাস্তা গুলি পরিস্কার রাখার জন্য বলা হয়েছে যাতে গ্রামে আগুন লাগলে ফায়ার সারভিস যেতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। এই কথা গুলি রাজ্যপাল তার ভাষণের মধ্যে বলেছেন। তারপরে আসছি কৃষি সম্পর্কে। আমরা দেখছি প্রথম কোয়ালিশনের সময় এবং দ্বিতীয় কোয়ালিশনের সময় ১৪ দফা দাবী ১৮ দফা দাবী সেই দাবী গুলা মানা তো দূরের কথা এবং আমি তাদের অনেক অনুরোধ করেছি তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম। কিন্তু ওনাদের কেবল সময় হয় না যার জন্য সেই কোয়ালিশন ছেড়ে

আগতে হয়েছে। জনসাধারণ জানে আমাদের মন্ত্রীত্বের লোভ নাই, গদী পাওয়ার লোভ নাই। আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ তা কিছু হচ্ছে না কিন্তু ত্রিপুরার জন্য কোটি কোটি টাকা আসছে। কৃষিই বলুন শিক্ষাই বলুন স্বাস্থ্যই বলুন কোন দিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত পাহার পর্ব্বত, যে সমস্ত নদী নালা আছে সেই নদী নালাতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা হয়, মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক এগিয়ে যাবে। বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা ত্রিপুরাকে উন্নত করে তুলতে পারি। কিন্তু ওনারা কি করেছেন, কেন জলের অভাব হবে? এতো নদী নালা থাকতে। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখে সেই জন্যই তারা এইগুলি করতে পারে নাই। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখি না। শুধু এই কৃষির কথাই নয় কয়েকটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে গ্রাম অঞ্চলে। আমরা যারা এম, এলে ছিলাম ৭১ সাল থেকে এই প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার সম্পর্কে এসেম্বলি যখন বসেছিল তখন রেজুলেশানে ছিল। কিন্তু কয়টি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হয়েছে। শিক্ষার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব শিক্ষা তারা গ্রাম অঞ্চলের মানুষকে দিতে পারে নাই। ইমার্জেন্সীর সময় যারা জেলে গেছে সুধাংশু চক্রবর্তী এখনো টাকা পায় নাই। কাজেই এই রকম কিছু দুস্কৃতকারী লোক এখনও আছে। একেবারে যে নাই সেই কথা বলা যায় না। আর শিক্ষার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব কোন কোন গ্রামে কোন স্কুলই নাই কোথায়ও মাষ্টার নাই কোথায়ও ফারনিচার নাই। গ্রামের মানুষকে তারা শিক্ষা দিতে চায় না নীচের তলার মানুষের দিকে তারা তাকায় নাই। বিশেষ করে তপশিলী উপজাতিরা যে কোটা সেই কোটা আজ পর্য্যন্ত পূরণ করা হয় নি। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন ও আমি এই সম্পর্কে তাদের অনেক বলেছি কিন্তু আমার কথায় তারা তেমন কান দেয় নাই। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছেলেরা ষ্ট্রাইক করেছে বহু দিন ধরে তারা বলেছে কিন্তু মন্ত্রীরা শুনে নাই। আমি মন্ত্রীদের এই সম্পর্কে অনেক বলেছি কিন্তু তারা আমার কথা শুনে নাই যার জন্য আমি মন্ত্রীদের শত্রু হয়ে গেলাম। আমি তপশীলি উপজাতিদের কোটা পূরণ হয়েছে কিনা জানতে চাওয়ায় তারা আমার উপর ক্ষেপে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ— স্যার আমি আর একটু বলে শেষ করছি। এই ছাড়া মৎস্য চাষের জন্য আমরা ডুম্বুর প্রকল্পের কথা বলেছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের টাকা যায় তারা বড় জাল নিয়ে নৌকা নিয়ে মাছ ধরে শেষ করে দিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি বলেছিলাম এই সব সমস্ত কিছুই বলেও কোন ফল হয় নাই। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখলাম যে খাদ্য, গ্রামীন জলসরবরাহ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাই উনি তাঁর ভাষণে রেখেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমস্ত রকমের অভাব অভিযোগের কথা উনি উনার ভাষণে রেখেছেন, তার জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অধ্যক্ষ :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— গত ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরার বিধানসভার নির্ব্বাচন, এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই নির্ব্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ...

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি চেয়ারকে এড্রেস করে বক্তব্য রাখছেন না।

অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্যগণ এই সম্পর্কে আমি একটা রুলিং দিতেছি, আপনারা যখন বক্তব্য রাখবেন তখন চেয়ারকে উদ্দেশ্য করেই বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার উপজাতিরা যারা এতদিন শুধু কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেসের উপর নির্ভর করে বা সমর্থন জানিয়ে এতদিন রাজনীতি করছিল, এবং ৩১শে ডিসেম্বর তারা নূতন করে আবার সমর্থন জানাল এই উপজাতি যুব সমিতিকে। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট উপজাতি সমস্যা সমাধানের যে নীতি বা কর্মপন্থা অনুসরণ করে আসছিল, সেটা ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই তারা নূতন করে রায় দিয়েছে উপজাতি যুব সমিতিকে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখছেন না।

অধ্যক্ষ :—মাননীয় সদস্য আপনি রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া :—এই বিজয়ের পেছনে যাদের আত্মত্যাগ, যাদের কষ্টের বিনিময়ে এই অধিকার অর্জন করেছি, আমি তাদেরকে স্মরণ করছি। আমাদের এই জয় শুধু ৪ জন এম, এল, এর জন্য নয়, এই জয় সারা ত্রিপুরাবাসীর জয়। যারা এই অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে আসছিলেন তাদের জয়। আমরা জানি গত নির্বাচনে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, জনতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি লড়াই করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। যারা ত্রিপুরা উপজাতিদের দীর্ঘদিন ধরে শোষণ করে আসছিল, যারা উপজাতিদের ভাওতা দিয়ে আসছিল আজকে তাদের পরাজয় ঘটেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতদিন মাননীয় রাজ্যপাল এখানে যে ভাষণ রেখেছেন, এবং সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কেননা এই ভাষণে আমরা দেখলাম যে গত নির্ব্বাচনে এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, সেই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারে নাই। আমরা দেখলাম তারা উপজাতিদের জন্য যে স্বায়ত্বশাসনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা এখানে নেই। আমরা দেখলাম যে কক্-বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন তার কোন উল্লেখ এখানে নেই। আমরা দেখলাম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বেকার সমস্যা, বেকারদের চাকরী দেওয়ার এবং কৃষি ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন সেটা তারা রক্ষা করতে পারেন নি। কাজেই সেই দিক থেকে আমি রাজ্যপালের ভাষণকে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক বলে মনে করতে পারি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুর্মূল্য আমরা আজকে এই অধিবেশনে শুনেছি। যখন বামফ্রন্ট সরকার গদিতে এসেছেন, তখনই আমরা দেখলাম যে লবণ ২ টাকা করে কে, জি. কেরোসিন ২ টাকা করে কে, জি, তাও আবার পাওয়া

যাচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। তারা লবণ পাচ্ছে না, কেরোসিন তেল পাচ্ছে না। রাত্রিবেলায় তাদেরকে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে। এই অসহনীয় পরিবেশের জন্য আজকে তারা বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করছে। এবং আমি নিজেও তাদের সংগে সুর মিলিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ ছাড়াও আমরা দেখলাম যে, এই আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমুল্যবৃদ্ধির জন্য এই কালোবাজারী, মজুতদারী। সেই সমস্ত কালোবাজারী এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে এই সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি, রাজ্যপালের ভাষণে তার উল্লেখ মাত্রেও নেই। তাই আমি বলতে পারি বামফ্রন্ট সরকারের এই নিরবতার অর্থ হলো কালোবাজারী এবং মজুতদারদের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন কেননা এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাজ্যপালের ভাষণে নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার এবং বন্দী মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই। আমরা জানি বিগত কংগ্রেসী শাসনে বহু ভিত্তিহীন মামলা অনেক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। আমরা দাবী করছি যে এই সব মিথ্যা মামলা খারিজ করে দিয়ে, তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। কেননা আপনারাইতো বলেছিলেন যে—আমরা ক্ষমতায় আসলে পরে এই সমস্ত বন্দীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহার করে দেব।' কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিতো আমরা রাজপালের ভাষণে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা উনারা প্রত্যাহার করে চলেছেন। তাই আমি ত্রিপুরার মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনারা এতগুলি ভোট পেয়েছেন, আজকে সেই প্রতিশ্রুতি আপনারা পালন করতে পারছেন না। তাই আপনাদের প্রতি ত্রিপুরার মানুষের আর কোন সমর্থন নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ৫ নম্বর সংশোধনী প্রস্তাব ছিল—ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে। ত্রিপুরাতে এমন এক সময় উপজাতির সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু আজকে এই বিপুল হারে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে। এটাকে আমি কমিউনাল দৃষ্টিতে বিচার করছি না, আমরা বিচার করছি যে বাইরে থেকে উদ্বাস্তু আগমনের সমস্যাকে ত্রিপুরার সীমিত ক্ষমতা এবং সম্পদের উপর নির্ভর না করে সেটাকে সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে সমাধান করা উচিৎ এবং সেটা অন্তত: রাজ্যপালের ভাষণে থাকা উচিৎ ছিল।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে সাড়ে আটান্ন হাজার বেকার রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন রয়েছে। বিগত তিন দশেক ধরে সেই সমস্ত বেকারদের চাকরি এবং ভূমিহীনদের ভূমির কোন সংস্থান হচ্ছে না। বা তাদের খাওয়া পড়ার কোন সংস্থান হচ্ছে না। অথচ বাইরে থেকে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা হচ্ছে না। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। গত ১০ই অকটোবর, ১৯৭৭ ইং সালে যখন ৪ দফা গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক দাবী নিয়ে উপজাতিরা আগরতলার বুকে সত্যাগ্রহ করতে আসলিছ, তখন সেই শান্তিপুর্ণ এবং নিরাস্ত্র সত্যাগ্রাহীদের উপর উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে, গুলি চালিয়েছে। সেই সমস্ত ঘটানার তদন্তের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না।

তার তদন্তের কোন উল্লেখ নেই। আজকে কংগ্রেস সরকার তথা সুখময় সরকার ইনএ্যাকটিভ, তাঁর কোন ভূমিকা আজকে নেই। তাঁর যদি কোন ভূমিকা থাকে তাঁর যদি কোন অপরাধ থেকে থাকে, তারজন্য গত ৩১শে ডিসেম্বর জনতা রায় দিয়েছে যে সে অচল, তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জনতার রায় চূড়ান্ত রায়, অথচ তাঁর উপর তদন্ত কমিশান বসানো হচ্ছে। কেন এটা করা হচ্ছে ? (গণ্ডগোল) এটা করা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, যেটার দরকার হচ্ছে না, যেটা করা নিষ্প্রয়োজন, সেটা করে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমরা জানি যদি তদন্ত করতে হয়, তাহলে পরে আজকে আপনারা যারা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন না, নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল. তার সংগে রাজ্যপালের ভাষণের অনেক ফারাক, তাই আমি বলব তার জন্য দায়ী করে আপনাদের উপর তদন্ত কমিশন বসানো হোক এবং আরও বলব যাতে সুখময় বাবুর আমলের দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়, তার জন্য আপনাদের গার্ড দেওয়ার জন্য আপনাদের উপর তদারকি কমিশন গঠন করা হোক। কারণ জনসাধারণ চায় দুর্নীতিমুক্ত এবং শোষণমুক্ত শাসন ব্যবস্থা তার জন্য আপনারা যে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না, তার কোন ব্যবস্থা রাখতে পারছেন না, অথচ সুখময় বাবুর আমলের ক্ষমতা অপব্যবহারের কথা তুলছেন। গত ১৯শে জানুয়ারী ইং তারিখে যখন আমরা সেই ২৬শে জানুয়ারীর জন্য —গণতন্ত্র দিবসের জন্য এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং'এ বসেছিলাম সেখানে আপনারা যে নিমন্ত্রণ করেছেন সেখানে আমাদের ট্রাইবেল সর্দারদের নাম নেই। জমাতিয়া সর্দার, রিয়াং সর্দার তারপর আমাদের কলই সর্দার তাদের কোন নাম নেই শুধু রমনী জমাতিয়া, হেমেন্দ্র জমাতিয়া ও হীরেন্দ্র জমাতিয়া এরা যারা আপনাদের কাউন্টিং এ্যাজেন্ট ছিলেন তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আজকে তাহলে কি পরিবর্তন হল তার জবাব চাই। রাজ্যপাল যে তাঁর ভাষণে রেখেছেন যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা, সেটা কোথায় আপনারা রাখলেন ? কাজেই এই ভাষণকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় না। আরও আমি বলতে চাই ওয়ার্ক চার্জড, মাষ্টার রোল, ডেইলি রেটেড কন্টিনজেন্ট যে সমস্ত কর্মচারী আছে, তাদের রেগুলার করার জন্য আপনারা প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিলেন, আজকে বহু হাজার হাজার কর্মচারীদের পেছনে ঠেলে দিয়ে, ৫৮ হাজার বেকারদের পেছনে ঠেলে দিয়ে আপনারা বলছেন নুতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, আপনারা দুর্নীতিমুক্ত নুতন মন্ত্রীসভা গঠন করতে যাচ্ছেন, নুতন ত্রিপুরা গঠন করতে যাচ্ছেন। এই যে অনিয়মিত কর্মচারী আছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হল তার প্রতিশ্রুতি কোথায় ? তারপর আপনারা বেকারদের কাজ কিংবা বেকার ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার উপর লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদের ভোট দিয়েছিল, অথচ আজকে তাদের বেকার ভাতা বা তাদের কাজের প্রতিশ্রুতি কোথায় ? সাড়ের আটান্ন হাজার বেকারকে...* দেওয়া হয়েছে, তাদের বাচার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি বক্তব্যে 'ভাওতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটা আনপার্লামেন্টারী কিনা।

* অধ্যক্ষের আদেশ বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— 'ভাওতা' শব্দটি আনপার্লামেন্টারী, সুতরাং সেটা এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : — কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হাকে বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিনহা :— অনারাবল স্পীকার, স্যার, রাজ্যপালের ভাষণকে আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই ভাষণের মধ্যে প্রথমেই অপরাধ, শান্তি শৃংখলা ও পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সারা ত্রিপুরায় পুলিশ সার্কেল ও পুলিশ সাব ডিভিশনের পুনর্বিন্যাস এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আমবাসাতে একটি নতুন পুলিশ ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, এটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, কাগজেও দেখেছেন মাত্র দুইদিন আগে এখানে একটা নারকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। উপজাতি যুব সমিতি আজকে গণতন্ত্রের তলপি বাহক হিসাবে যারা নিজেদের পরিচয় দিতে চাইছেন, তাঁরাই গণতন্ত্রকে হত্যা করে সেখানে একজন ভূমিহীন বাংগালির মাথায় অস্ত্রাঘাত করেছেন, তারপর তাঁদের মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা আর সাজেনা। আজকে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, এই সম্পর্কে কিছু উনারা বলেন নাই, উপরন্তু এখানে যে পুলিশ ষ্টেশন হয়েছে, সেসব সম্পর্কে তাঁরা নির্বিকার থাকতে চাইছেন।

দ্বিতীয়ত: এখানে সীমান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যেখানে, সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে নীচের দিকে 'এ বছরে আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে ৪,২৬,৩০০ টাকা ব্যয়ে শ্রেণী বিভাগযোগ্য বন্দীদের ওয়ার্ড ইত্যাদি ইত্যাদির যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। বিগত ৩০ বছরে সারা ভারতবর্ষের জেলখানাগুলিকে আদিম যুগের কোন নরকের সংগে তুলনা করার মত অবস্থা করে তুলা হয়েছিল, আজকে মার্কসবাদী বামফ্রন্ট সরকার নেতৃত্বে আসার পর সেখানে যে মুক্তির ব্যবস্থা সেটা যদি কেউ না চায়, সেটাকে যদি কেউ সমর্থন করতে না পারেন, তার জন্য আমরাতো সমর্থন না করে পারি না। কাজেই রাজ্যপালের সেই ভাষণকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে রাজ্যপালের ভাষণে যেকথা বলা হয়েছে, উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, তাঁরা নাকি এটাকে সমর্থন করতে পারেন না। তাঁরা কি চান আদিম প্রথায় জুম চাষ হোক? আদিম প্রথা সেটা ভাল কথা, মানুষ আজ পর্যন্তও আধুনিক ব্যবস্থায় যেতে পারেনি কিন্তু জুম চাষ করে বিভিন্ন শহরগুলি ধ্বংশ হয়ে যাবে, মুহূর্তের মধ্যে দাবানল সৃষ্টি হবে দেশে, তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে না, এটা তাঁরা কিভাবে উচ্চারণ করলেন ভাবতেও আমাদের লজ্জা হয়। আজকে মফঃস্বল এলাকায়— সোনামুড়া ও কমলপুর ফায়ার সার্ভিস খোলার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং একথা রাজ্যপালের ভাষণে যে বলা হয়েছে তার জন্য কমলপুরবাসী কৃতজ্ঞ। কমলপুর শহর অনেকবার পোড়া গেছে, গত ৩০ বছরে কমলপুর শহর একটা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫০ সনে যে পোড়া গিয়েছিল সেই কোমড় ভাঙ্গা মানুষগুলোর পোড়া চামড়া আজ পর্যন্তও শুকিয়ে যায়নি। সেখানে আজকে এই যে নুতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিস খোলার জন্য, তার জন্য রাজ্যপালের ভাষণকে আমি অভিনন্দন জানাই।

তারপর এখানে আরও আছে কৃষির ব্যাপারে। এখানে শেষের দিকে বলা হয়েছে যে ৩০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ নদী তীরে ভূমি ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব রয়েছে।' আমরা ৩০ বছর দেখে এসেছি বার বার ত্রিপুরাতে প্লাবন হচ্ছে, মানুষ ঘর ছেড়েছে, ছিন্নমূল হয়েছে, একমুঠো ভাতের জন্য রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছে। কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় নাই। বন্যা তো নিয়ন্ত্রণ দূরের কথা, ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে শচীন বাবু বলুন, সুখময় বাবু বলুন—তাঁরা হাওয়াই জাহাজ হেলিকপটারে ঘুরে বেড়াতেন বন্যা দেখার জন্য নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা মনে পড়ে যে তিনি বলেছিলেন— 'ইন্দিরা গান্ধী, তুমি আসামে গিয়ে হাওয়াই জাহাজ থেকে যেন মুখ ফসকে বলে ফেল না, বাঃ কি সুন্দর! ঐ ধরণের কথাই তারা গত ৩০ বছর বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বলে আসছেন। আজকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্যও যে রয়েছে আমরা মনে করি ত্রিপুরার বন্যা বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাতে রেহাই পাবে। এই জন্য আমরা এই ভাষণকে অভিনন্দিত করছি।

তারপর পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচন আগে হস্ত উত্তোলন প্রথায় হত। তার মানে কি? গ্রামাঞ্চলের সামন্ত প্রভু চোখ রাঙিয়ে তাদের শাসাত তারা ভয় পেয়ে হাত তুলত। তাদের মনে ইচ্ছা প্রকাশ করার মত কোন পন্থা তারা রাখে নি ৩০ বছর ধরে। কারণ তারা ভাল করে জানে যে মানুষ যদি গোপন ব্যালটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, অনারেবল স্পীকার, এটা তাদের জানা ছিল যে তারা তাদের পছন্দ করবে না। গরীব মানুষের পক্ষে পঞ্চায়েত সরকার তারা গঠন করতে পারবেন। কিন্তু ৩০ বছর পর রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা করা হয়েছে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে আমরা অভিনন্দন জানাই এইখানে শ্রম ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাকে।

আপনারা জানেন যে ১৯৬৯ সালে লেবার প্ল্যানটেশান এ্যাক্ট তারা করেছিল, কংগ্রেস সরকার। কিন্তু তার মধ্যে যে ন্যূনতম সুযোগটা আছে আজ পর্য্যন্ত তা শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি। সমস্ত ত্রিপুরায় ৫২টা চা বাগান আছে। সেখানে মানুষগুলিকে তারা দাস যুগের মত একটা ক্রীতদাস প্রথায় শ্রমিকদের রেখেছে। সেই শ্রমিকেরা ৩০ বছর শিক্ষার আলোক পায় নি। পরন্তু সেই শ্রমিকেরা দাসত্বের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন সেখানে লেবার প্ল্যানটশান এ্যাক্ট চালু করা তো দূরের কথা পুলিশ তাদের উপর লাঠি চালিয়েছে এবং প্রায় ৬/৭টা বাগান তারা স্তব্ধ করে দিয়েছে। বেকারের সংখ্যা এই ভাবে বাড়ানো হয়েছে। আজকে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মধ্যে বলেছেন সেই রুলস এবং লেবার প্ল্যানটেশান এ্যাক্ট তাঁরা সংশোধন করবেন। আমরা মনে করব শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার যদি তা করেন এবং রাজ্যপাল যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণ একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার ছাড়া আর কেউ করতে পারে না, করার মত কোন প্রিন্সিপল তাদের কারোর নেই। তৃতীয়তঃ ১৯৭৮-৭৯ সালে পতিত জলাভূমিকে উদ্ধার এবং মৎস্য চাষযোগ্য করে আরো ৬০০ হেক্টর জলাভূমিকে মৎস্য চাষের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে মাছের উৎপাদন ৬,৬৩০ মেট্রিক

টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আমরা দেখছি পূর্ব বাঙলা থেকে যারা উদ্‌বাস্তু এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই আছে ফিসারমেন, যারা কৈবর্ত যারা ঐখান থেকে ছিন্নমুল হয়ে, পুঁজিপতিদের সংকটের ফলে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে, আজকে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আজকে কোনরকম জলাশয় তাদের হাতে নেই, তাদের পড়বার একটা কাপড় পর্য্যন্ত নেই, নিজেদের জাল বুনবার পয়সা নেই। সেই সমস্ত মানুষের কাছে একটা রুজি রোজগারের মত ব্যবস্থা ঐ ৬০০ হেক্টার জলাভূমিকে যদি উদ্ধার করা যায় এবং তাদের এই জলাশয়কে ব্যবহার করবার সুযোগ যদি দেওয়া হয় তাহলে আমরা মনে করব ত্রিপুরার মধ্যে যারা উদ্বাস্তু, কৈবর্ত দাস আছে, ক্ষৌতিশ বাবু ছিলেন, প্রফুল্ল দাস ছিলেন, ডাঃ বি, দাস ছিলেন, ৩০ বছর ধরে সিডিউলড কাষ্টের নামে রাজত্ব করে গেছেন। দুই হাত ভরে রজত কাঞ্চন লুণ্ঠন করে গেছেন এবং সমস্ত ত্রিপুরার উপজাতিদের তাঁরা ফকির তৈরী করেছেন সেই তাদের জন্য এটা রুজি রোজগারের একটা প্রস্তাব বলে আমি মনে করি। সেজন্য এই ক্লজটাকে আমরা বারবার অভিনন্দন জানাই। তারপর আসছে রাজস্বের ব্যাপার। শেষের দিকে লেখা আছে—" বর্গাদারদের চিহ্নিতকরণ এবং নথিভূক্ত করার কাজ যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয় তার জন্য ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে সেগুলি বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।"

ভূমি সংস্কার আইনের যে সমস্ত ত্রূটি হয়েছে সেগুলি বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বিগত ৩০ বছর কি করা হয়েছে? ভূমি রাজস্ব টি, এল, আর, এ্যাক্টের নামে বার্গাদার আইন করা হয়েছে। যেখানে কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৮০ কৃষক হচ্ছেন বর্গাদার কৃষক, আজ পর্য্যন্ত তারা কেউ বর্গাদার হিসাবে নামজারী করতে পারে নি বিগত ৩০ বছর যে আইনের পেচাল তারা টি, এল, আর, এ্যাক্টের মধ্যে করে দিয়েছে। উপরন্তু তারা মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব গণ অভিযান, করে তারা টি, এল, আর, এ্যাক্টের ১০৫ ধারার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আনলেন। তার মানে বর্গাদারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তিনি বৎসর পরে তাদের চাষ কর বার অধিকার দিলেন। কিন্তু এমন কতগুলি গাঁড়াকল করে দিলেন সেই ক্লজ ৯এর সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে যার ফলে কোন বর্গাদার সেই আইন অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত এক ইঞ্চি জমি তার নামে নামজারী করতে পারেন নি। আজকে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে সেখানে যে আইন করবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের এই রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর বনবিভাগ। উপজাতি সম্পর্কে একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন একটা লাইন লেখা আছে, তাতে বিরাট আপত্তি দেখলাম। সেটা কি? 'ত্রিপুরায় বনায়ন কর্মসূচ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছে। বন-রাজস্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে শেষে ১৯৭৬-৭৭ সালে ৬২·১৬ লক্ষ টাকা বন-রাজস্ব হিসেবে আদায় হয়েছে'। অল ইণ্ডিয়া ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেরাদুনে যেটা আছে তার রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, সমস্ত ত্রিপুরায় ঘন ঘন প্লাবন যেটা হচ্ছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ডিফরেষ্টেশান। বনাঞ্চলকে শেষ করে দেওয়ার ফলেই আজকে এই সমস্যার উদ্ভব ঘটছে। আমবাসা থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত বাংলাদেশ সীমানা পর্য্যন্ত যে জল নামত আগে ২৩ ঘন্টায় এখন সেখানে লাগে ৩ ঘন্টা। ডিউ টু ডি-ফরেষ্টেশান।

কাজেই সেখানে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে যদি ফরেষ্টকে আরও বাড়ানো যায় তাহলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হতে বাধা। কিন্তু ৩০ বছর বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বনায়নের নামে কি হয়েছে? উপজাতিদের উদ্বাস্তু করেছে, ছিন্নমূল করেছে আমরা স্বীকার করি কিন্তু তার ফলে বনগুলিকে পুড়িয়ে ছাড়খার করার তো কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। বনগুলিকে যদি সুষ্ঠু বাস্তবানুগ মানুষের কল্যাণের জন্য করা হত তা হলে নিশ্চয়ই মানুষের কল্যাণ হত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা আশা করি এবং তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন সমস্ত বনকে এবং বন শিল্পকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করবেন। তার জন্য এই ফ্রন্টকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর সোনামুড়া, কমলপুর মহকুমায় প্রতিটি টাউন হল নির্মাণের জন্য ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আমরা বিগত ৩০ বছর টাউন হলের নামই শুনতাম না। মফঃস্বলে যারা আছি, আমাদের কাছে সেই সুযোগ কোনদিন ছিল না। আজকে ২০ হাজার টাকা আমরা কালেকশান করেছিলাম যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের কাজে ব্যয় করার জন্য। ভারত সরকারের ডিফেন্স বিভাগ থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ৫০ হাজার টাকা কমলপুর ব্যাঙ্কে জমা আছে। কিন্তু বিগত সুখময় বাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আপনারা ৫০,০০০ টাকা যোগাড় করুন আরও আমরা সরকার থেকে দেব। কিন্তু বিগত লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত তারা পাপ্পা দিয়ে ৫০,০০০ টাকা চলছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেখানে ৫০,০০০ টাকা স্যাংশান হয়েছে। আমি যেদিন আসি তার আগের দিন টাকা গিয়েছে এবং আজকে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে একমাত্র মানুষের কল্যাণ করতে পারে বামফ্রন্ট সরকার। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণকে আমরা দুই হাত তুলে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার যে ভাষণ দিয়েছেন রাজ্যপাল তাকে আমি স্বাগত জানাই। যে আশা আকাঙ্খা মানুষের জন্য তুলে ধরেছেন ভাষণে সেজন্য সেই ভাষণকে আমি স্বাগত জানাই। আমি সেই সঙ্গে সঙ্গে বিগত ৩০ বছরেও সারা ভারতবর্ষে, সারা ত্রিপুরায় তথা ধর্মনগরে যে অত্যাচার চলেছে সেই অত্যাচারের কিছু কাহিনী তুলে ধরতে চাই। যেখানে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ জন উপজাতি, তপশীলি এবং ব্যাক-ওয়ার্ড কামউনিটির লোক, সেই রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে আমি এখানে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে চাই। বিগত ১৯৬৮ সনে আমার যুবরাজ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত যে বিধায়ক এসেছিলেন এই বিধান সভায়, তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির নাম করেই এসেছিলেন অবশ্য ১৯৬৮ সনেই তিনি আবার কংগ্রেসী সেজে যান। তারপর তিনি উপর মহলকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সেই এলাকার মানুষদের সবদিক দিয়ে বঞ্চিত রেখেছিলেন। কাজেই ১৯৭৪ সনে ঐসব এলাকায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, আমি সেগুলি সম্পর্কে এখানে কিছু তথ্য পরিবেশন করতে চাই। সেই কংগ্রেসী খাদী মন্ত্রী মনোরঞ্জন নাথ আমার সমস্ত ধর্মনগরে তথা যুবরাজনগরে যে অত্যাচার চালিয়েছিল, তার কিছু নমুনা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এই সেই দিন ইমার্জেন্সী, ডাবল ইমার্জেন্সী ঘোষণা করে ঐ বন্দুকধারী পুলিশ দিয়ে আমাদের গ্রামের সাধারণ কৃষকের বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে, তাদের খোরাকির ধান পর্যন্ত ওরা নিয়ে এসেছে। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি বন্দুকধারী পুলিশ দিয়ে এস, ডি, ও, ফুড ইন্‌সপেক্টার কমলেন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার বাড়ীতে হানা দেয়, আমি তখন এস, ডি, ওকে বলেছিলাম যে

আপনারা যেভাবে দস্যু নিয়ে মানুষের বাড়ীতে হানা দিচ্ছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি আরও বলেছি যে আপনারা যেভাবে সেজেগুজে এসেছেন, তাতে আপনারা যা খুসী তাই করতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু বলার নাই। সেদিন এস, ডি, ও সাহেব আমাকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন: অবশ্য দুই বছর পর আমি নির্দোষ বলে সেই মামলা তারা নিজেদের থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কাজেই ধর্মনগরের বিভিন্ন দিকে দিকে যে অত্যাচার হয়েছে, খাদ্যমন্ত্রী যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই এলাকার মানুষ যে ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, তাতে আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গাতে তার চেয়েও অনেক বেশী অত্যাচার হয়েছে। তাই আমি দাবী করছি এই অত্যাচারীদের, যারা বেআইনীভাবে বন্দুকধারী পুলিশ দিয়ে মানুষকে ভয় দেখিয়ে তাদের খোরাকীর ধান পর্য্যন্ত জোর করে নিয়ে এসেছিল, তাদের বিচার হওয়া চাই। এই দাবী আজ আমি এই বিধান সভার সামনে রাখছি। তারপর আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন গ্রামে যেমন কয়েক দিন আগে আমি হাফলঙ গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানকার একজন মহিলা আমাকে বললেন যে দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যেও আমাদের জন্য একটু পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নি। যে সরকার আমাদের গরীবদের দিকে চাইবে, আমরা তাদেরকেই ভোট দেব। আমি তাকে এই কথা বলেছি যে যদি বামফ্রন্ট সরকার করতে চান, তাহলে এক মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি গাঁও সভায় রিং-ওয়েল এবং টিউব ওয়েল দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কারণ আমরা দেখেছি যে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি ধনী লোকের বাড়ীর কাছে বা তাদের পুকুরের ধারে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল ইত্যাদি বসানো হয়েছে, কিন্তু গরীব মানুষের বাড়ীর ধারে কাছে একটি রিং ওয়েল বা টিউব-ওয়েল বসানো হয় নি। তাই মহিলাটি আমাকে বল্লেন যে যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেন তো, ভোট আপনাদেরকে দেব। সেজন্য আমি দাবী করছি বর্তমানে যে ধনী লোকের বাড়ীর কাছে টিউব ওয়েল বা রিং ওয়েল আছে, সেগুলি উঠিয়ে এনে যেন ঐ গরীব লোকদের বাড়ীর কাছে বসানো হয় এবং তারা যাতে পানীয় জলের সুব্যবস্থা পায়, সেটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দেখবেন। আমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোরঞ্জন নাথ প্রায় দেড় বছর আগে তিলথৈ হাসপাতালের উদ্বোধন করে এসেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই হাসপাতালে ডেলিভারী কেসের রোগীকে ভর্ত্তি করা হয় না। কাজেই আমার দাবী হল প্রত্যেকটি হাসপাতালে যাতে রোগীরা ভালভাবে চিকিৎসা পেতে পারে, তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হবেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার এর ৯১ দিনের রাজত্বকালে সীমান্ত এলাকায় যে পরিবর্তন এসেছে, এটা সত্যিই একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তারপর উপজাতি কল্যাণ সম্পর্কে ১৯৭৭ ইং ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বরাদ্দ ছিল ৪২.৫৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু সেটাকে আগামীতে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯১.৪৫ লক্ষ টাকা, কাজেই এটাও একটা আশাপ্রদ লক্ষণ বলে আমরা মনে করছি। তারপর রাজস্ব বিভাগ কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর রায়তদের জমির খাজনা মুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এজন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সত্যিই অভিনন্দনের যোগ্য। তারপর দেখছি যে আমাদের গ্রামের কৃষকেরা ধানের ফলন ফলায়, কিন্তু তাদের জমিতে জলসেচের তেমন ব্যবস্থা নাই। অথচ এখানে লক্ষ্য করছি যে ফুলের বাগান করার জন্য ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হয়েছে।

তাই আমি বলব আগামীতে যাতে তাদের জমিতে জল সেচের ভাল ব্যবস্থা হয়, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় তো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরামকুমার নাথ : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাগুলি বলে আমি মাননীয় রাজ্য-পালের ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ইটের টুকরাগুলি পড়ুলো, তা কোথা থেকে পড়লো, তা একটু দেখবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ— স্যার অসুবিধার কিছু নয়। আমি ময়লার মধ্যেও বসতে পারি। কিন্তু আমি বলছি যে এগুলি কোথা থেকে পড়লো সেই সম্পর্কে একটু তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, এটা একটা পুরানো বিল্ডিং। কাজেই আমি সাজেষ্ট করছি যে এই সম্পর্কে একস্‌পার্ট ডেকে এনে দেখানো উচিত।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমরা হাউস ভেঙ্গে যাওয়ার পরে সেই ব্যবস্থা করব। এখন মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র, আপনার সংশোধনীর উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসুবল রুদ্র :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল এখানে যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে যতবার মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণ রেখেছেন, সেই ভাষণ থেকে বর্ত্তমান বাম-ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ অন্য ধরণের হয়েছে, এ জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজেই কংগ্রেসী আমলে যে গতানুগতিক ভাষণ তৈরী হত, সেই ভাষণ থেকে এই ভাষণ অনেকটা আলাদা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ভাষণের মধ্যে মাননীয় রাজ্যপাল যা রেখেছেন তার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ তাদের দীর্ঘদিনের আশার একটা প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে এটা পরিস্কার উপলব্ধি করা যায়। আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই অবস্থা থেকে আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার তার কাজকর্মের পদ্ধতিতে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করবে এটা পরিস্কার ভাবে ফুটেছে। রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখছি কংগ্রেসী শাসনে সীমান্ত অঞ্চল জুরে বিগত ৩০ বছর যেভাবে গুণ্ডামী, রাহাজানি এবং চুরি হয়েছিল সেটা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। এখন দেখছি বামফ্রন্ট হওয়ার সংগে সংগে ঐ সব গুণ্ডামী, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেজন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে বাংলাদেশ থেকে গুণ্ডা চালান দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীর উপর যারা গণ-আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের বাড়ীতে হামলা করে, ডাকাতি করে গণ-আন্দোলনের কর্মিদের উপর হিংসা চরিতার্থ করার পরিকল্পনা চলেছিল। আমরা এখন লক্ষ্য করছি সেই ডাকাতি বন্ধ করার জন্য,সেই গুণ্ডামী বন্ধ করার জন্য সেই সব রাহাজানি বন্ধ করার জন্য, সীমান্ত

অঞ্চলে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখলাম ঐ কংগ্রেসী সরকার গত ৭৫ সালের ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা জারী করে সেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের সামিল হয়ে লড়াই করেছে তাদের জেলখানায় পোরা হয়েছিল এবং জেলখানায় পুরে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখছি সেই অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তখন আমরা দেখেছি জেলের কয়েদীদের নানাভাবে নির্যাতন করা হত এখন আমরা দেখছি এই ভাষণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। আমরা দেখেছি বিচারাধীন বন্দী যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জেলখানায় পরে থাকতেন এবং জেলের কর্মিরা যারা দিন যারা দিন রাত ডিউটি দিতেন সেই জেল কর্মচারীদের সম্পর্কেও—তাদের বেতন ভাতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। সে জন্য আমরা মাননীয় রাজ্যপালের এই ভাষণের উপর অভিনন্দন-জ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আমরা দেখলাম যে ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে সেই প্রতিশ্রুতি আমরা বিগত ৩০ বছর যাবত পাই নাই সেই রকম ভাষণ আমরা শুনি নাই। এতদিন আমরা দেখেছি গভর্ণমেন্ট প্রপার্টি—লক্ষ লক্ষ টাকায় জিনিষ পত্র পুড়ে নষ্ট হত এবং সেগুলি রক্ষা করার জন্য গত ৩০ বছর কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখন সেখানে আগুন নেভাবার জন্য রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে কমলপুরে এবং সোনামুড়া মহকুমায় দুটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশান হয়েছে এবং আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে সেগুলি চালু হবে। কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেখানেও নুতন নুতন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং কৃষিকে সম্প্রসারিত করার জন্য তাকে রক্ষা করার জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি আছে। বিগত ৩০ বছর যাবত আমরা দেখেছি এই জলসেচের জন্য কিছুই করা হয় নাই। বর্ষার সময় বন্যায় কৃষকদের জমি বাঁধ ভেঙ্গে বালুতে ভরে যেত। কৃষকদের জমি যদি বালুতে ভরে যায় তাহলে সেই সব জমিতে ভাল ফসল হয় না। আমরা দেখলাম তাকে বন্ধ করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও সেখানে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমরা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি কংগ্রেসী আমলে পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছিল সেই সব নির্বাচনে কংগ্রেসীদের পেটোয়া তাদের সেইসব টাউট তারাই গাঁওপ্রধান হিসাবে নির্ব্বাচিত হতো। তারা এসে সেগুলি তাদের দুর্নীতি করার আখড়া গড়ে তুলেছিলেন। সেইখানে নুতন ভাবে তাকে ক্ষমতা দেওয়ার যে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সেই পরিকল্পনার কথাও সেই ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা আছে। উপজাতিদের কলোনীর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত প্রতিশ্রুতি সেখানে দেওয়া হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি থেকে সেখানে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব এখানে এনেছেন এবং তারা সেখানে বলেছেন যে সেই সব কলোনীর জন্য কিছু করা হয় নাই—আমরা দৃপ্ত কণ্ঠে এই কথা বলব যে এই উপজাতিদের স্বার্থে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত নব নির্ব্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বিগত ৩০ বছর কংগ্রেসী আমলে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি যে প্রচণ্ড লড়াই করে এসেছে এটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ পরিষ্কারভাবে জানে এবং উপজাতিদের যে ৪ দফা দাবি সেই দাবী পূরণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত করা হয়েছে। এবং তার মধ্য দিয়ে উপজাতিদের যে সব ন্যায্য দাবী তাদের যে বাঁচার

দাবী সেই সব দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং বর্তমানের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং নূতন সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিবহন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গত ৩০ বছর শুধু সহরের মিউনিসিপ্যাল এলাকায় রাস্তাঘাটই নয় অন্যান্য ব্যাপারেও পরিবহনের যে সব ব্যবস্থা ছিল সেই সব ব্যবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড ত্রুটি ছিল। আমরা দেখলাম পরিবহন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গাড়ীর লাইসেন্স থেকে আরম্ভ করে রোড পারমিট ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে এমন একটা অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে অবস্থার মধ্যে আমরা দেখেছি ঐ কংগ্রেসী আমলে যে সব আমলারা সেখানে ছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেখানে ছিল তার গাড়ীর লাইসেন্সের নাম করে সেখানে যোগাযোগের নাম করে রোড পারমিটের নাম করে লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়ে ত্রিপুরার যোগাযোগের ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ভাবে হতে দেয় নাই। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে না হওয়ার ফলে এই টি. আর, টি, সি. লাখ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। এবং তারা সেখানে স্বজন পোষণ নীতিকে বহাল করে টি, আর, টি, সিকে বছরের পর বছর লোকসানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। লাভ সেখানে হচ্ছে না। আমরা এখন দেখলাম সেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে টি, আর, টি, সি, কে গ্রামাঞ্চলে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিশ্রুতি আছে— যা দীর্ঘ ৩০ বছর এই প্রতিশ্রুতি ছিল না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেখানে শ্রমিকদের পক্ষে যেটা বলা হয়েছিল গত ত্রিশ বছরেও কংগ্রেস সেটা করেননি এবং তাদেরকে এই দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক এবং মটর শ্রমিককে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। বিশেষ করে শ্রমিকদের এবং মালিকদের মধ্যে যে বিরোধ সেই কংগ্রেস সরকার তার মীমাংসা করেনি। সেখানে দেখলাম আজকে রাজ্যপালের ভাষণে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে যে ভূমিকা এবং শ্রমিকের মজুরী সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই বলা হয়েছে। মৎস্য ক্ষেত্রে আমরা দেখছি বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক মৎস্যজীবী যারা লেঙটি পরে এদেশে এসেছিল তাদের জন্য কংগ্রেস সরকার গত ত্রিশ বছর ধরেও কিছু করেনি এবং এদের একটা বিরাট অংশ যারা মাছ ধরে সংসার প্রতিপালন করেন যারা মাছ ধরে নিজেদের কাজের সংস্থান করেন তাদের একটা বিরাট অংশ এই ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। তাদের জন্য ত্রিপুরাতেও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমরা দেখছি মৎস্যজীবী যে সমবায় সমিতি আছে বিশেষ করে সোনামুড়াতে সেই সমবায়ের মধ্যে সেখানে দুর্নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলে সোনামুড়ার এতবড় একটা সমবায় যার ৬/৭টা গাড়ী ছিল, যার অনেক টাকা পয়সা ছিল, মেশিন ছিল এই কংগ্রেসী রাজত্বে সেই মন্ত্রীরা সেই সমিতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানে তাদের জীবন জীবিকার উপর আঘাত দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখলাম মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তাদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। রাজস্বের প্রশ্নে—কংগ্রেসী আমলে এখানে যে বিধানসভা ছিল এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বর্গাদারদের রাইট এ্যাস্টাব্লিশ করবে বর্গাদারকে জমিতে অধিকার দেবে। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে যত কৃষক আছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে বর্গাদার। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক অকৃষক

আছে যারা নিজেরা জমি চাষ করে না, বর্গাদার বা দিন মজুর দিয়ে জমি চাষ করে। কিন্তু বর্গাদার বা দিন মজুর তাদের তারা যে ফসল উৎপাদন করে তার ন্যায্য অংশ তারা পায় না। অকৃষক জোতদার যারা জমির মালিক তারা মাত্র তিন টাকা জমির খাজনা দেয়। আর সেই বর্গাদার বীজ থেকে আরম্ভ করে, হাল থেকে আরম্ভ করে জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করে তার অর্ধেকই মালিককে দিতে হয় আর বাকী অর্ধেক নিজেদেরকে নিতে হয়। আমরা হিসাব করে দেখেছি তাদের কোন লাভ হয় না। জোতদাররা প্রতি বছর হাজার হাজার মণ ধান তাদের গোলায় নিয়ে যাচ্ছে। অথচ বর্গাদাররা তাদের ন্যায্য পাওনা তারা পাচ্ছে না। কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি বর্গাদারদের জন্য কিছুই করা হয় নি। আমরা দেখেছি বর্গাদারদের উপর তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে। আইন প্রণয়ন করা হল অথচ সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোনামুড়াতে বিভিন্ন কংগ্রেসী আমলে বর্গাদারদের বিরুদ্ধে এখনও মামলা ঝুলছে। এখনও ১৪টি মামলা আছে। এই আগরতলাতে এসে তারা মামলা করেছে ঐ গরীব বর্গাদারদেরকে নাজেহাল করার জন্য। বার বার আমরা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছি। আমরা বলেছি তোমরা যখন আইন করেছ তখন আইন মেনে নেওয়া বর্গাদারদের রাইট এ্যাষ্টাব্লিশ কর। ওদের জন্য এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে দেখা যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। জল সরবরাহের সম্পর্কে আমরা দেখলাম কংগ্রেসী শাসনে গত ত্রিশ বছরেও গ্রামীণ জল সরবরাহের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ প্রধানদের বাড়ীর সামনে কল, রিংওয়েল, টিউবওয়েল সবই দেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রীদের কোয়ার্টারে তিনটা চারটা করে টেপ লাগিয়েছে। এস. ডি. ও.; বি. ডি. ও'র অফিসে কল আছে। কিন্তু গ্রামের গরীব মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। আমরা দেখেছি সেই কংগ্রেসী অপশাসনে জল চুরির ঘটনা ঘটেছে। এটা বড় লজ্জার বিষয়। ত্রিশ বছর কংগ্রেসী শাসনের পরও মানুষকে জল চুরি করে খেতে হয়। এখন আমরা যে গ্রামের জল সরবরাহের জন্য এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি ১৯৭৬-৭৭ সালে সেখানে বাজেটে ৭৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং রাস্তার জন্য কিন্তু কংগ্রেসীরা তার থেকে একটি পয়সাও খরচ করে নি। আমরা দেখলাম মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে গ্রামীণ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই জন্য এই ভাষণকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— গত ২৪শে জুন এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সেই ভাষণে আমি দেখছি সারা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে সমস্ত স্তরের মানুষের সুবিধা করার জন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কর্মসূচী। এটা গত ত্রিশ বছরে কংগ্রেসী শাসনে করেছে কিনা আমি জানি না। আমি এই বিধানসভায় আগেও ছিলাম কিন্তু তখন এটাকে এভাবে রাখা হয় নি। আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার কারণ বোধ হয় সেখানে জোতদার জমিদার এবং কন্ট্রাক্টারদের জন্য কিছু রাখা হয় নি বলেই। কারণ তারা বোধ হয় জানেন না গত ত্রিশ বছর যাবত সেই কংগ্রেসী রাজত্বে কি অবস্থায়, বিশেষ করে উপজাতীরা গ্রামের গরীব মেহনতি মানুষরা কষ্ট ভোগ করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, রাজ্যপালের ভাষণে সমস্ত কিছুর উল্লেখ নেই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পরিস্কার ভাষায় ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য গ্রামে গঞ্জে, সমস্ত কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তাঘাট সম্পর্কেও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে পরিস্কার উল্লেখ করা আছে। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তারা উল্লেখ করেছেন যে, রাস্তা ঘাটের ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই রাজ্যপালের ভাষণে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে, রাজ্যপালের ভাষণটা তাঁরা পরিস্কার ভাবে পড়েছেন কি না। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি তাঁরা ভালভাবে রাজ্যপালের ভাষণটা পড়তেন তাহলে এই সমস্ত কথার অবতারণা করতেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ৬ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখতে পেয়েছি যে, কংগ্রেস সরকারের ৩০ বছরের শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তার কোন উন্নতি হয় নাই। আমি ৬ বছরের মধ্যে আমার ছাওমনুতে একটা রাস্তাও করতে পারি নি। শুধু ছাওমনু কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা আজকে এই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব সভার সামনে রাখা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব ছিল সংবিধানের ষষ্ঠ তহশীল অনুযায়ী অটোনমাস ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিক্ট গঠন সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ রাখা হয়েছে তাতে সবচেয়ে পিছিয়ে পরা উপজাতিদের রক্ষার জন্য যে মিনিমাম সেফ গার্ড দেওয়ার দরকার, যা বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোন কিছু নেই। এটজন্য আমরা খুবই দু:খিত। কারণ, ষষ্ঠতম তহশীল অনুযায়ী অটোনমাস ট্রাইবেল ডিষ্ট্রীক ছাড়া ত্রিপুরার উপজাতিদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করে এসেছেন। কিন্তু সেলু-আও, চেয়ারম্যান, স্টাডি টীম ফর ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট স্কীমস, ১৯৬৭ সনের ২৩শে জানুয়ারী ত্রিপুরায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন ট্রাইবেল ব্লক ডিপার্টমেন্ট, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন ইত্যাদি দেখে উনি মন্তব্য করেছেন যে, টাইবেলদের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার ফেইলুর। কাজেই এই অবস্থায় নতুন সরকারের যতটুকু দৃষ্টি ভঙ্গী রাখার দরকার ছিল, এই পিছিয়ে পরা উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য ঠিক ততটুকু লক্ষ্য তাঁদের নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জন্য আমরা গভীর ভাবে মর্ম্মাহত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়াও এখানে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, সেটা হচ্ছে উপজাতিদের জন্য সাব-প্ল্যান। উপজাতিদের কল্যাণের জন্য এই সাব-প্ল্যানকে জুরে দেয়ার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে দু:খিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রতিধ্বনি মাত্র বলতে পারি। কারণ এই সাব-প্ল্যান ছিল কংগ্রেসেরই স্কীম। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এই কংগ্রেসেরই স্কীম স্থান পেয়েছে। সুতরাং একে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। সুখময় সরকার

তথা কেন্দ্রীয় সরকার এই সাব-প্ল্যানের দ্বারা উপজাতিদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, মেজার করেছিলেন। সুখময় সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের পর ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকারও সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। আর এই কারণেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার যে চেষ্টা চালিয়েছেন, সেটাকে কংগ্রেসেরই অনুসরণ নীতি বলে ধরে নিতে পারি। কারণ সাব প্ল্যান দ্বারা উপজাতি এলাকার জন্য এইখানে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার প্রায় ১০,৯১'৬২ মাইল ছিল টোটেল এরীয়া সাব-প্ল্যানের পরিকল্পিত এলাকা। কিন্তু এইখানে কংগ্রেসী আমলে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র ৬,৬,১৯'৪ স্কোয়ারম কিলোমিটার। এইটুকু জায়গামাত্র সাব-প্ল্যানের আওতাভুক্ত করা হয়েছে কেন তার কোন প্রমান বাস্তবে কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবু বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাব-প্ল্যানের নামে প্রথমে পরিকল্পনা ছিল কিল্লাই-বাজার, উদয়পুরে একটি স্থান কিন। সেই কিল্লাকে সব চেয়ে প্রথমে সাব-প্ল্যানের অ্যাক্স-জাম্পল হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন কংগ্রেস সরকার। কিন্তু সেখানে দেখা গেছে উপজাতিদের রক্ষা করার নামে, তাদের যে টাকা ছিল সেই টাকা দিয়ে কিল্লাবাজারকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তখনও আমরা এর বিরোধীতা করেছিলাম। এই সেই এলাকার এম. এল, এরা বিরোধীতা করেছিলেন। কারণ বাজার, মডেলি, মার্কেটিং ইত্যাদি করার জন্য আলাদা অর্থ আছে। সেই টাকা কেন খরচ করা হবে না। কেন সাব-প্ল্যানের টাকা এইভাবে খরচ করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জন্যই আমরা সাব-প্ল্যান বিশ্বাস করি না। তার কারণ, সাব-প্ল্যানের স্বায়ত্ব শাসনের বিকল্প হিসাবে যে ব্যবস্থা, তা দিয়ে উপজাতিদের রক্ষা করার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট, ১৯৬০" সালে যেটা সরকার পাশ করেন, সেই আইনে ১৮৭ নাম্বার ক্লজে আছে, "দি ল্যাণ্ডস ফর ট্রাইবেল সুড নট বী ট্রান্সফার নন-ট্রাইবেল বাই অ্যানি হাও। ইট ইজ হেকেন।" কোন কমপেনসেসন ছাড়াতা হবে না। এই সমস্ত আইনের এত শক্ত ধারা থাকা সত্বেও ত্রিপুরাতে উপজাতিদের জমিগুলি রক্ষা হয় না এবং কংগ্রেসী আমলে বেনামী জমিগুলির কাওলাও হয়নি। কাজেই আদালতকেই আমরা প্রথম দোষী সাব্যস্ত করবো। কারণ আদালতের ঘরে সরকারের যেখানে আইন হয় সেই ঘরেই বেনামী জমিগুলি থাকে এবং তারই ফলে উপজাতিদের জমিগুলি রক্ষা না।

শ্রীবীরেন দত্ত :—আদালতকে এখানে অবমাননা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি এটা উইথড্র করুন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—আই উইথড্র দিস পয়েন্ট। সেই সমস্ত ধারার একটিভিটিজ থাকা সত্বেও ত্রিপুরার উপজাতিদের জমিগুলি রক্ষা হয় না, জায়গাগুলি রক্ষা হয় না এই অবস্থায় হয়তো এখন ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গভর্ণমেন্ট নিয়েছেন তার ফলে উপজাতিরা জমিগুলি ফেরত পাবে কিন্তু দুদিন পরে হয়তো জমিগুলি আবার হাতছাড়া হয়ে যাবে কেননা তাদের মধ্যে ভীষণ অভাব। এই অবস্থায় দুর্নাম আসবে যে উপজাতিদের জমিগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কয়েকদিন পর তারা আবার হয়তো ছেড়ে দিয়েছে তাই মনে হচ্ছে একটা শক্ত রকম অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া করা দরকার। অটোনোমাস এরিয়ার মধ্যে একটা এরিয়া যেখানে সমস্ত কিছু হস্তান্তরিত হলেও সব জায়গার উইথ দি ট্রুলকার ট্রাইবেল ট

ট্রাইবেল একটা অটোনোমাস এরিয়ার মধ্যে যদি তাদের রাখা হয় তাহলে ইট উইল রকভার এম দি ট্রাইবেল তাই যদি আমরা মনে করি তাহলে এই অবস্থায় উপজাতিদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন, সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি করতে হয়, উপজাতিদের যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে অটোনোমাস ডিষ্ট্রীক্ট কাউন্সিল ছাড়া ত্রিপুরায় আমরা ধারনা করতে পারি না এর সাথে জড়িত আছে ১৯৬০ থেকে উপজাতিদের জমি ফেরৎ দেবার ত্বরান্বিত করার নীতিগুলি নির্দ্ধারণ, আমার পয়েন্ট ১৯৬০ থেকে ভূমি ফেরতের যে সমস্ত প্রগ্রাম আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সুষ্ঠ নীতির মধ্যে ছিল বা নির্বাচনী ইস্তাহারে তার উল্লেখ নেই তথাপি তাঁদের বিভিন্ন ইস্তাহারে আমরা জানি এর উল্লেখ ছিল। কংগ্রেস আমলের ১৪৮০টি অর্ডার পেণ্ডিং আছে। ১৯৭৬ সালের বৈশাখ মাসের ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্য্যন্ত ১৪৮০টি অর্ডার ইস্যু হয়েছে কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটে সেই অর্ডারটা বাতিল হয়ে যায়। প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সাথে সাথে যাই হোক এখানে গভর্ণরের এড্রেস সেই এড্রেসে শুধু এইটুকু ফেরৎ দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। ত্রিপুরায় শুধু ৪ হাজার নয় ত্রিপুরাতে ভূমি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে প্রথম দফায় দরখাস্ত পড়েছিল ১৪,৫১৬টি, দ্বিতীয় দফায় দরখাস্ত পড়েছিল ৪১৯৫টি। মোট দাঁড়িয়েছে ১৮,৭১১টি। প্রথম পর্য্যায়ে বাতিল হয়েছে ৮৪১৭টি দরখাস্ত ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। ১৪৫১৬টির মধ্যে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে ১৭১টি। ফেরৎ দানের আদেশ পর্য্যন্ত ১৪৮০টি দেওয়া হয়েছে এবং আরো ফেরৎ দেওয়ার বাকী রয়েছে প্রায় ১৪৬৪৬টি, আরো বাকী আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমাদের নেতার ২০ মিনিট বলার কথা ছিল কিন্তু উনি ১৫ মিনিট বলেছেন কাজেই তিনি আরো সময় পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের নেতাকে ২০ মিনিট দিয়েছি কিন্তু সবাইকে দিলে তো সময় হবে না কারণ আরো অনেক সদস্য রয়েছেন। আপনার কতটুকু সময় চাই বলুন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা : —১০ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :—এত সময় তো দেওয়া যাবেনা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—তাহলে দু মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—দু মিনিট সময় দিলাম।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা : —কংগ্রেস সরকারের আমলের ১৪৮০টি পেণ্ডিং আছে। এবং যে সমস্ত বেনামী জায়গা আছে তার কোন উল্লেখ নেই তারজন্য আমরা দুঃখিত। এছাড়া উপজাতি কল্যাণ কমিটির ফিডিং সেণ্টার নামে ত্রিপুরায় প্রায় ৬২২টি ফিডিং সেণ্টার আছে কিন্তু আমার মনে হয় এই যে ফিডিং সেণ্টারগুলি আছে সেগুলি কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের টাকা দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যখন এখানে পয়েণ্ট আছে এবং এই পয়েণ্টের উপর যখন ডিসকাশন্ হয় তখন মনে হয় ফিডিং সেণ্টারের সমস্ত টাকা-পয়সা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে ডিপার্টমেণ্ট বোধ হয় দেওয়া হয়। যাই হোক আমার মনে হয় ফিডিং সেণ্টারের এই সমস্ত টাকা দিয়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে শুধু ফিডিং সেন্টার খোলা হয় না নন-ট্রাইবেল এলাকাতেও বিভিন্ন জায়গায় ফিডিং সেনটার খোলা হয়েছে কিন্তু সেটা কিভাবে হলো। এটাই এখন প্রশ্ন। এছাড়া ইন্টার কাষ্ট ম্যারেজে ২০০০ টাকা করে

পুরস্কার দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তাতেও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের পয়েন্ট আছে এর পরিকল্পনাও গভর্ণরের এড্রেসের মধ্যে বিবেচনা করা হয়েছে। ১৪৮০টি কেস পেণ্ডিং আছে সেখানে যারা ভূমিহীন বা লেণ্ডলেসে পরিণত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের যে কথা এখানে বলা হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। ভূমি ফেরৎ দিলে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য সেনসে যারা ইল্লিগ্যাল ট্রান্সফার অথবা বে-আইনীভাবে যারা ভূমি দখল করবে তাদের অন্যভাবে সেটা দেওয়া হবে কেননা সরকারের আইন আছে যে সেই আইনে যে কোন প্রকারে সেই লেণ্ডগুলি ট্রান্সফার হবে উইথাউট কম্পেনসেশান যদি কম্পেনসেশান করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ইনডাইরেক্টলি ইট হেল্প নন্-ট্রাইবেল অকোপাইড ল্যাণ্ড—

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনার বক্তব্য কন্ট্রোল করুন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মৎস্য জীবীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে আমার বক্তব্য বিশেষভাবে ডম্বুর প্রজেক্ট এলাকায় উপজাতিদের উচ্ছেদ করে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তার ফলে যে সব পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় নি কিন্তু বাইরের মৎস্য জীবীদের প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয় না কিন্তু সুযোগ দেওয়া উচিত। তাদেরকে যেভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে কিন্তু সেই ভাবে তাদেরকে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই। আমি মনে করি যে সমস্ত মৎস জীবী স্থান পেয়েছে এই সমস্ত মৎস জীবীরা যেন জাল, এবং তাদের সাজ সরঞ্জামগুলি পায়। উপজাতি যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জায়গা দেওয়া হোক। এই জায়গা পাহাড়ে পাহাড়ে না সমতল ভূমিতে দেওয়া হোক। যেমন উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি আনন্দ মোহন জমাতিয়া অমরপুর ১১ কাণি জায়গা তার হাতছাড়া হয়েছে। আরো আছে বিভীষণ বলয় ৬ কাণি জায়গা তাকে ছাড়তে হয়েছে। তদন্ত করলে এই ধরণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় উপজাতি এলাকায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— কিন্তু এই সমস্ত কথা গভর্ণরের ভাষণের মধ্যে ছিলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কথা না থাকার জন্য আমি গভর্ণরের এড্রেসকে সমর্থন জানাতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রথম কথা ২৪ তারিখ মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এই সভার সামনে রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এইদিক থেকে মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণের মধ্যে ত্রিপুরার যে সকল সমস্যা তার একটা নূতন দৃষ্টিকোণ তার মধ্যে আছে। এই কথাটা হচ্ছে, সরকারকে গণমুখী করার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা তার ভাষণের মধ্যে রয়েছে। গত ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে অন্যায়, অত্যাচারের ফলে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে, কংগ্রেসী স্বৈরাচারীর ফলে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্য বোধ হারিয়ে গিয়ে ছিল। যার ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের, এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রভু এবং ভৃত্যের রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে এই

জিনিষটা পরিস্ফুট হয়েছে। যে না বর্তমানে ত্রিপুরার মানুষ ৩১শে ডিসেম্বর নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে যে রায় দিয়েছে, যে সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক নয়, এই সরকারের দৃষ্টি সাধারণ মানুষের দিকে থাকবে। এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে তাদের কাজকর্ম্ম পরিচালিত হবে তারই একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে রয়েছে এবং সেই জন্যই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হয় উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্য যারা রয়েছেন বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সব বক্তব্য রেখেছেন—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি নাম নিয়ে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— না, আপনার নাম উনি তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বলছে। এবং আপনার বক্তব্যের উপর বলছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা নাম উল্লেখ করি এবং হাউসের ভিতরে আমরা সমালোচনা আনতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এইটাই আমি বলছি যে নাম নিয়ে বলতে কোন বাধা নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের বক্তব্যের বিরোধিতা করে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সব কথা বলেছেন আমি সেই সব কথার সঙ্গে একমত নই। উনি উদাহরণ হিসাবে কতগুলি কথা বলতে চাইছেন তার মধ্যে এইটা তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে গত ১০ তারিখের উপজাতি যুব সমিতির একটা আন্দোলন সম্পর্কে, এবং তার মধ্যে কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক পুলিশ আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে এই কথাও তিনি উল্লেখ্য করতে চেয়েছেন। আমি এই কথা বলতে চাই যে এইটা যদি গণআন্দোলন হতো তাহলে পরে নিশ্চয় গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই সব কথা বলা যেত। রাজ্যপাল যদি এই সব তার বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করতেন তাহলে এটা বলা যেত একটা সাম্প্রদায়িক উস্কানি হিসাবে এবং একটা সম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসাবে। এখানে একটা বৃহত্তর অংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। এমন গণআন্দোলন আমরা কখনো দেখি নাই। গত ৩০ বছর আমরা আন্দোলন করেছি সংগ্রাম করেছি সেই সব আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্যে কোথাও আমরা দেখিনি অস্ত্র দিয়ে কোন দিন কোন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। তাদের আন্দোলনের মধ্যে বল্লম ছিল ভোজালি ছিল এবং তা দিয়ে পুলিশ অফিসারকে আক্রমন করা হয়েছে। অমল ভট্টাচার্য্য বলে একজন পুলিশ অফিসার তাকে বল্লম মারা হয়েছিল। (ক্লেপ) এই যদি আন্দোলনের চেহারা হয় এবং সেটা যদি উল্লেখ করা যেত তাহলে সেটা অত্যন্ত কলঙ্ক জনক হতো বলে আমার মনে হয় এই জন্য এটাকে উল্লেখ্য করা যায় নি। তিনি আরো বলতে চেয়েছেন সুখময় সেনগুপ্ত গত ৩০ বছর বা কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে যে সব অত্যাচার করে থাকুক না কেন এই ৩১ ডিসেম্বরের রায়ে সুখময় বাবুর সমস্ত পাপ স্খলন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছে বলে আমার মাননীয় সদস্যের গোঁসা হচ্ছে উষ্মা হচ্ছে। রাজ্যপাল তার বক্তব্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের যে ভাষা সেই ভাষাকে উনি তার বক্তব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন তার জন্য তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তার সেই বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করি। আমি মনে করি যে অত্যাচার

অন্যায় হয়েছে এই অত্যাচার অন্যায়কে যদি খুঁজে বের করতে হয় তাহলে তদন্ত কমিশন বসানো অত্যন্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলেও এই সরকার, যেন তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী বক্তৃতাকালে আক্ষেপ করে বলেছিলেন বা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে এখানে একজন কংগ্রেসীও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির বিভিন্ন সদস্যর পুরানো দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেখলাম যে কংগ্রেসীদের রূপটা যেন তাদের ঘারের মধ্যে চেপে বসে আছে। তাই আমি মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করব যে কংগ্রেসীদের খুঁজতে আর বাইরে যেতে হবে না, কংগ্রেস এখানেই রয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আবার নিশ্চয়ই লড়তে হবে। সুতরাং আক্ষেপ করার কোন কারণ নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে যে সব কথা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলি আমি বেশী উল্লেখ করতে চাই না, শুধু একটা কথা বলতে চাই যে, ত্রিপুরার যে সমস্ত মানুষ মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল, গ্রামে গঞ্জে মানুষের যে বিপুল পরিমাণে অভাব অভিযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা একটা স্বল্প পরিসরের মধ্যে, বা একটা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ অবস্থার মধ্যে একটা গভার্নমেণ্ট রাতারাতি সমাধান করতে পারেন না। তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজ। বামফ্রণ্ট সরকারের যে নীতি ঘোষিত হয়েছে যে যখন যতটুকু করার ঠিক ততটুকুই করবেন। সুতরাং পুরো প্রতিশ্রুতিই এই বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ যে সমস্ত সমস্যাগুলি জানতে চেয়েছেন, তার মধ্যে অনেকগুলিই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অর্থাৎ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই হচ্ছে—সমালোচনা করতে হবে, কাজেই সমালোচনা করেই যাব। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা গাইডেড হয়েই উনারা এই সব কথাবার্ত্তা বলছেন। যদি উনারা আরও একটু মনোযোগের সহিত রাজ্যপালের ভাষণটা পড়তেন, তাহলে নিশ্চয়ই উনারা এই সব কথা বলতে পারতেন না। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ থেকে ছোট একটা লাইন আমি আপনাদের পড়ে শুনাচ্ছি—

"রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি ক্ষুদ্রতম কার্যসূচী বাস্তবায়ণের জন্য এবং উক্ত কর্মসূচী রূপায়ণের প্রশাসন যন্ত্রকে গণমুখী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জরুরী অবস্থায় গৃহীত দমন পীড়ন মূলক ব্যবস্থা নিরসনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রসার ও রক্ষণের সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। পূর্বেকার সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলের সকল প্রকার অভিযোগ অথবা সন্দেহজনক ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ ইত্যাদি সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন এবং তদন্ত অথরিটি নিয়োগ করা হচ্ছে।"

সুতরাং এই বক্তব্যগুলির মধ্যেই রয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই রাজ্য সরকার অন্যান্য দাবী দাওয়া সম্বলিত একটি পূর্ণ কর্মসূচী হাতে নিয়ে আগামী দিনের ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং সুদৃঢ় করে গড়ে তুলবেন। সেই জন্যই আমি বলছিলাম যে উনার যদি আর একটু খতিয়ে পড়তেন তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন যে এই ভাষণের মধ্যেই সমস্ত কিছু নিহিত রয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে জাতি, উপজাতি, জনজীবনের সর্বস্তরে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যাগুলিকে যদি ভাষা দেওয়া হয় তাহলে তো একটা মহাভারত হয়ে যাবে। একটা সভার মধ্যে সেটা তো কিছুতেই সম্ভব নয়। এই লাইনের মধ্যেই—বিগত ৩০ বৎসরে মানুষের

উপরে যত অন্যায় অত্যাচার হয়েছে এবং যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলিকে যাতে অতি তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় তার জন্য এই সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন এই প্রতিশ্রুতির সুর ধ্বনিত হয়েছে। আমি সবচাইতে এটাকেই মূল্যবান মনে করছি যে এতদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল, আজকের সরকারের সঙ্গে গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষের, জাতি-উপজাতি, তথা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এই সরকারের সম্পর্ক হবে আত্মিক এবং বন্ধুত্বের। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে দিয়েছেন, সেই ভাষণকে আমি সমর্থন করি এবং সেই ভাষণকে যথাযোগ্য এবং গ্রহণীয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা ক্ল্যারিফিকেশান দিতে চাই। উনারা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন করেছেন যে নিউট্রেশান প্রগ্রাম কার টাকায় চলছে? সেটা সেন্ট্রাল এসিস্টেন্সের টাকায় চলছে। এক বৎসর থেকে ছয় বৎসরের পর্যান্ত শিশুদের দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের ত্রিপুরাতে এইটার একটা বড় অংশ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার পক্ষপাতী। এক থেকে ছয় বৎসর পর্যান্ত দরিদ্র এবং দুর্বল শিশুদের পুষ্টী রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা। এই টাকাটা ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের নয়, এই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন, এই ভাষণকে আমি সমর্থন করছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য, এই ভাষণ ত্রিপুরা রাজ্যের গত ৩০ বছরের ইতিহাসের গতানুগতিকতা ভেঙে নজীর সৃষ্টি করেছে। এই ভাষণের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি ত্রিপুরার মানুষের যে বিপুল সমর্থন তা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে সেইজন্য এই ভাষণকে আমি অভিনন্দিত করছি। এই ভাষণে সামগ্রিকভাবে সরকারের নতুন রূপরেখা অঙ্কিত করা হয়েছে এবং সমস্ত সমস্যার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আমি বিশেষ করে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তার আলোচনা করতে চাই। এই ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বের ইতিহাসে আমরা তপশিলী মানুষ—তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির মানুষ সবচেয়ে বঞ্চিত। বিশেষ করে আমাদের তপশিলী মানুষেরা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরী ক্ষেত্রে, সর্বত্র তারা বঞ্চিত এবং গত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে ইতিহাসে কোনদিন এদের প্রতি সুবিচার করা হয় নি। যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মোট যে লোকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষের বেশী হবে বলে আমরা বেসরকারী মতে মনে করি, কিন্তু বার বার কংগ্রেস সরকার চক্রান্ত করে কম করে রেখে দিয়েছে যাতে করে আমরা আমাদের যে আসন বরাদ্দ তা থেকে আমরা বঞ্চিত এবং সামগ্রিকভাবে আমরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। চাকুরী ক্ষেত্রে আমার তপশিলী জাতির মানুষ প্রথম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত কোথাও ২, ৩, ৪ পয়েনটের বেশী কোটা

পূরণ করা হয় নি যেখানে আমাদের শতকরা ১৩ ভাগ পাওয়ার কথা। শুধু তাই নয়, কোটা যেখানে পূরণ করা হয়েছে, সেখানেও মার্কস বেসীসে, মেরিট কম্পিটিশানে সেইসব কোটা পূরণ করা হয়েছে, তাহলে আমাদের যে স্পেশাল কোটা ফর সিড্যুল কাষ্ট সেটা কি করে সম্ভব হল ? আমাদের তপশিলী জাতির মানুষ যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে চলে এসেছে, যাদের পেশা ছিল মাছ ধরা, এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস রাজত্বের ইতিহাসে ঐ মানুষগুলো পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, তাদের আজ পর্য্যন্ত ভূমি সংস্থানের ব্যবস্থা হয় নি। হাজার হাজার লোক ভূমিহীন এবং জাল যার জলা তার বলে যে সুখময় বাবু এবং শচীন বাবুর আমলে যে একটা শ্লোগান ছিল সেটা কার্য্যকরী করা হয় নি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিপুল সংখ্যক জেলে থাকা সত্বেও, একজন জেলেও জলা পায় নি। বরঞ্চ জলা পেয়েছে কামিনী দাশ, ঐ মনমোহন দাশ তারা পেয়েছে যারা কংগ্রেসের দালালী করতো। মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে রাজ্য-পালের ভাষণে যে নাগরিক রক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত সংগত কারণ তপশিলী জাতি এবং অ-তপশিলী জাতি যারা তাদের মধ্যে সম্পর্ক যদি আরও ঘনিষ্ট করা হয়, তাহলে ঐ সমস্ত তপশিলী জাতিরা আরও লাভবান হবে। ৩০ বছর কংগ্রেসের ইতিহাসে উপজাতি যুব সমিতি নামে একটি সাম্প্রদায়িক দলকে আমরা দেখেছি। তাদের রাজত্বে এখনও তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির মানুষকে গলায় ঘন্টা বেধে হাঁটতে হয়। ঐ উত্তর প্রদেশে দেখছি আমার তপশিলী জাতির মানুষ, ঐ হরিজন তারা পালকী চড়ে বড় বিয়ে করতে যেতে পারে না, তাকে পালকী থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, ছোট লোকের বাচ্চা আবার পালকী চড়বে কি ইত্যাদি ইত্যাদি--সেই তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং হরিজনের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে জনতা সরকার এবং সেই কংগ্রেস সরকারের রাজত্বে, কিন্তু সেখানে বামফ্রন্ট সরকার যেমন কেরালা, পশ্চিম বঙ্গ শক্তিশালী সেখানে এই প্রশ্ন নেই, ঐ সব রাজ্যে মানুষের উপর কোন নির্যাতন হয় না। কারণ এখানে আমরা সব মানুষ পরস্পরের মাধ্যমে, সংগ্রামের মাধ্যমে. গণ চেতনার মাধ্যমে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং যদি আমরা সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি তাহলেই আমরা আগামী দিনের কল্যাণ সাধন করতে পারব। একথা ঐ কংগ্রেস সরকার. জনতা সরকার বুঝেছিলেন, ঐ সুখময় বাবু, শচীন বাবু বুঝেছিলেন যার জন্য তাঁরা ঐ উপজাতি যুব সমিতির সৃষ্টি করেছেন এবং জরুরী অবস্থা যখন চলছিল তখন ঐ সুখময় বাবু ছিলেন তাদের তলপিবাহক। তাই তাঁরা মিশনারীদের সৃষ্টি করেছিলেন ঐ উপজাতি যুব সমিতির মাধ্যমে। তাই আমাদের উপজাতি বন্ধুরা বলছেন তাঁরা এটা বুঝতে পারছেন না, মনে হচ্ছে। তাতো হবেই, হওয়াটা স্বাভাবিক, না হওয়ার তো কারণ নেই যেহেতু মানুষের সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর জন্য কিছু যে সুষ্ঠু সংস্কৃতির প্রয়োজন হয় এবং সে পরিকল্পনা যে এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সেই সংস্কৃতির নাম করে লম্বা চুল রেখে বাতিল করতে চান এবং সেগুলিকে তাঁদের দাবী বলেন। কিন্তু আমি আমার বন্ধুগণকে বলতে চাই যে ঐ যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দেওয়া সেদিন অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজও সেই খৃষ্টধর্ম প্রচার করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং সেখান থেকে আপনারা শিক্ষা নেবেন। আপনারা সত্যিকারের যদি সংস্কৃতিবোধ গড়ে তুলতে চান, তাহলে

আমি বলব যে ঐটা একমাত্র পথ নয়, আপনারা নতুন করে ভাবতে শিখুন এই আমার অনুরোধ, সমস্ত মানুষের মধ্যে যাতে গণতান্ত্রিক চেতনা জাগে, সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিকাশ হয়, সেইদিকে এগিয়ে আসুন, সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে কোন জাতির উন্নতি করা যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছি যে উপজাতি মানুষের জন্য যে সমস্ত প্ল্যান, পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসতি হয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সেগুলিকে লাগানো হয়েছে এবং সেই ব্যর্থতার জন্য তাদের মধ্যে আজকে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ নৈরাশ্যের জন্যই ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং ঐ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য উপজাতি যুব সমিতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং এই উপজাতি যুব সমিতি আমার উপজাতি সরল মানুষের সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। এই রাজ্যপালের ভাষণে বিশেষ করে উপজাতি সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে আমি বলব গত ৩০ বছরের মধ্যে তা নজীরবিহীন, এই পরিকল্পনা যখন কার্য্যকর হবে আমরা আশা করি আমাদের ছিন্নমূল উপজাতি মানুষেরা সত্যিকারের জায়গা পাবে।

আমার উপজাতি বন্ধুরা বিশেষ করে বেকার সমস্যা সম্পর্কে এবং বেকার ভাতা সম্পর্কে বলেছেন যে বেকার ভাতার কথা এখানে কিছু পাচ্ছেন না। না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বার বার আমরা বলেছি এই বিধান সভার ভিতরে এবং বাইরে আমরা বলেছি এই বেকারদের কাজের জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাব এবং এর প্রতিশ্রুতি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে রয়ে গেছে. ভালভাবে সেটা দেখে নিতে আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিগত ৩০ বছরের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে, বিশেষ করে ঐ কোয়া-লিশান সরকারের আমলে আমরা দেখেছি যে ঐ উপজাতি সরল মানুষগুলোকে যেখানে কংগ্রেসের আধিপত্য বেশী সেখানে কংগ্রেসকে, যেখানে জনতার আধিপত্য বেশী সেখানে জনতাকে, যেখানে সি, এফ, ডি, আছে সেখানে সি, এফ, ডিকে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের রাজনীতির স্বার্থে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ঐ তপশিলী জাতি এবং উপজাতির মানুষকে পেছনে ঠেলে রেখে, রাজনীতির বেড়াজালে ফেলে দিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছে, এখনও যেমন উপজাতি যুব সমিতির সৃষ্টি করেছেন, যাদের আমি নাম দিয়েছি লাইসেন্স-টিকিট সমিতি, এইভাবে কংগ্রেস সরকার আমার মানুষকে তার মূল সমস্যার দিক থেকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন—এখনও চালাচ্ছেন। আমার মানুষের পয়সায় তাঁরা এয়ার কণ্ডিশানে বসে দিন কাটিয়েছেন, আজকে ঐ ৩০ বছর পরে যখন ঐ কণ্ডিশন আমার গরীব মানুষের হাতে চলে এসেছে তখন বাবুরা এয়ার খাচ্ছেন। আজকে যখন আমার রাজ্যে গরীব মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঐ যে মন্ত্রীবাবুরা আমার গরীব মানুষের পয়সায় ৮৪ হাজার টাকার রসগোল্লা খেয়েছিলেন তাঁরা আজকে এয়ার খাচ্ছেন। ঐ উপজাতি যুব সমিতিকে হাতিয়ার করে কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি, যে ভোট আদায় করার চেষ্টা করেছিল, চক্রান্ত করেছিল, সে আশা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে, আজকে মাঠে, ময়দানে যেমন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি মানুষের কাছ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। আমরা দেখছি যে আমরা সরকারে যাওয়ার সংগে সংগে জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং তার পেছনে বিজনেসম্যানদের একটা চক্রান্ত রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জিনিষপত্রের দাম কমানো এবং সে

সমস্যা সমাধানের ইংগীত উনারা যদিও দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা রাজ্যপালের ভাষণে তার স্পষ্ট ইংগীত দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে রাজ্যপালের ভাষণে আমার মৎস্যজীবি এবং গরীব মানুষদের জন্য যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যদি কার্য্যকরী করা হয়, তাহলে আমার তপশিলী জাতি এবং উপজাতির মানুষ উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই রাজ্যপাল এই বিধানসভায় যে ভাষণ উপস্থাপিত করেছেন এই ভাষণকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি এবং ত্রিপুরার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঐতিহাসিক ভাষণ হিসাবে অভিনন্দিত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীফৈজুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বেশী বলার নাই। তবুও রাজ্যপালের গতকালের যে ভাষণ সেই ভাষণ আমি সমর্থন করি এবং এই ভাষণের মধ্যে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে যে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন হয় ১৯৭৩ এর মে মাসে ধর্ম্মনগর পানিসাগর ব্লকে ২৯টা গাঁওসভার নির্বাচন হয় নি। সেই ২৯টা গাঁও সভায় অতি সত্বর যাতে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন হয় সেই দিকে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার যাতে নজর রাখেন তার জন্য আমি বিশেষ অনুরোধ রাখি এবং এই যে দীর্ঘ ১১ বছর ঐ ২৯টা গাঁওসভায় পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন না হওয়ার কারণ ঐ এলাকার পুঁজিপতি জমিদার যারা তারাই দুয়েকজন বাদে সবাই রাজা জমিদার, তারা চোখ রাঙিয়ে গরীব মানুষের দিকে রুখে দাঁড়ায়, বলে নির্ব্বাচন কেন ? এবার এলাকাবাসীদের আনন্দের দিন এসেছে, তারা এখন বলছে যে পুঁজিপতিদের পতনের দিন, ওদের পতন করতে হবে। লেভীর সময়ে তাদের দুই চার কানি জমি আছে তাদের ঘরের ধান পুলিশ মিলিটারী নিয়ে আদায় করে, এইরকম এইরকম এলাকার উপর বহু অত্যাচার তারা করেছে, আজও করছে। আমাদের কুর্তির বাজার থেকে দারোগা বাজার পর্য্যন্ত একটা রাস্তা আছে। কুর্তির বি, ডি, ও, এবং স্থানীয় আরও কয়েকজন কংগ্রেসী প্রধান, তারা আমাদের না জানিয়ে পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে। আমরা বি, ডি, ও. কে বলেছি যে ঐ পরিচালনা কমিটিকে আমরা চিনি। আমরা এই কমিটি মানি না। কারণ এরা গরীব মানুষের মাথা ভেঙ্গে খেয়েছে। সুতরাং তুমি ঐ কমিটি বন্ধ রাখ গত ১৯শে জানুয়ারী কদম তলায় আমাদের উমেশবাবু বলেছেন যে কদম তলায় কংগ্রেস বাদে দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু আমরা এ অধিবেশনে দেখছি যে তারা এখনো মরে নি। ওরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসী করছেন। আমিও তো মুসলিম। কংগ্রেসীরা যখন সংখ্যালঘুর নাম দিয়ে কংগ্রেস করছিল তখন আমি বলেছিলাম যে আমরা মনসুর আলী সাহেবকে দেখেছি, ওয়াজেদ আলী একজন আছেন. তাঁরা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু আমি বলেছিলাম মনসুর আলী একজন মুসলমান. ত্রিপুরার কংগ্রেস দল তুমি হয়েছ, কিন্তু সাধারণ মুসলিম মানুষের কি উপকার হয়েছে। তখন তিনি গ্রামের মুসলমানদের দ্বারা মারধোর করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আমার উপর অত্যাচার করা হয়েছিল. তারা গত তিরিশ বছর যে অপপ্রচার করে এসেছে সেটা প্রায় অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে। কমরেড স্পীকার স্যার, আমার আর বেশী বলার নেই, তবে রাজ্যপালের যে ভাষণ সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে সেটাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং সমর্থন করার পেছনে কারণ

আছে। এখানে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। যাই হোক মাননীয় সদস্যগণ যারা বিপক্ষে বলেছেন তাঁরা হয়ত একটা কথাই ভাবছেন যে আমরা দেখেছি এই রাজ্যপালের ভাষণ গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ত্রিপুরা রাজ্যে এতদিন ধরে একটা সংগ্রাম চলছিল এই বিধানসভার ভিতর এবং বাইরে যে সংগ্রাম চলছিল এবং এই সংগ্রামে যে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের ক্ষতবিক্ষত যে লাঞ্ছনা বঞ্চনা হয়েছিল ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে. এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু অনগ্রসর পশ্চাদপদ জাতি তাদের রক্ষা করবার জন্য যে সংগ্রাম চলছিল ত্রিপুরা বিধানসভার ভিতর এবং বাইরে সেই সংগ্রামের মধ্যে ত্রিপুরার বহু জাতি এবং উপজাতি আছে এবং তাদের উপর যে অত্যাচার এবং অবিচার কংগ্রেস সরকার চালিয়েছিল আমরা ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে সংগ্রাম করে এই বিধানসভায় এসেছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিধানসভায় আমি এই প্রথম এসেছি। তবুও বিধানসভার ভিতর সংগ্রামে এবং বাইরের সংগ্রামে আমরা এক সময় প্রথম শ্রেণীতে ছিলাম। আমি যে এলাকা থেকে এসেছি. হয়ত সবাই জানেন না, আমি খোয়াই কল্যাণপুর ৩০ বছর ধরে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে শচীন সিং, সুখময় সেন থেকে সুরু করে ৩০ বছরের ইতিহাস আজ তুলে ধরতে চাই। সেই রামচন্দ্র দেববর্মা—৩২ জন এম, এল. এ, সহ আমাদের কারাগারে বন্ধ করে রেখেছিল এই সুখময় সেন এবং শচীন সিং। আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের শেষ পর্যন্ত বিচার পাই নি। আমি মাননীয় স্পীকারের সামনে সেই সব চিত্র এখন তুলে ধরছি যে আমাদের এই বিধান সভার এম, এল. একে হাতে হাতকড়া পড়িয়ে এবং কোমড়ে দড়ি বেধে রাস্তায় রাস্তায় তারা ঘুড়িয়েছে। এই সম্পর্কে এই বিধান সভায় একটা প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে লাঞ্ছিত করে আমাদের উপর সেদিন নানা ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। তাই আজকে আমরা তার সম্পূর্ণ বিচার দাবী করছি। তারপর বিগত ৩০ বছর ধরে আমার খোয়াইর কল্যাণপুর এবং অন্যান্য জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলকে রক্ষা করবার জন্য আমরা যে সংগ্রাম চালিয়েছিলাম, তার জন্য সেই ১৯৬৯ সালের ইতিহাস ঐ শচীন সিংহ আমাদের এলাকায় পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ঐ ধনঞ্জয় সিংহের নেতৃত্বে যে অত্যাচার চালিয়ে ছিল, তারও একটা ইতিহাস আছে। তাই আমি বলছি যে আমরা বহু ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমি মাখন চক্রবর্তী এবং আমার অনেক কমরেডকে অনেকগুলি মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছিল, যার জন্য আমাদের অনেক জেলও খাটতে হয়েছিল। সেই সব অত্যাচারের কথা আজকে আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এখানে তুলে ধরছি। কারণ সেই সময়ে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু থেকে শুরু করে ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালী সমস্ত গরীব মানুষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। আর তাই আজকে আমাদের রাজ্যপালের ভাষণে তার একটা প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘ ৩০ বছরের কলঙ্কের অধ্যায়কে পিছনে ফেলে আজকে আমরা দ্রুতভাবে এগিয়ে যাব, এই কথা মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে রেখেছেন। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণকে বিরোধীতা করে যারা বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেই সম্পর্কেও এখানে দুই একটি কথা বলতে চাই। কারণ উনারা কিছুক্ষণ আগে এখানে সংবিধানের

৪২তম সংশোধন বিলকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণকে উনারা সমর্থন করতে পারছেন না। তার কারণ হচ্ছে আমরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যারা জরুরী অবস্থার সমর্থন করে গিয়েছিল, যারা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দহরম মহরম করে দেশের মধ্যে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তারা আমাদের ট্রাইবেল ভাইদের ঠকাবার বলেছে যে দেখ আমরা দিল্লী যাচ্ছি এবং ঐ দিল্লীর থেকে রিজার্ভ নিয়ে এসেছি এই সব নানা কথা বলে তারা সব সময়ে ঐ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সংগে সি, আই, এর দালালের মতো কাজ করেছে, তারাই আবার ইন্দিরার পক্ষ নিয়ে এখানে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করবেন না। এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে। কাজেই আমরা তাদের ঐসব কৌশলের কথা জানি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষও তা জানেন। এখানে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই গণতন্ত্র হয়তো উনারা চান না, কারণ উনারা যে দল চালাচ্ছেন বলছেন ত্রিপুরার দেববর্মারা সবাই বাঙালী হয়ে গিয়েছে, এমন কি বিগত নির্বাচনে দেখা গিয়েছে যে দশরথ বাবু এবং সুধন্ন বাবুর এলাকাতে তারা তাদেরকে মিটিং করতে দেন নি ঐ যুব সমিতির পক্ষ থেকে। কাজেই তারা সেখানে যেমন গণতন্ত্র রক্ষা করেন নি, তেমনি এখানেও রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছেন না, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এবং রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তার প্রতিফলন হয়েছে। কাজেই আমি ভাইদের অনুরোধ করব যে আপনারা যারা এখানে এসেছেন, তাদের সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। কারণ আপনারা হচ্ছেন বিশুদ্ধ উপজাতি এবং উপজাতিদের জন্য আপনারা সংগ্রাম করেন, তখন আপনাদের প্রধান অতিথি হন ঐ তড়িত মোহন দাশগুপ্ত আর ঐ সুখময় বাবুরা, উনাদের নিয়ে যদি আপনারা এখানে আসতেন তাহলে নিশ্চয় আপনারা রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারতেন। কারণ, আপনারা তো ট্রাইবেল আর বাঙালীতে বিরোধ লাগিয়ে ত্রিপুরাকে একটা শ্মশানে পরিণত করতে চান। তাই আমি ভাইদের অনুরোধ করছি, যে আসুন এই মাত্র যে ইতিহাসের শুরু হল তাকে আমরা বাস্তবে রূপ দেই। এই কথাগুলি বলে আমি আবার রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরত্নমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪ তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ রেখেছেন, সেই ভাষণের উপর আমার আস্থা নেই। কেন না, আমি দেখছি, এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কক বরকে শিক্ষার প্রতিশ্রুতি নেই, নেই কক বরকে রাজ্যভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান। তারপর উপজাতি এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সুবিধার বিষয় এবং গ্রামাঞ্চলের সড়ক উন্নয়ন বিষয়, আনন্দ বাজার হইতে ছামনু পর্য্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় রাস্তার সংস্কার সাধন সম্পর্কে আগরতলা থেকে জম্পুইজলা, মনু থেকে ছামনু, তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর, পচারথল থেকে দশদা, আম্বাসা, গণ্ডাছড়া, পানিসাগর, রাতাছড়া, প্রভৃতি রাস্তায় যাত্রীবাহী গাড়ীর অভাব সম্পর্কে। কারণ আমি দেখছি যে বিগত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী শাসনে এলাকার উপজাতিদের যাতাকলে ফেলে যে শোষণ চালিয়েছিল, সেই যাতাকলে এলাকার এ যুক্ত সরকারও অংশীদার ছিলেন। কেন না, আমি দেখছি কংগ্রেসের আমলে তারা

যেভাবে শোষণের শিকার হয়েছিল, তাতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে অন্তত. তাদের মাতৃভাষায় স্বীকৃতি দানের কথা থাকবে। আমরা যতদূর জানি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে বিশেষ করে কক বরকের দাবীর ভিত্তিতে চোরাইবাড়ীতে ঐ কংগ্রেসের শাসনে পুলিশের হাতে গুলি খেয়েছিল। তবে আমি এটা স্বীকার করি যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তাদের আন্দোলনের সংগে জড়িত হয়ে আত্ম বলিদান করেছিলেন, তথাপি সেই ধনঞ্জয় ত্রিপুরার জীবন উৎসর্গের সম্পর্কে একটি কথারও এখানে উল্লেখ নাই। কারণ তিনি তো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এই ককবরক ভাষার জন্য, অথচ সেই ভাষা এখনও সরকারী স্বীকৃতি পায় নি। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই সেই জাতির জাতি স্বরূপ প্রতিফলিত হয়ে থাকে, কাজেই যেটা প্রথম দরকার, সেটা হচ্ছে তার মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দান। শিশুর জন্মলাভ থেকে সে মায়ের কাছ থেকে যে ভাষা শিখে সেটাই হচ্ছে তার মাতৃভাষা। অথচ এখানকার উপজাতিরা তার মাতৃভাষায় শিক্ষার কোন সুযোগই পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে এই বামফ্রন্ট সরকার সর্বপ্রথম তাদের সেই সুযোগ দিবেন, কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণ দেখে আমরা আর সেই আশা এখন রাখতে পারছি না। তাই বড় দুঃখ হয়। অতএব কক বরক ভাষায় যাতে রাজ্যের উপজাতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং তারজন্য এবং রাজ্যপালের ভাষণে এটা সংযোজন করা হয়, সেজন্য আমরা মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি। শুধু তাই নয়, যেখানে আমরা দেখেছি বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে তারা যে ইস্তাহার বের করেছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কক বরক ভাষাকে রাজ্যের বাংলা ভাষার সাথে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে আমরা তার কোন ইঙ্গিতই পাই নি। এর জন্যই আমরা কোন আশা রাখতে পারি না বা আমরা কোন আস্থা স্থাপন করতে পারি না। তাই আমি এই কক বরক ভাষা যাতে রাজ্যের অন্যতম ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়, সেজন্য রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে তার স্থান দিতে অনুরোধ রাখছি। তারপর উপজাতি এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথা বলতে চাই যে উপজাতি এলাকায় পাহাড়ে পাহাড়ে যেখানে ছাত্রের সংখ্যা নগণ্য অর্থাৎ ২/১ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে পাশাপাশি যে সমস্ত স্কুল স্থাপিত হয়েছে, সেগুলিতে নিয়মিতভাবে শিক্ষকেরা যেতে পারছেন না।

কেননা সেই সব এলাকায় গিয়ে তারা নিজেদের এডজাষ্ট করার মত কোন আবাসস্থল পাচ্ছে না। সেখানে যদি তাদের আরও ষ্টাফ থাকত তাহলে তাদের সেই সব অসুবিধা হত না। আমি এখানে জুরেম এস. বি, স্কুলের কথা উল্লেখ করছি —গত দুই বছর যাবত সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন। তাহলে ভেবে দেখুন পাহাড়ী এলাকায় যে সমস্ত স্কুল আছে সেই সমস্ত স্কুলে উপজাতি ছাত্র ছাত্রীরা কি করে তাদের পড়াশুনা চালাবে শিক্ষা দপ্তরের উপরিওয়ালাদের যদি তারা জানান তাহলে তাদের বলা হয় যে সেখানে ৩০ জন ছাত্র আছে ইত্যাদি। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ৩০ জন হউক আর ৪০ হউক প্রথম শ্রেণী থেকে যে শ্রেণী পর্যন্ত যে সব জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে সেগুলিকে দশম শ্রেণী অর্থাৎ সিনিয়ার বেসিক স্কুল করা হউক। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এই বক্তব্য রাখছি। যদি এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি যে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার হবে। শুধু তাই নয় আমরা দেখছি যে ককবরক ভাষার

নাম করে বিগত কোয়ালিশন সরকারের আমলে যি ভাবে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল সেগুলি পুরাপুরি হয়েছে কি না সন্দেহজনক। কেননা সেখানে ককবরক শিক্ষক নিযুক্ত করে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করছে। কাজেই আমি অনুরোধ রাখতে চাই সেখানে যে ১০০ জন শিক্ষক নেওয়া হয়েছিল সেগুলির যেন সুষ্ঠু তদন্ত করা হয়।···

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—তাহলে ককবরক শিক্ষার কিভাবে প্রসার হবে। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে তদন্ত করার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর উপজাতিদের ক্ষেত্রে আমি আরও একটি অনুরোধ রাখতে চাই মেডিকেল শিক্ষার জন্য তাদের কোটা পূরণ করার জন্য মধ্যপ্রদেশে আছে যে উপজাতির ছাত্র ছাত্রীরা ৪০ পার্সেন্ট নম্বর পেলেই তারা মেডিকেল পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় সেই ক্ষেত্রে ৫০ পার্সেন্ট নাম্বার পাওয়ার পরেও সেই সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই ত্রিপুরার উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য যে ভাবে মধ্যপ্রদেশে ৪১ পার্সেন্ট ভর্তি হতে পারে তেমনি ত্রিপুরাতেও সেই ভাবে করা হউক। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে পাহাড়ীদের প্রতি কিছু সুবিচার করা হবে।

মি: স্পীকার : —মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—আর একটি ক্ষেত্রে আমি দুই একটি কথা এখানে বলতে চাই। উপজাতিদের যে সাংস্কৃতিক অধিকার তাদের যে ককবরক ভাষায় শিক্ষার অধিকার তাদের অটোনোমাস-এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের যে আন্দোলন সেটাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হচ্ছে (ইন্টারাপশান—হাততালি) তাহলে আপনারা ভারতের সংবিধান স্মরণ করে দেখুন একবার যাচাই করে দেখুন (ইন্টারাপশান) ঢুকানোর জন্য মানুষের মনে বিষ ঢুকাবেন না এই আমার অনুরোধ (ইন্টারাপশান) পাহাড়ী বাঙ্গালী মিলিত হয়ে আমাদের যে অধিকার আমাদের যে দাবী তার সমর্থন জানাবেন।···

মি: স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাসকে আহ্বান করছি।

শ্রীগোপাল দাস :— অনারেবল স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে আমি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এবং বামফ্রন্টের শরিক দল হিসাবে আর. এস. পি.র পক্ষ থেকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। আমি ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় রাজ্যপাল তার ভাষণে এই হাউসের সামনে বামফ্রন্টের কর্মসূচীকে রূপায়ণের ইংগীত দিয়েছেন। বিপুল সমর্থন পেয়ে বামফ্রন্ট এবার ক্ষমতায় এসেছে। এবারকার নির্বাচন যে সুষ্ঠভাবে হয়েছে তার প্রমান এই ভাষণে ফুটে উঠেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি গত ত্রিশ, বৎসর ধরে কংগ্রেসের অপশাসনে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে, কিরকম অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে তার ইতিহাস আমাদের সামনে এসেছে। আমরা দেখছি মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, মানুষের যে বেঁচে থাকার অধিকার কংগ্রেসী শাসনে সেই সমস্ত অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, পদদলিত হয়েছে। জরুরী অবস্থার নামে কি অত্যাচার, ইন্দিরা গান্ধীর যে দল সেই দল কি ভয়াভয় নির্যাতন করেছে মানুষের উপর

তার ইতিহাস আমরা শুনেছি। ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচন হয়ে গেল এবং এবং তৎপরে ৩১শে ডিসেম্বর বিধানসভার যে নির্বাচন হয়ে গেল সেই নির্বাচনে কংগ্রেসী রাজত্বের যে বিভীষিকা জরুরী অবস্থার নাম করে মানুষের উপর যে অত্যাচার চলেছিল তার প্রকৃত জবাব ত্রিপুরার বীর জনগণ দিয়েছেন। সেইজন্য আমরা ত্রিপুরার জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এবং আমার দল মনে করে যে যতদিন ধনতান্ত্রিক অবস্থা কায়েম থাকবে ততদিন গরীবের উপর ধনীদের অত্যাচারও থাকবে। আমাদের সীমিত ক্ষমতায় জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের আভাষ এই ভাষণে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার গ্রামাঞ্চলের মানুষের কোন উপকার করে নি। যদি প্রতি বৎসর একটি করে গ্রামের উন্নতি করত তাহলেও আজকে ত্রিশটি গ্রামের উন্নতি হত। আজকে আমরা কি দেখছি গত ত্রিশ বছরে কংগ্রেস সরকার সামান্য উন্নতিও করে নি। ওরা উন্নয়নের নাম করে নিজেদের পেট মোটা করেছে। তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। কাজেই সেই সমস্ত তদন্ত করার জন্যই মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কমিশন গঠন করার কথা উল্লেখ হয়েছে। ইন্দিরাগান্ধীর গরীবী হটানোর পরিকল্পনা গরীবকে হটানোতেই পরিণত হয়েছে। আমরা দেখছি কংগ্রেসী সরকার গরীবকে আরও গরীব, ধনীকে আরও ধনী করেছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য, শ্রমিক মেহনতি মানুষের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার ইংগিত মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাষণে গম চাষের এবং ধান চাষের কথাও বলা হয়েছে। সরকার ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেইজন্য এই ভাষণকে ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আমি বলছি যে রাজ্য সরকার প্রশাসনকে গণমুখী করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকেও আমি স্বাগত জানাই। জরুরী অবস্থার সময় নিগৃহীত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের উন্নতির জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছেন আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি আগামী ২৭শে জানুয়ারী বেলা ১১টা পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবীর ঘোষণা করলাম।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVITION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace) Agartala on Friday, the 27th January, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Shri Suddhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, the Duputy Speaker and 46 Members.

উপাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্য্যসূচীর প্রথম বিষয়বস্তু উপাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন। উপাধ্যক্ষ পদে প্রার্থী সংখ্যা মোট দুজন—যথাক্রমে শ্রীজ্যোতির্ময় দাস ও শ্রীহরিনাথ দেববর্মা। শ্রীজ্যোতির্ময় দাসের সমর্থক হচ্ছেন শ্রীসমর চৌধুরী ও শ্রীঅজয় বিশ্বাস এবং প্রস্তাবক হচ্ছেন শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ও অমরেন্দ্র শর্মা। শ্রীহরিনাথ দেববর্মার নাম প্রস্তাব করিয়াছেন শ্রীদাউ কুমার রিয়াং এবং সমর্থন করিয়াছেন শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

সুতরাং এ অবস্থায় ভোটের মাধ্যমে উপাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইবেন। যথাযথ পরীক্ষা নিরিক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে দুইটি মনোনয়ন পত্রই বৈধ। ভোটের পদ্ধতি বিধান পরিচালনা বিধির ১ (৫) ধারা অনুযায়ী হইবে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন সচীবের নিকট হইতে (ব্যালট পেপার) ভোটপত্র লইয়া আমার দক্ষিণ দিকে রাখা টেবিলের নিকট যাইয়া ভোটপত্রে মনোনীত প্রার্থীর নামে পাশে চিহ্ন দেন। তারপর ভোট পত্রটি ভাজ করিয়া সচীবের সম্মুখে রাখা ব্যালট বাসকে ভোট পত্রটি ফেলিয়া দেন।

(মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাসের অনুপস্থিতির জন্য ভোট গণনার ফলাফল ১৫ মিনিট পর অনুষ্ঠিত হবে বলিয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সভার সামনে ঘোষণা করেন)।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব ঃ

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি মাননীয় খাদ্য সংভরণ বিভাগের মনত্রী মহোদয়কে নিম্ন লিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি।

"কেরোসিন তৈল, সঃ তৈল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের সাম্প্রতিক সংকট সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :- মিঃ স্পীকার স্যার, লবণ সম্পর্কে আমি গত দিনই বলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- লবণ আমি বাদ দিয়েছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ- আমি শুধু সরষের তেল এবং কেরোসিন তৈল সম্পর্কে এখানে বক্তব্য রাখছি।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মাস্টার্ড ওয়েল (প্রাইস কনট্রোল) অর্ডার, ১৯৭৭ইং এ প্রতি কে, জি সষের তৈলের খুচরা বিক্রয় মূল্য ব্যতীত অনধিক ১০ (দশ) টাকা নির্দিষ্ট হওয়ার পর ব্যবসায়ীগণ সষের তৈল মজুত ছিল তাহা নির্দিষ্ট দরে সীমিত পরিমাণে বিক্রির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারের সহিত আলোচনার সময়ে, এই আলোচনা ৬।১।৭৮ইং তারিখে হয়। এবং সেই আলোচনা সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনার সময়ে এই আশ্বাশ দিয়েছেন যে, · ·····

শ্রীদশরথ দেববর্মা—ইদানীংকালে ব্যবসায় গণ সরকারের সহিত আলোচনার সময় এই আশ্বাস দিয়েছেন য তাহারা জনসাধারণের প্রয়োজন ভিত্তিক প্রচুর পরিমাণ সঃ তেল আমদানী করিবেন এবং পাত্রের মূল্য সহ প্রতি কেজি অনধিক ১২ টাকা দরে বিক্রয় করিতে রাজী হয়োছন। ইতিমধ্যে কিছু পরিমাণ সঃ তৈল আসিয়া পৌছিয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমানে আগমনরতঃ আছে।

কাজেই সঃ তৈলের দিক থেকে এখন এতটা সংকট অনুভূত হচ্ছেনা। সরকারের পক্ষথেকে আগে নির্ধারিত কয়েকটি বিজনেস কনসার্নকে সঃ তৈল আনার পারমিট দেওয়া হত কিন্তু এইবার আমরা আলোচনায় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, যে কোন ব্যবসায়ী যদি তৈল কিনতে চান তাহলে আমরা তাদের পারমিট দেব। বর্তমানে আগরতলাতেই এক হাজার টিন তৈল মজুত আছে এবং দুই হাজার ৬ শত টিন ইন ট্রেনজিট অর্থাৎ আগমন রত আছে, কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবে বলে আমরা আশা করছি।

কেরোসিন সম্পর্কে—

আপরতলাতে ২।৩ দিনের জন্য কেঃ তৈলের যোগান কম অনুভূত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সরবরাহের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে এবং ধর্মনগরে যথেষ্ট পরিমাণে কেঃ তৈল মজুত আছে এবং অন্যান্য জায়গাও সরবরাহ করা হইয়াছে। রেল পরিবহনের অসুবিধার জন্য কেঃ তৈল ওয়াগণ পৌছতে অনেক সনয় বিলম্ব ঘটায় সাময়িকভাবে তৈলের সরবরাহের ঘাটতি দেখা দেয়। যাহাতে এ রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে এবং নিয়মিতভাবে কেঃ তৈলের যোগান অব্যাহত রাখা যায় সে জন্য সরকার সর্বপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। এক্ষনে নায্য মূল্যের দোকান মারফত সীমিত পরিমান তৈল ফেরিওয়ালা মারফতও বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে ২৫ তারিখে লাস্ট ওয়ারকিং ডে কমিটির যে রিপোর্ট আমরা দেখেছি তাতে ২৪০ কিলো লিটার এ, ও, সির কাছে আছে এবং ৩৫০ কিলো-লিটার আই,ও,সির কাছে আছে। রেশন সপের মাধ্যমেও কেঃ তৈল দেওয়া হবে। তাছাড়া আগরতলায় বিজনেসদের যে ১১টি বাজার কমিটি আছে সেই কমিটিকেও কেঃ তৈল বিক্রি করতে দেওয়া হয়েছে এবং ১৪টি হকারকেও দেওয়া হইয়াছে। এদের কাহাকে কাহাকে আবার কনসার্নমেন্টে ১০০ লিটার করে কেঃ তৈল দেওয়া হয়, এটা তারা একদিন থেকে দেড়দিনের মধ্যে বিক্রি করে। বিভিন্ন বিভাগের এস, ডি, ওর কাছে একটি ডাইরেকট্ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে রেশন-সপের মাধ্যমে কেঃ তৈল বিক্রি করতে হবে তাছাড়া উনারা যদি মনে করেন যে কাথাও এই ধরণের কোন সিলেকটেড দোকানী যদি তদারক করে নিতে চান তাহলে এস, ডি, ও দিতে পারেন তাতে কোন বাধা নেই তবে

যাতে নাকি সমস্ত জায়গায় কেঃ তৈল পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বিভিন্ন বিভাগের এস, ডি, ওকে নির্দেশ দেওয়া হইছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ফুড মিনিষ্টারে পক্ষ থেকে কলিং এটেনশানের আমরা যে জবাব পেয়েছি তাতে বোঝা যাচ্ছে য়ে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও গ্রামঞ্চলে কালকে অবশ্য লবনের প্রশ্ন উঠেছিল, লবণ এবং কেঃ তৈল এই দুটো জিনিষ--এর গ্রামাঞ্চলে সাংঘাতিক সংকট এটা আমি নিজে সুনির্দ্দিষ্ট-ভাবে জানি। এই দুটো জিনিষ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পৌছাচ্ছে না, সহরে এসেছে কিছু কিছু ধর্মনগরে এসে পৌছেছে কিছু কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গ্রামর সাধারন মানুষের কাজ কেঃ তৈল গিয়ে পৌছেনি এবং লবনও গিয়ে পৌছেনি কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং কি ভাবে নেওয়া হবে এই সম্পর্কে আমরা জনেতে চাই। জনসাধারনের মধ্যে নানা রকম বিকৃত প্রচার, কুৎসা প্রচার এরং নানা রকম বিভ্রান্তি প্রচারের সুযোগ নিচ্ছে কেউ কেউ কাজেই এটা যেন না হতে পারে তার জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত এটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, কেঃ তৈলের যা ষ্টক আছে তাতে সংকট হওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা দেখবো গ্রামাঞ্চলে যাতে সেগুলি পোছানো যায় শুধু শহরে নয় গ্রামাঞ্চলের রেশন সপগুলিতে যাতে লবণ পাওয়া যায় সেজন্য আজকেও অফিস লেভেলে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে খোজ করবেন কোন রেশন সপগুলি লবন নিচ্চে না, তারা যদি অক্ষম হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টলি চালু করা যায় কিনা সে কথাও আমরা বিবেচনা করবো গোবিন্দ বাড়ীতে এবং ছামনু এলাকাতে আজকে আমি নির্দেশ দিয়েছি সেখানকার রেশন সপগুলি ডিপার্টমেন্টলি চালু করারর জন্য কারন সেটা ট্রাইবেল এলাকা এবং গরীব এত টাকা দিয়ে তারা হয়তো লবন নিতে পারবে তাছাড়া কোন কোন স্থানে স্থানে রেশন সপ চালু করার মত লোক নেই ঐ সমস্ত স্থানে আমাদের সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন অর্থাৎ লবন, কেঃ তৈল তৈলের এই যে একটা সংকট জনক পরিস্থিতি এটা আমরা রাখতে চাই না যে ভাবেই হোক গভর্ণমেন্ট মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কিছু সময় নিবে হয়তো আমাদের এরেঞ্জমেন্ট করে নিতে। লবন সম্পর্কে লেইটেষ্ট্র পজিশান হচ্ছে আজকে সকালে আমি যে খবর নিয়েছি তাতে বর্ত্তমনে আগরতলাতে ৩৯৭ বস্তা লবন মজুত আছে, চোড়াইবাড়ীতে ১০৬ বেগ এবং ধর্মনগরে ২৩৩ বেগ লবন এসে পৌছেছে এরং সেটা আজকে রাজের মধ্যেই এখানে এসে পৌছাবার সম্ভাবনা আছে কারন আমাদের আমাদের লোক আমরা পাঠিয়েছি। লোন হিসাবে আসাম থেকে কিছু লবন পাওয়া যায় কিনা যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা আসাম গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কন্ট্রাকট্ করবো, করার কথা অলরেডি ডিপার্টমেন্টকে বলে দিয়েছি যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা ডাইরেকট্লি ট্রাকে অনবো কারন রেলওয়ে আনলে আসতে দেরী হবে তাতে যদি বেশী খরচ হয় তাহলে গভর্ণমেন্ট সেই খরচ বহন করবে কিন্তু লবনের দাম আমরা বাড়াবো না। ২0 ওয়াগন গাড়ী ইন ট্রেনজিট আছে বলে আমরা খবর পেয়েছি তাতে 8000 বেগ লবন আছে কাজেই লবনের উদ্দেগ জনক পরিস্থিতি যাতে আমরা কাটাতে পারি সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্বব আমরা চেষ্টা করেছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার আগের মাননীয় সদস্য শ্রীগোতম প্রসাদ দত্ত দাঁড়িয়েছেন উনাকে আগে বলতে দিন।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত কেঃ তৈল স্টক থাকা সত্বেও ডিলাররা কেঃ তৈল নিচ্ছেন না এবং তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপপ্রচারের মধ্যে লিপ্ত আছেন, ঐ সমস্ত ডিলার সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন এটা আমাদের জানা দরকার। আমরা দেখেছি বিশালগড় মধুপুরে এই রকম হয়েছে যে কোন কোন ডিলার কেঃ তৈল ইচ্ছাকৃতভাবে কিনছেন না কিন্তু এ, ও, সিতে প্রচুর পরিমান কেঃ তৈল স্টক আছে।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যারা এটা তো ভেক কারণ কোন কোন ডিলার প্রচুর স্টক থাকা সত্বেও কেঃ তৈল নিচ্ছেন না। এটা যদি আমাদের সরকারের দৃষ্টিতে জানা হয় তাহলে নিচশ্য় প্রত্যেকটি ডিলালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারে সঃ তৈল ১০ টাকা লিটার প্রতি মূল্য নির্দ্ধরন করছেন কিন্তু বাজারে বিক্রি যচ্ছে ১৮ টাকা ১৯ টাকা এবং ২০ টাকা করে। আমি ঠিক বুঝলাম না সরকার তৈলের মূল্য কত টাকা বেঁধে দিয়েছেন।

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার দর বেধে দিয়েছেন ১০ টাকা কিন্তু আমাদের সেটা উইদাউট কনটেনার সে তৈলের দাম ১০ টাকা তাতে সেই পাত্রের দাম ধরা হয় নি। আমরা গভর্ণমেন্ট হিসাবে ত্রিপুরায় সর্বত্র সঃ তৈলের মূল্য ১২ টাকা ধরেছি এর এক পয়সাও বেশী কোন ব্যবসায়ী নিতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার পাত্রের মূল্য ব্যতীত ১০ টাকা সঃ তৈলের মূল্য ধরছেন এবং আমরা মূল্য সহ ১২ টাকা ধরেছি। ১৮ টাকা, ১৯ টাকা, ২০ টাকা যে দরে বিক্রি হচ্ছে আপনারা বলছেন এটা সরকারের অমুমোদিত মূল্য নয় যদি ১২ টাকার উর্দ্ধে সঃ তৈল বিক্রি করা হয় তাহলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন।

শ্রীরতিরাম দেববর্ম্মা—পয়েন্ট অফ কেলরিফিকেশান স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সমাধানের জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন টাকা সমর্থন করে বলতে চাই যেখানে রেশন সপের মাধ্যমে এগুলি বিক্রি করা পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভব নয় সেখানে যদি বাজারে ও অন্যান্য দোকানের মাধ্যমে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে মনে হয় ভাল হবে, কিন্তু নজর রাখতে হবে যাতে সে সমস্ত জিনিষ কালো বাজারে চলে না যায় কারণ ইতিমধ্যে সেকেরকোট সহ বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে যেমন ধরুণ মধুপুরের ধরণী বাবু উনি কেঃ তৈল আনছেন না এবং পুরাতন রাজনগরের ডিলার শ্রীঅমুকুল রায় উনার নামে এই খবর এসেছে যে, উনি বি. ও. সি থেকে কেঃ তৈল আনছেন না এইভাবে বিভিন্ন রেশন সপের ডিলাররা সহযোগিতা করছেন না কাজেই সেই দিক থেকে আরো কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় সদস্য ঐ দোকানদার সম্পর্কে যদি সুনির্দিষ্টভাবে এবং লিখিতভাবে রিপোর্ট দিন তাহলে ঐসব ডিলার কেন তৈল নিচ্ছেন না এবং সর্টেজ কোথায় আছে সে সম্পর্কে আমরা স্টেপ নিতে পারবো।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—পাত্র-সহ তৈলের মূল্য ১২ টাকা নির্ধারণ করেছেন কিন্তু বাজার থেকে কিনতে গেলে তার মূল্য বেশী পড়ে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন মূল্যে তৈল বিক্রি হচ্ছে।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—কনটেনার সম্পর্কে বোধ হয় কিছু কনফিউশান আছে কনটেনার মানে পাত্রটি ক্রেতাদারের কাছে দোকানী দেবে না] কারণ দোকানীরা যখন ১ লিটার তৈল কিনে আনে তখন তার জন্য তাকে কনটেনারের মূল্য দিতে হয় কাজেই এখন সেই কনটেনারের মূল্য ধরেই বিক্রি করতে হবে সেজন্যই তৈলের মূল্য আমরা ১২ টাকা নির্ধারণ করেছি। আমরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছি সেটা আমরা কার্যকরী করবই তাহলে আর এই ক্রাইসিস থাকবে না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাত্রের মূল্য তিন টাকা কি চার টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু একটি টিনে যদি ১৬ লিটার তৈল থাকে তাহলে ৩২ টাকা যায় কিন্তু প্রত্যেকটি টিনের মূল্য চার টাকা কাজেই এখানে আমার জিনিষটা পরিষ্কার হচ্ছে না তাই আমি এ বিষয়ে জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—এই ভাবে আলাদা করে ধরা যায় না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আর কেউ বলতে চান।

শ্রীসুবল রুদ্র—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সম্পর্কে। এখানে আমার প্রশ্ন হলো গ্রাম অঞ্চলের মানুষের অনেকের রেশন কার্ড নাই। রেশন সপ্ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হলে রেশন কার্ড থাকতে হয় এবং সেখানে রেশনে অনেক জিনিষই পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীদশরথ দেব—যাদের রেশন কার্ড নেই তারা রেশন কার্ড করে নিলেই পারে।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করছি। ভোটার ৬০ জন তার মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৫৯ জন। শ্রীজ্যোতির্ময় দাস ৫৫, শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ৪। এখন আমি শ্রীজ্যোতির্ময় দাসকে উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করছি।

ডেঃ স্পীকার—মাননীয় স্পীকার এবং মাননীয় সদস্যগণ আমাকে যে উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং তার সাথে সাথে আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন সেই দায়িত্ব আমি নিষ্ঠার সহিত পালন করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার—এইবার আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি॥ গত ১৬।১।৭৮ ইং

কুলাই বাজারের কাছে বি, এল, রায় এণ্ড কোং ইটভাটায় সত্যনারায়ণ চৌহান নামক শ্রমিককে মালিক ও ম্যানেজার যৌথ উদ্যোগে হাতে পায়ে শিকল বেঁধে বর্বর অত্যাচার ও মারধর করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীসত্যনারায়ণ চৌহান বলে ইউ,পির এক ভদ্রলোক। উনি ছোটলাল সরকার আমাদের ত্রিপুরার একজন কন্ট্রাক্টার তার দ্বারা এখানে আনিত হন। বিরাট কন্ট্রাকক্টার ৪ শত টাকা এডভাঞ্চ নিয়ে এখানে এসেছেন এবং একটা বিশ্রী কাজের জন্য এসেছেন সেই কাজের মালিক হচ্ছেন বি, এল, রায় তার বাড়ী কুলাই। হঠাৎ করে এটা জানা গেল যে সত্যনারায়ণ চৌহান তিনি ইউ, পিতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। ১৬ তারিখ ভোরে তাকে বিশ্বনাথ মৈত্র বলে একজন লোক খুজে পায় এবং সেখানে তাকে নিয়ে আসেন। তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় এবং মারপিট করা হয়। ১৬ তারিখ রাত্র দুইটায় শ্রীরঞ্জিত চক্রবর্তী তার বাবার নাম হচ্ছে শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী বাড়ী কুলাই। আমরা ছ ড়া তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা যায় একজন সদস্য রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ····· পুলিশ সংগে সংগে ঘটনাস্থলে যান এবং শ্রীচৌহানীকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ঘটনাটি আমবাসা পুলিশ কেস নম্বর ৬. ১ ৭৮, সেকশন ৩৩২, ৩২৫, ৩৪ আই, পি, সি, ধারায় রেজিস্ট্রী করা হলো এবং নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হলো—শ্রীছোটালাল চৌহানী, শ্রীভুলো হরিজন, শ্রী সতীরাম হরিজন, শ্রীপতিরাজ রম্বারী ও ব্রিক ফিল্ডের ম্যানেজার শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র রায়। এই লোকদের ধারাগুলি যেহেতু জামিন যোগ্য, সেইহেতু জামিনে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত সত্যনারায়ণ চৌহানীকে হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। বি, এল, রায়, যিনি ব্রিক ফিল্ডের মালিক, তিনি ঐ সময় আগরতলায় ছিলেন। তদন্ত এখনও চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনাটা আমাদের সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে তদন্ত করছেন এবং এটা খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা। আমাদের সরকার লক্ষ্য করেছেন যে কিছু কন্ট্রাকটর বাইরে থেকে লেবার আনছেন। শ্রমিকদের কাজের যে সমস্ত নিয়মকানুন আছে, লেবারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন করে দিয়েছেন, সেগুলি তারা পালন করছেন না এবং এই ধরণের মারপিটের ঘটনা এর আগেও সরকারের গোচরে এসেছে। সেইজন্য আমাদের সরকার এই ঘটনাটি আরও গভীরে গিয়ে তদন্ত করবেন সিদ্ধান্ত করছেন। স্পনসর্ড লেবার সম্পর্কেও সেই ব্রিটিশ আমলের চা বাগানের শ্রমিকদের যে ভাবে শোষণ করা হত, সেইরকম যাতে আর না করতে পারে সেই সম্পর্কেও সরকার কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করার কথাও চিন্তা করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি পুনরায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়কে নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি রাখতে অনুরোধ করিতেছি ঃ—

"গত ২৩।১।৭৮ ইং তারিখে ত্রিপুরা দক্ষিণ জিলায় রাধাকিশোরপুর থানা অন্তর্গত ২নং ফুলকুমারী গ্রামে হারাধন বণিক পিঃ শ্রীপদ্মলোচন বণিকের নিকট দাবী অনুযায়ী কোন এক পার্টির কাজে টাকা না দিলে তাহার বাড়ী গাড়ী আগুনে পোড়নো হবে বলে লিখিত চিঠিতে ভীতি প্রদর্শন এবং গত পক্ষকাল যাবত এই অঞ্চলে ডাকাতির উপদ্রব সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪-১-৭৮ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ২ টার সময় হারাধন বণিক, তার পিতা শ্রীপদ্মলোচন বণিক, বাড়ী ২নং ফুলকুমারী রাধাকিশোরপুর, তিনি একটি ইনল্যাণ্ড লেটার হাতে নিয়ে রাধাকিশোরপুর থানাতে আসেন এবং ঐ চিঠিটা থানার লোকদের দেখান। চিঠিটা পেয়েছেন ২-১-৭৮ ইং তারিখে। চিঠিতে বলা হয়েছে—শনিবারের মধ্যে, রাম সাহার যে একটা ইটের ভাটি আছে, সেই ইটের ভাটির কাছে কাঁঠাল গাছের নীচে ১ হাজার টাকা রাখতে বলা হয়েছে। যদি না রাখা হয় তাহলে তার ছেলে এবং গাড়ীকে শেষ করে দেওয়া হবে। উক্ত বিষয়টি জি, পি, এণ্ট্রি করা হয়। জি, পি, এণ্ট্রির নম্বর হচ্ছে ৯১৭, তারিখ হচ্ছে ২৪-১-৭৮। এ সম্পর্কে লক্ষ্য করা দরকার যে শ্রীবণিক টি, আর, টি, ৮৩৫ নম্বর গাড়ীর মালিক ও ড্রাইভার। তিনি আগে কংগ্রেসী সমর্থক ছিলেন এবং সম্প্রতি তিনি সি, পি, এম, এর সমর্থক হয়েছেন। তিনি একটি মধ্যবিত্ত ঘরের লোক এবং তার সংগে কারো ঝগড়া বিবাদ নেই। পোষ্ট অফিসের সীল থেকে দেখা যাচ্ছে যে ঐ চিঠিখানি ২১-১-৭৮ ইং তারিখে পোষ্ট করা হয়েছে এবং ২৩-১-৭৮ ইং তারিখে বিলি করা হয়েছে। চিঠিটা বাংলায় লেখা ছিল। কিন্তু এড্রেসটা ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে লেখা। কে লিখেছে তা বুঝতে পারা যায় নি। তবে এ সম্পর্কে তদন্ত চলছে। ফুলকুমারী একটি ঘনবসতি পূর্ব এলাকা। সেখানে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি কে বা কারা এই ধরণের চিঠি লিখেছে সেটা জানবার জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরও একটি বক্তব্য রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডাকাতির সম্পর্কে। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় যে ঐ এলাকায় পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয়েছে। একটি হচ্ছে আর, কে, পুর পি, এস, কেস নাম্বার ১-১-৭৮, ৩৯২ ধারায়। আর একটি হচ্ছে ৩-১-৭৮ ইং, ৩৯৫ ধারায়। এবং আর একটি হচ্ছে ৭-১-৭৮ ইং, ৩৯৫ আই পি, সি ধারায় রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। এই ডাকাতির জায়গাগুলি হচ্ছে আলং বাড়ী, উত্তর চন্দ্রপুর, ধলাছড়া এবং গংগাছড়া। উক্ত জায়গাগুলি একটি থেকে অপরটি ১০ থেকে ১৫ কি, মি, দূরে। এই সম্পর্কে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি কেসে ৩ জন, আর একটি কেসে ৭ জন এবং অপর আর একটিতে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২ জনকে এখনও হাজতে রাখা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। একজনের কাছ থেকে ১০০, একজনের কাছ থেকে ১৬০ এবং আর একজনের কাছ থেকে ২০০ টাকা। মোট ৪৬০ টাকা ও বিভিন্ন জিনিষপত্র তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের সরকার ঐ এলাকাটিতে যাতে পাহাড়াধীন রাখা যায় তার জন্য মোবাইল পুলিশের ব্যবস্থা করেছেন এবং ভ্রাম্যমান পুলিশের ব্যবস্থা করেছেন। যদি সেই সমস্ত জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসানোর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের সরকার বসাবেন। আমাদের সরকার এলাকাস্থিত জনগণের সহোযোগিতা নেবেন। তারজন্য ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি গুলিকে গড়া বা পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে কয়জনকে ধরা হয়েছে তাদের নাম কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এখুনি আমি নামগুলি দিতে পারছিনা, মাননীয় সদস্য চাইলে পড়ে জানিয়ে দেব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ যে ঘটনা একজায়গার মধ্যে বার-বার ঘটছে সেই ব্যাপারে পুলিশের যোগসাজস আছে কি না? অল্প কয়েকদিন আগে মনুর কাছে যখন এইরকম ঘটনা ঘটে, পরবর্তী সময়ে স্থানীয় এলাকার এবং উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ অফিসারও তদন্ত করেছে, তাতে দেখা গেছে যে একজন পুলিশ এবং একজন হোমগার্ড এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সেই সমস্ত ঘটনা যে ঘটেছে এখানে আমরা দেখলাম যে সমস্তরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই ব্যাপারে আরও সুষ্ঠু ব্যবস্থা যাতে হয়, উচ্চ পর্যায়ে পুলিশি তদন্তের ব্যবস্থা হবে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে পুলিশ ব্যবস্থা কংগ্রেসএর হাত থেকে আমরা পেয়েছি তাতে মাননীয় সদস্য যা বলছেন সেটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের সরকার দেখবে কি কি পরিবর্তন আনা যায় পুলিশ বিভাগের মধ্যেও যাতে পুলিশের সংগে যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের কোন যোগাযোগ সম্ভব হতে না পারে।

শ্রী প্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার. স্যার, এইভাবে যে বারবার ডাকাতি হচ্ছে এটার একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা দোষী তাদের ধরা উচিত বলে আমি মনে করি।

চীফ মিনিষ্টার ঃ—আমি খুব সাদরে মাননীয় সদস্য এর সহযোগিতা গ্রহণ করছি।

শ্রীমতিহরি চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার যেসব ঘটনা ঘটেছে বা ঘটছে দেখা যায় তার সংঙ্গে এলাকার মধ্যে একটা প্রচার রয়েছে যে ছয় মাসের মধ্যে এই মন্ত্রী সভার পতন ঘটানো হবে এবং এই ঘটানোগুলি যে নেচারের হচ্ছে, আমার বিধান-সভা এলাকার মধ্যে এমন ঘটনাও হচ্ছে দেখা যায় মারধোর করছে, হাঁস, মুরগী কেটে রেখে নিচ্ছে। আমি জানতে চাই এটার সংঙ্গে কোন পলিটিক্যাল মটিভ রয়েছে কি না, সেই সম্পর্কে সরকারের কোন জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার. এক্ষুনি আমি জানতে পারছিনা যে সত্যি সত্যি যে ডাকাতগুলি সম্পর্কে এখানে দৃষ্টি তাকর্যণী প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার সংগে কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক কর্মী জড়িত আছে কি না। এটা ঠিক যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাদের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু রিপোর্ট আমার সরকারের কাছে এসেছে, যেগুলি উদ্বেগজনক। আমরা সেগুলি দেখছি, যদি এরকম আমরা বুঝতে পারি যে এ ষড়যন্ত্র ঐ ডাকাতদের সংগে সম্পর্কিত তাহলে এই হাউসের সামনে পরবর্তী সময়ে আমরা উপস্থিত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্ত্তৃক আনিত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি এবং আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়াছি। দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি হল-.-

‘গত ১৫ই জানুয়ারী (রবিবার) বিকাল ২টার অম্পিনগরের ফরেষ্টার শ্রীমাখন লাল রায় কর্ত্তৃক বিনা প্ররোচনায় অম্পির বাসিন্দা শ্রীকল্যাণ মানিক কলই, পুত্র শ্রীজয়চন্দ্র কলই ‘এর বন্দুক কেড়ে নিয়ে ৫০০ টাকা আদায় করার অপচেষ্টা সম্বন্ধে।’

আমি হোম ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর তাঁহার বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তিনি কি আজকে বিবৃতি দিতে পারবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৫-১-৭৮ তারিখে, আনুমানিক ৩ ঘটিকার সময় অম্পিনগরের ফরেস্টার শ্রীমাখনলাল রায় বড়মুড়ার বংশীমুড়ায় ১৯৭৮ সালের বাগান সার্ভে করিয়া যখন ফিরছিলেন তখন তিনি শ্রীযাত্রামোহন কলই নামে এক ব্যক্তিকে একটি গুলি ভরা বন্দুক সহ দেখিতে পান এবং তিনি বুঝতে পারেন যে ঐ এ বাগানে কলই ঢুকিয়াছিলেন হরিণ শিকার করতে, হরিণের শব্দও কিছুক্ষণ আগে তিনি শুনেছিলেন এবং তিনি যখন জানতে চান তার কাছে যে এই যে বন্দুক তার কোন লাইসেন্স আছে কি না, তখন শ্রীকলই তিনি পালিয়ে যান এবং পরবর্তী সময়েতে ফরেস্টার তিনি একটী কেস দায়ের করে। কলই'এর নামে এবং পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে শ্রীকলইও আরেকটি কেস দায়ের করেছেন এটা এখন তদান্তাধীন আছে। এটা ঠিক নয় যে ফরেস্টার কর্তৃক টাকা আদায় করা হয়েছে বা কারও বন্দুক জোর করে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছে

তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে ১৫-১-৭৮ তারিখে যে বন্দুকটি সীজ করা হয়েছে সেটি শ্রীকলই'এর নয়, অন্য একজনের বন্দুক। যার বন্দুক তার নাম হচ্ছে কল্যাণ মাণিক কলই। কাজেই আমি যেটা বলছিলাম, এই দুইটি কেস এখন জুডিশিয়্যাল মেজিস্ট্রেটের বিচারাধীন আছে-- একটা কল্যাণ মাণিক কলই যেটা দিয়েছেন যে আমার বন্দুক চুরি হয়ে গেছে, আরেকটি হচ্ছে যেটা আমার ফরেস্টার দিয়েছেন শ্রীযাত্রা মোহন কলই'র বিরুদ্ধে।

মি: স্পীকার :---মাননীয় সদস্যকে আমি জানাতে চাই এটা এখনো বিচারাধীন আছে। কাজেই যেটা বিচারাধীন থাকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। এই দিক থেকে তথ্য জানার জন্য অনুরোধ ঠিক হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীকে ১৯৭৫-৭৬ সালের নিম্নলিখিত প্রতিবেদনগুলি সভার সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করছি ঃ—

(a) Report of the Comptroller & Auditor General of India, 1975-76 Govt. of Tripura.

(b) Finance Accounts 1975-76.

(c) Appropriation Accounts, 1975-76.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই হাউসের সামনে সংবিধানের ১৫১(২) ধারা অনুসারে ৩ খানি রিপোর্ট উপস্থিত করছি। একটা হচ্ছে— ১৯৭৫-৭৬ সালের ত্রিপুরার হিসাব ইত্যাদি সম্পর্কে কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট। আর একখানি হচ্ছে ১৯৭৫-৭৬ সালের ফিনানস্ একাউণ্টস্, আর একটা হচ্ছে ১৯৭৫-৭৬ সালের অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান অ্যাকাউন্টস্। এই ৩ খানি রিপোর্ট আমি হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এইগুলির কপি আপনারা নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করবেন।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, হিসাব পরীক্ষা কমিটি নির্বাচনের জন্য মোট নয়টি মনোনয়ন পত্র পেশ করা হয়েছিল। যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৯টি মনোনয়ন পত্রই বৈধ বলে গণ্য হয়েছে। এবং কেউ নাম প্রত্যাহার করেন নি। সুতরাং ৯জন প্রার্থী থাকায় আমি তাদিগকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করছি। নির্বাচিত সদস্যগণের নাম যথাক্রমে ঃ—

১) শ্রীঅখিল দেবনাথ।
২) শ্রীজীতেন্দ্র সরকার।
৩) শ্রীখগেন দাশ।
৪) শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।
৫) শ্রীসুবল রুদ্র।
৬) শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।
৭) শ্রীরামকুমার নাথ।
৮) শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।
৯) শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীখগেন দাশ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। কমিটির কার্যকাল ৩০।৪ ৭৯ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকবে। আমি আর একটি ঘোষণা করছি যে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সভার কাজ চালাবেন। শ্রীখগেন দাশ, শ্রীঅভিরাম দেববর্মা এবং শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

পরবর্তী কার্য্য হল ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা আমি মন্দিদা রিয়াংকে আলোচনার জন্য আহবান করছি।

শ্রীমনদিয়া রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি গত ২৪শে তারিখে রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থন করছি। কেন করছি, তাঁর ভাষণে আমি দেখেছি, আমাদের ত্রিপুরার নূতন সরকার, বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী, জনসাধারণের শোষিত; বঞ্চিত মানুষের আগামী দিনে আমরা আশা করি আমাদের ত্রিপুরাতে যাতে কেউ বঞ্চিত না থাকে। কেন এই কথা বললাম, রাজ্য সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা ক্ষুদ্রতম কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এবং উক্ত কর্মসূচী রূপায়নের জন্য প্রশাসনযন্ত্রকে গণমুখী করার জন্য আবেদন করছি এই কথাটা আমি খুব বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে আগামী দিনে আমরা শোষিত বঞ্চিত মানুষের ৩০ বছরের যে কংগ্রেসী যন্ত্রটাকে অপব্যবহার করে খেটে খাওয়া মানুষকে যে বঞ্চিত করে রেখেছে যে প্রশাসন যন্ত্রকে ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার ধনী, জমিদার ভূস্বামী এবং কালো-বাজারী ব্যবসায়ীদের জন্য রাখা হয়েছিল, খেটে খাওয়া মানুষের যে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাই আমরা শোষিত বঞ্চিত এবং এই শোষিত বঞ্চিতদের পক্ষ থেকে আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের শোষণ মুক্ত করে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে উন্নতির স্তরে নিয়ে যাবে। এই বলে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, গত পরশুদিন থেকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনা চলছে, যে সব বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে, সেই সম্পর্কে মোটামুটি কম্প্রিহেন্সিভ জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিবেন। তবু আমি কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। প্রথমতঃ বুঝতে হবে যে এই বাম ফ্রন্ট কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার চালাতে চায় এবং তার মোটামুটি দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আমাদের ফ্রন্টের যে কর্মসূচী রচনা করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে দিয়েছি এবং যে কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা মাস্ ম্যানডেড অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের যে রায় আমরা পেয়েছি, সেটাকে বিস্তারিতভাবে বা কি ভাবে কনক্রিটাইজ করে কাজে অগ্রসর হতে পারি, সেই বিষয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার খুঁটিয়ে দেখছে। এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা একটা নূতন জিনিস এবং এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের অবহেলিত মানুষ দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসের শোষণে যে অবিচার এবং অত্যাচার তাদের উপর করা হয়েছে, যেভাবে তাদের প্রতারিত এবং বঞ্চিত করা হয়েছে, তার থেকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে চাই। এই প্রথমে আমরা সরকারে বসেছি এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া, পূর্ণ ধারণা নেওয়া সম্পূর্ণ ভুল হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি, তা প্রথমেই বিচার করা হউক এবং তার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার এর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবহিত হবেন। প্রথমে বিরোধী দলের নেতা একটা বক্তব্য রেখেছেন যে উপজাতিদের পুণর্বাসন না দিয়ে এবং তাদের জন্য রিজার্ভ এলাকা না বাড়িয়ে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়ার কথা যেটা বলা হয়েছে, এটা শহীদ্দের প্রতি অসম্মান। অবশ্য কোন শহীদ্দের কথা আমি জানি না। আমার মনে হয় বিরোধী দলের নেতা এই জিনিসটাতে কনফিউজড হয়েছেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে কনক্রিট করতে চান না, এটা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সরকার দেখছে যে তাদের রিজার্ভ এটা উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য দীর্ঘদিনের একটা দাবী, এটা নূতন কিছু নয়। যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, শতকরা ৭৫ ভাগের উপর ছিল, তখনই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির জমির বিশেষ রক্ষা কবজের জন্য ট্রাইবেল রিজার্ভ করা হয়েছিল। তার অর্থ এই নির্ধারিত জায়গায় উপজাতিরা যাতে পরস্পর পাশাপাশি বাস করে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, নিজেদের মাতৃ ভাষায় স্কুল গড়ে তুলে নিয়ে তাদের একটা বিকশিত জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে এই সব সুযোগ সুবিধা রক্ষার জন্য এই ট্রাইবেল রিজার্ভ। এই ট্রাবেল রিজার্ভ কংগ্রেসের আমলে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এই ট্রাইবেল রিজার্ভের নামে কংগ্রেসের আমলে একটা সিডিউল্ড এরিয়া করা করা হয়, কিন্তু সেই সিডিউল্ড এরিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতিদের রক্ষা যায় নি। কারণ তাদের স্বার্থ সেখানে সম্পূর্ণ রক্ষিত হতে পারে নি। এর জন্যই আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার, আমরা চাইছি উপজাতি অধুষিত এলাকাগুলিতে রিজার্ভ করে পুণর্বিন্যাস করতে হবে, যারা সীমানা এখন রেভিনিয়্ মৌজার ভিত্তিতে আছে। কিন্তু মৌজাকে যদি ভিত্তি করা হয়, তাহলে বিরাট সংখ্যক ট্রাইবেলের যা অনেকগুলি পকেটে আছে রিজার্ভের বাইরে চলে যাবে, তাই আমরা বলছি যে গ্রামকে একটা ইউনিট করে ট্রাইবেলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিচার করতে হবে, আর এই পুণর্বিন্যাসের ফলে আরও অনেক এলাকা ট্রাইবেল রিজার্ভের

অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কিছু নন-ট্রাইবেল এরিয়া যারা এখন সিডিউল্ড এরিয়ার ভিতরে আছে, তারাও সেই সিডিউল্ড এরিয়ার থেকে মুক্ত হতে পারে। আর গ্রামকে যদি ইউনিট ধরা হয়, রেভিনিয়ু মৌজাকে যদি না ধরা হয়, এটাই আমাদের সব চাইতে দরকার যে কোন এলাকাটায় আমরা ট্রাইবেল রিজার্ভ হিসাবে সেখানকার উন্নতির কাজ করব, এটা আমাদের এখনই নির্ধারিত হওয়া দরকার। সেই দিক থেকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার একটা নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়তঃ এই ট্রাইবেল রিজার্ভটা বাড়ানোর দিক দিয়ে মিঃ দ্রাও কুমার রিয়াং এর কোন আপত্তি আছে কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে মনে হল যেন আপত্তি আছে, না বাড়িয়ে অন্যটা করার। অটোনমাস ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল এর দাবী আছে। কিন্তু অটোন–মাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়েও অমেরা যে স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলছি, তার ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ আইনের পুঁথি-পত্র তিনি যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে অটোনমাস ডিষ্টিক্ট কাউন্সিলে বস্তুতঃ সরকারের কর্তৃত্ব বা ইন্টারফেয়ারেন্স অনেক বেশী। কিন্তু যদি স্বায়ত্ব শাসন মুলক করা হয়, তাহলে তাতে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ অনেক কম থাকে। অর্থাৎ এটা তার চাইতে কিছু ভাল, কিন্তু এটাও নির্ভব করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। তবে আমার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী অবশ্যই করবে, যাতে ট্রাইবেলরা সেটা পেতে পারে। আর একটা পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে কম্যিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস কংগ্রেস রাজনীতি উপজাতিদের সমস্যার কোন সমাধানই করেনি। কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট এই দুইটোকে এক জায়গায় মিশিয়ে ফেলাটা আমার মনে হয়, এতে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটু গোলমাল আছে। কারণ কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্য দিয়ে উপজাতিদের সমস্যার সমাধান হয়নি, এটা একটা বাস্তব কথা এবং মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং মশাই যে একটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এটা একটা ভাল কথা। কিন্তু তাঁর দল জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেসের লেজুর হয়ে তাদের পিছতে পিছনে ঘুরেছেন এবং তার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সমস্যার সমাধানের জন্য মায়া কান্না কেঁদেছেন। তবু রক্ষা যে তিনি আজকে বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্য দিয়ে ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হয়নি, এটা সত্যিই একটা ভাল কথা। কাজেই এর পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যদি বর্জন করতে পারে, তাহলে আমরা আরও খুসী হব এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এটাকে ভাল মনে করবে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হয়নি এটা হচ্ছে কেউ যদি চোখ বুজে থাকে তাহলে তাকে চোখ খোলানো যাবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য যদি কেউ আন্দোলন করে থাকে, ট্রাইবেলদের মধ্যে গণ জাগরণ বা রাজনীতির জাগরণ থেকে আরম্ভ করে সংগ্রাম করার আন্দোলন করে থাকে, তাহলে সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিপরা রাজ্যের মধ্যে একটা নুতন জাতীয় জোয়ার সৃষ্টি করেছে, ঐ আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি, এই কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের ভুমিকা, এই ভুমিকা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, আজকে পৃথিবীর মানচিত্রেও তার পরিচয় আছে এবং সেটা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হয়েছে। কাজেই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মাধ্যমে ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হয়নি, একথা ঠিক নয়। তাই আমি এখানে বলতে পারি যে মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং, তিনি শুধু জঙ্গলটাই দেখেছেন কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে যে ছোট বড় অনেক

গাছপালা আছে, সেগুলি তিনি দেখেন নি। কাজেই এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্য দিবে ত্রিপুরার ট্রাইবেল সমস্যার সমাধান হয় নাই এই কথা ঠিক নয়। আমি এখানে বলতে পারি মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং তিনি শুধু জংগল দেখেছেন কিন্তু জংগলের মধ্যে ছোট বড় অনেক গাছ আছে সেগুলি তিনি দেখেন নাই। কাজেই শুধু জংগল দেখলেই জংগলের চেহারা বুঝা যায় না সেই জংগলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গাছপালা আছে ওদেরও একটু খবর নিতে হয় তবেই জংগলের আসল চেহারা বুঝা যায়। কাজেই এই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে---কংগ্রেসের যারা সরকারের গদিতে বসে আছে যাদের উপর ট্রাইবেলদের ভাল করার দায়িত্ব—সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে তারা কিছু করেন নাই। তাদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি লড়াই করেছে এটাই হচ্ছে কথা। কাজেই যারাই সরকারে বসে তাদের কাজকর্ম নিয়ে একই পংক্তিতে দেখা এই দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত মারাত্মক এবং এটা ট্রাইবেলদের পক্ষে খারাপ হবে। এর সংগে আমি একটা কথা বলতে চাই যে মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং যে বক্তব্য ট্রাইবেলদের কাছে রাখেন তার দ্বারা ট্রাইবেলদের উন্নতি হয় না। কাল যে সাংস্কৃতিক নাচ হয়েছিল সেখানে একটা দল শিশু নৃত্য প্রদর্শনের নাম করে শেষের দিকে একটা গান গাইল। সেই গানটা হচ্ছে ত্রিপুরী ভাষায়'।

"আমরা লাল নই আমরা সাদাও নই। অর্থাৎ কংগ্রেসীও না কমিউনিষ্টও না আমরা শুধু পাহাড়ী। এই গান অত্যন্ত ভুল এটা মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াংদের —তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী প্রতিফলিত হচ্ছে। একটা জাতি কমিউনিষ্টও না কংগ্রেসও না এ হয় না। প্রত্যেক জাতি আছে এবং সেই জাতির মধ্যে অনেক রাজনৈতিক মতবাদ সেখানে থাকবে শ্রেণী থাকবে। এবং কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আমার সমগ্র শোষিত মানুষকে বিশেষ করে ট্রাইবেল যারা সবচেয়ে নীচে পরে আছে তাদের উন্নতি করতে পারি এই দৃষ্টিভংগী এটা কখনও ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের কল্যাণ করতে পারে না। ত্রিপুররে ট্রাইবেল যদি বলে আমরা কংগ্রেসী নই আমরা কমিউনিষ্ট নই আমরা ট্রাইবেল এটা অর্থহীন। তার সংগে বাস্তব সম্পর্কের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থনীতি কিভাবে গড়ে উঠাব রাজনীতি কি ভাবে গড়ে উঠবে সংস্কৃতি আমাদের দেশে কিভাবে গঠন করা হবে তার কোন নির্দেশ এখানে পাওয়া যাবে না আমরা শুধু পাহাড়ী এই শব্দদ্বারা কিছু নির্দেশ পাওয়া যাবে না। এটা ভুল ধারণা এতে ট্রাইবেলরা বিভ্রান্ত হবে গণতান্ত্রিক মানুষ বিভ্রান্ত হবে। মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং তাঁর বক্তব্যে আরও বলেছেন যে ট্রাইবেলাদর জন্য আমাদের যে সব প্ল্যান করা হয়েছে সেটা কংগ্রেসের সংগে কোন পার্থক্য নেই। সত্যি কথা---কারণ আমরা সরকারে আসার পর আমরা সাব প্ল্যান তৈরী করার সুযোগ পাইনি। যখনই একটা সাব প্ল্যান তৈরী করতে হয় প্রথমেই সেটা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যেতে হয়, দিল্লীতে, এবং তারা এপ্রুভ্ করার পর সেটা রাজ্যে উপস্থিত করা হয়। এটা দুই বছর আগে থেকে তৈরী করা সাব প্ল্যান এটাই আমরা প্রডিউস করেছি। এই বামফ্রন্ট সরকার এটা পুরুপুরি সমর্থন করে না। কিন্তু এটা এপ্রুভ করিয়ে নিয়ে পরবর্তী সময়ে আমরা সেটা কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন করব— সাব প্ল্যান কি ভাবে তৈরী হলে সত্যি সত্যি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণ করা যায় সেই দৃষ্টিভংগী এটা চোখের সামনে রেখে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে নূতন করে এইসব স্যাব প্ল্যান তরী করব যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণ করা যায়। কাজেই এই যে সাব প্ল্যান এটা কংগ্রেসের অনুকরণেই হবে এটা আমরা

স্বীকার করি। কিন্তু আমরা নূতন করে সংশোধন করে ত্রিপুরা রাজ্যের সংগে মিলিয়ে আমরা যেটা করতে চেষ্টা করব। তৃতীয়ত তিনি আরও বলেছেন যে ডুম্বুর প্রজেক্টের জন্য উচ্ছেদ প্রাপ্তদের সম্পর্কে মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াংরা যেমন উদ্বিগ্ন আমরা তাদের চাইতে আরও বেশী উদ্বিগ্ন। কারণ আমরাই ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের এই উচ্ছেদের জন্য প্রথম আন্দোলন করেছি উপজাতিদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই উপজাতিদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বন রিজার্ভের বিরুদ্ধে আমার পার্টিই প্রথম সংগ্রাম করেছে শহীদ হয়েছে। আমরা জানি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, মোহিনী ত্রিপুরা শহীদ হয়েছেন এই সব আন্দোলন করতে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে। কাজেই এই সম্পর্কে আমার বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ সচেতন। শুধু সচেতনই নয় আমরা পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই ডম্বুর প্রজেক্টের উচ্ছেদপ্রাপ্ত তাদের পুনর্বাসন আমরা দেব। কারণ এখন কিছু জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে মাছের চাষের জন্যও আমরা বলেছি। এবং ট্রাইবেলরা যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেজন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সমস্ত কিছু চিন্তা করা হচ্ছে। আর কিছু জায়গা জলের নীচে চলে গিয়েছিল, কিছু টিলা আছে সেই সব জায়গায় ফল ইত্যাদি করা যায়, ক্যাটেল কলোনী অর্থাৎ গাভী ইত্যাদি পোষা যায় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করে এরা যাতে বাঁচতে পারে এবং সরবরাহের কি ব্যবস্থা করা যায় আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেই বিষয়ে খুব ভাল ভাবে চিন্তা করেছি। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ডম্বুর প্রজেক্টের উচ্ছেদপ্রাপ্ত কি ট্রাইবেল কি নন-ট্রাইবেল এই বিষয়ে তারা সকলে সম অধিকার পাবে। এবং এটা কখনো নেগলেক্টেড হবে না এই প্রতিশ্রুতি হাউসের কাছে আমি আমার সরকারের পক্ষ থেকে দিতে পারি। ককবরক শিক্ষার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে কক বরক সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু উল্লেখ আছে--যেখানে রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে আমরা নিম্নতম কর্মসূচী গ্রহণ করে সেটাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আমার সরকার সুষ্ঠু নজর দেবে এই যে কথা বলা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে আমরা নির্বাচনে আমাদের বামফ্রন্টের যে কর্মসূচী এবং সেখানেও বলা হয়েছে যে ককবরক ভাষার মাধ্যমে ট্রাইবেলদের প্রাথমিক স্তরে হলেও চালু করার কথা আছে। এবং কক বরক যাতে ত্রিপুরার অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে তাও আমাদের কর্মসূচীতে আছে এবং সেজন্য আমি বলছি কর্মসূচীতে যেসব ধারাগুলি আমরা উল্লেখ করেছি সেই সব ধারাগুলি প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনের জন্য আমার সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কাজেই মিঃ দ্রাউ কুমার রিয়াং যে কথা বলেছেন এই ককবরক সম্পর্কে আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই এই কথা ঠিক নয়। আমাদের কর্মসূচী য়ারা পড়েছেন তারাই দেখবেন যা আমরা নির্বাচনের সময় দিয়েছি এবং রাজ্যপালের ভাষণ-এর কর্মসূচী যা দিয়েছি সেটা পালনের জন্য এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আজকে ককবরক ভাষী যারা আছেন এবং এখানে যারা আছেন--- এখানে এই হাউসে বা বাইরে যারা আছেন তাদের এই জন্য আতঙ্কিত হওয়ার মত কোন কারণ নেই যে এই নূতন সরকার কক বরকের প্রতি নজর দিচ্ছে না। কিম্বা আমি বলতে পারি শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে ককবরককে যাতে আরও বই লিখা যায় আরও যাতে পাঠ্যপুস্তক লিখা যায় সেজন্য কিছু টাকার বাজেট আমরা করছি। বাজেট যখন উপস্থিত হবে তখন আপনারা দেখবেন কক বরকে ট্রেনুশেশান করা নূতন বইয়ের বাজেটে ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। এবং সরকার থেকে কিছু টাকাও এই ব্যাপারে খরচা করা হবে। কাজেই ককবরকের উপর আমরা জোর দিচ্ছি এবং কাজেই এই ধরনের ধারনা আপনারা

নেবেন না। আবার তাঁদের আমি অনুরোধ করছি যে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে অবহেলিত ত্রিপুরার যে ককবরক ভাষা যে ভাষা ত্রিপুরার রাজারা অবহেলা করে গিয়েছেন সেই ভাষা সম্পূর্ণ লুপ্ত করে গিয়েছেন সেই ককবরক ভাষাকে নূতন ভাবে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমার গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গত ১৯৪৫ ইং সাল থেকে যে সংগ্রাম সুরু করেছে সেই ককবরক ভাষাকে আমাদের রূপ দেবার সুযোগ দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী কিছু বলব না আমি শুধু দুই একটি কথার জবাব দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার---এখন মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, সদস্যগণ, গত ২৩শে জানুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষন রেখেছেন, তার জন্য অমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্য-নি ১৭ লক্ষ বরক-রগ চুঙন ভোট রিখা, আবনি বাগয় চুঙ সমস্ত সদস্য-ন দায় অঙখা। সে দায় উপজাতি, তপছিলি জাতি, যারা গরীব শ্রেণী, বরগ-ন বাহাইখে মাথাঙনাই, আবন চুঙ চিন্তা মা খাইঅ। কৃষকনি চিন্তা মা খাইনাই, দায় অঙখা চুঙ। তবে চুঙ ব লামা বাই দিন যাপন খাইনানি আবন ওয়ানছগয় যে গ্রাম-নি ক্ষেত খামার সমস্ত খাস তঙমান জতন থুময় থাঙনানি লামা মা তিছানাই চুঙ। এতদিন কংগ্রেস ৩০ বৎছর যাবত যে ত্রিপুরা রাজ্য-ন ভাঙ্গাচোরা খে ছুবাইঅয় কালাঙ থাঙখা সে কুবাই-ন চুঙ ছুরকনানি খালাই অনেক সময় নাঙনাই-খা। তবে কতকগুলি ছায়ামু ছম-নি ব্যাপার, ছম যে যারা বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীরগ রুঙগয় নারিক তনমানি কারনই-ন যে ছম, কেরোসিন, থক কাহামনি অভাব অঙগ। আঙ তেব ছানানি নাইঅ--তিনি যে চিনি উপজাতি-নি বিছিঙগ উপজাতি যুব সমিতি হিনুই খানাই-রগ তিনি রাজ্যপালনি ভাষন-ন বরগ তামতি সমর্থন রিঅয় মায়া, এবং দূনীতি যে খাইমানি বনি তদন্ত কমিশন-নি যে প্রস্তাব আবন বরগ সমর্থন খাইঅয় মায়া। তাইবুক বরগ তামানি সমর্থন খাইঅয় মায়া আবনি কিছুটা আঙ চিন্তা খাইঅয় মান। তাম হিমকা বরগ? বরগ, আঙ চিন্তা খাইঅ যব সমিতি-নি বিছিঙগ আমেরিকানি মিশনারী "সিয়া' তঙগ হিনুই আঙ আশা খাইঅ, যে কারনে বরগ তিনি বন সমর্থন খাইঅয় মায়া।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—আচ্ছা, মাননীয় সদস্যগন, ২টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতুবী রইল। মাননীয় সদস্য, আপনি বিরতির পর আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য রাখবেন।

(AFTER RECESS AT 2 P.M.)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য বৃজমোহন জমাতিয়া, আপনার অসমাপ্ত রক্তব্যকে রাখার জন্য অ মি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীবৃজমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, আঙ ছামানি পাইছুকইয়াখ, যে পাইছুক-ইয়াখনি কারনে আঙ তাবুক ছাপিনাই। যে উপজাতি যুব সমিতি রাজ্যপালনি ভাষন-ন সমর্থন খালাই মায়া। আবনি কারন আঙ খা খাইঅ যে, তিনি বরগ উপজাতি যুব সমিতিনি মাধ্যমে-অ কতগুলি ঘটনা অঙখা, সেই সমস্ত ঘটনানি কারনে বরগ সমর্থন খাইঅয় মায়া তদন্ত কমিশন-ন। যে কতগুলি ঘটনা

অঙখা উপজাতি যুব সমিতি-নি মাধ্যমে-অ-ন, যে নতুন বাজারনি ঘটনা, কতগুলি তঙগ ঘটনা মিজোরাম থাঙগয় ঘোরক কাইঅয় রমজাক-বাই-অয় কতগুলি তিনি চার বছর কেস চলিখা। কিছু অংশ বরগ যে, সুখময় সেন, কংগ্রেস-ন সহযোগিতা রিঅই সে কেস কিছু বাতিল খালাই রিজাক-খা। কিন্তু যে তিনি উপর্জাতি যার্য় চারাইরগ-ন কংগ্রেস-দা উস্কানি রি, নাকি উপজাতি নেতারগ-দা উস্কাইন রি, যে জিনিষন, যারা চিনি উপজাতি, আঙ-ব উপজাতিন, তব আঙ মিল অঙ মায়া বরগ বাই, তাবুক-ব মিল অত মায়া, যতগুলি চিনি উপজাতি-নি চারাইরগ সমস্ত যে কোন জাগা পাশ অঙ মায়া অঙখা, সব সময় বরগ রাজনীতি খালাইঅ, ক্যহাম সরকারী স্কুল ভর্ত্তি অঙ মায়া, জাগা জাগা-অ বেসরকারী স্কুল থাঙগয় ভর্ত্তি অঙগ যে বার্ষিক পরীক্ষা-অ বরগ সমস্ত কুচাইবাই-খা। ই ছামুঙ-ন আঙ হিনকা বন চাজাক-ইয়া। আঙ উপজাতি-ফান উপজাতি যুব সমিতি-নি অ ছামুঙ-ন আঙ চাজাক-ইয়া।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ--মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রাজ্যপালের ভাষনের উপর বক্তব্য রাখছেন, না কিসের উপর বক্তব্য রাখছেন ?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :--মাননীয় সদস্য, আপনি রাজ্যপালের ভাষদের উপরই আপনার বক্তব্য রাখবেন ।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :--তবে আঙ চিন্তা খাঈঅ যে বাম ফ্রন্ট সরকার জাতন সতর্ক মা তঙনাই, যেমন তাবুক যে ইন্দোনেশিয়া-নি কমিউনিষ্ট পারটি-ন যাতে আমেরিকানি "সিয়া" বন গোপনে সমস্ত খাইঅয়, যে পাঁচ লক্ষ জবাই খাইমানিন, তিনি যদিছে নির্ব্বাচননি মাধ্যমে চুঙ ফাইফান "সিয়া" তঙনাই, যে কারণে বরগ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--আপনি ওগুলি বলবেন না তো, আপনি রাজ্যপালের ভাষনের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, তিনি রার্জ্যপালের ভাষনের উপরই বক্তব্য রাখছেন, তবে তিনি একটু reference টেনেছেন কি পরিস্থিতিতে আজকের অবস্থায় এসে পৌছেছে এবং সরকার কি দায় দায়িত্ব গ্রহন করতে যাচ্ছে--একটু referenc টেনেছেন মাত্র ।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার ঃ--ঠিক আছে, বলুন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :--গে করনে-ন বরগ যে রাজ্যপালনি ভাষন-ন সমর্থন খাল ই মায়া এবং এই দুর্নীতি তদন্ত কমিশ্বন প্রস্তাব-ন বরগ সমর্থন খাইঅয় মায়া। আবনি বাগয় আঙ চিন্তা খাইঅ যে তিনি বংশী ঠাকুর' ব তিনি যুব সমিতি খাইঅ, বংশী ঠাকুর ব তিনি ছাব ? ব কংগ্রেস-ন, যে কংগ্রেস উষ্কানীমুলক, উপজাতি যুব সমিতিরগ-ন বরগ উস্কানি রিফান বরগ কোন স্বীকার খায়া, সে কারনেই আঙ ই কক-ন ছাঅ তিনি জতন বামফ্রণ্ট সরকার তিনি সমস্ত ১৭ লক্ষ বরগনি চুঙ দায় মা অওনাই, সমস্ত সতর্ক মা তঙনাই ই আহুক ছাঅট্-ন রাজ্য পালনি ভাষণ-ন সমর্থন খাইঅয় আনি বক্তব্য ভাইখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, সদস্যগণ, গত ২৪শে জানুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক অভি- নন্দন জানাই। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাই আমরা সমস্ত সদস্যগণের দায় দায়িত্ব বেড়েছে। সেই দায় দায়িত্ব হলো, কিভাবে উপজাতি, তপশিলি জাতি, এবং যারা গরীব শ্রেণীর মানুষ—তাদেরকে বাঁচানো যায়। সে কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। কৃষকদের কথা চিন্তা করতে হবে, সেই দায়িত্ব আমাদের। এই দায়িত্বের কথা মনে রেখে আমাদের ভাবতে হবে— আমরা কোন পথে অগ্রসর হবো। গ্রাম অঞ্চলের যে সমস্ত জায়গা জমি খাস পড়ে আছে সেগুলো একত্র করে এবং সেগুলো গরীব মানুষের কাছে বিলি বন্টন করে দিয়ে তাদের বাঁচার পথ করে দিতে হবে আমাদের। এতদিন পর্য্যন্ত, গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস রাজত্ব করে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাওাচুরা করে দিয়ে গেছেন—এই ভাওাচুরা অবস্থাকে সারিয়ে তুলতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। তবে কতগুলি বিষয়ে বলতে চাই, যেমন লবন, এই লবন যারা বড় বড় ধনী ব্যবসায়ী তারা মজুত করে রেখেছে, যার ফলে আজ লবনের অভাব সৃষ্টি হয়েছে, একই ভাবে কেরোসিন ও ডাল তেলের অভাবও দেখা দিয়েছে। আমি আরো বলতে চাই যে আজকে আমাদের উপজাতিদের মধ্যে "উপজাতি যুব সমিতি" বলে যারা করছেন, তারা আজকে রাজ্যপালের ভাষণকে কেন সমর্থন করতে পারছেন না? এবং দুর্নীতি তদন্তের জন্য যে তদন্ত কমিশনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটাকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। তারা কেন এগুলিকে সমর্থন করতে পারছেন না, সেটার কারন আমি কিছুটা চিন্তা করতে পারি। তারা কি বলেছেন? আমি মনে করতে পারি যে যুব সমিতির ভেতরে আমেরিকার মিশনারী 'সিয়া' কাজ করছে,—এটা আমি মনে করি, যে কারণে আজকে তারা এগুলিকে সমর্থন করতে পারছেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আচ্ছা, মাননীয় সদস্যগণ, ২টা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন মুলতুবী রইল। মাননীয় সদস্য, আপনি বিরতির পর আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য রাখবেন।

(AFTER RECESS AT 2 P. M.)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ----মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া, আপনার অসমাপ্ত বক্তব্যকে রাখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ আনাচ্ছি।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য শেষ হয়নি, তাই এখন আবার বলছি। উপজাতি যুব সমিতি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছে না, এবং তদন্ত কমিশন কেও সমর্থন করতে পারছে না। সেটার কারণ, আমি মনে করি, আজকে উপজাতি যুব সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সেই সমস্ত ঘটনাবলীর জন্যই তারা তদন্ত কমিশনকে সমর্থন করতে পারছে না। উপজাতি যুব সমিতির মাধ্যমেই এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, যেমন নতুন বাজারের ঘটনা, যেমন মিজোরাম ঘুরে এসে ধরা পড়েছে এবং সেই কারণে অনেকের তিন চার বছর কেইস চলেছে। আবার তাদের কিছু অংশ, সুখময় সেন, এবং কংগ্রেসকে

সহযোগিতা দেওয়ার ফলে কেইস থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু আজকে উপজাতি ছেলেদের কে উস্কানী দেয়, কংগ্রেস, না উপজাতি নেতারা, আমি জানি না। আমিও একজন উপজাতি, কিন্তু যারা আজকে উপজাতি যুব সমিতি করছে তাদের সাথে আমি একমত হতে পারিনি, এখনো পারি না। আজকে আমাদের উপজাতি ছেলেরা কোনটাতে পাশ করতে পারছেনা, সব সময় রাজনীতি করছে, ভালো সরকারী স্কুলগুলিতে ভর্ত্তি হতে পারছে না, বেসরকারী স্কুলগুলিতে গিয়ে ভর্ত্তি হয়, এবং তারা সবাই বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে না। আমি বলতে চাই, যে আমি এই সমস্ত কার্যকলাপ পছন্দ করি না। আমি উপজাতির একজন হওয়া সত্বেও, উপজাতি যুব সমিতির এই সমস্ত কার্যকলাপকে আমি সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ——মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখছেন, না কিসের উপর বক্তব্য রাখছেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ----মাননীয় সদস্য, আপনি রাজ্যপালের ভাষণের উপরই আপনার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ——তবে আমি মনে করি যে বামফ্রন্ট সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, যেভাবে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকার "সিয়া" গোপনে গোপনে কার্যকলাপ চালিয়ে পাঁচ লক্ষ মানুষকে জবাই করেছে—সে কথা মনে রাখতে হবে। আজকে যদিও আমরা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে এসেছি, কিন্তু "সিয়া" আছে। যে কারণে তারা...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ----আপনি ওগুলি বলবেন না তো। আপনি রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ----মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি রাজ্যপালের ভাষণের উপরই বক্তব্য রাখছেন, তবে তিনি একটু reference টেনেছেন কি পরিস্থিতিতে আজকের অবস্থায় এসে পৌচেছে এবং সরকার কি দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছে, একটু reference টেনেছেন মাত্র।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ----ঠিক আছে বলুন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ——যে কারণে তারা রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছেন না, এবং এই দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছে না। এই কারণেই আমি মনে করি যে আজকে বংশী ঠাকুর তিনি যুব সমিতি করেন, কিন্তু বংশী ঠাকুর তিনি কে ? তিনি কংগ্রেসেরই লোক, কংগ্রেস উস্কানীমূলক কাজকর্ম করলেও, উপজাতি যুব সমিতিকে তারা উস্কানী দিলেও, সে কথা তারা কোনদিন স্বীকার করতে চান নি। সে কারণেই আমি এই কথা বলতে চাই যে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারকে রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং সব সময় সতর্ক থাকতে হবে—এই বলেই রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত ২৪।১।৭৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল উনার ভাষণে যে সব বিষয়বস্তু উত্থাপন করেছেন আমি তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। আমি মনে করি রাজ্যপালের ভাষণে যে সমস্ত বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে এইগুলি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে। আমি এটাও আশা রাখি যে রাজ্যপালের ভাষণে যে নূনতম কার্য্যসূচী রাখা হয়েছে সেগুলিকে আমাদের বিরোধী-পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও সমর্থন করবেন যাতে আমরা এই রাজ্যপালের প্রদত্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে ত্রিপুরাকে সুখী ও শক্তিশালী করতে পারি। আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪।১।৭৮ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এখানে রেখেছেন আমি তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছি। আমাদের পার্টি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি শোষণ, বঞ্চনার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করছে এবং এই সংগ্রামে আমরা আমাদের অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি এবং অনেক মায়ের সিথির সিদুঁর মুছে গেছে এই স্বৈরাচারী কংগ্রেসের আমলে। তাই গত নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে। শুধু তাই নয় সি, এফ, ডি এবং রাজ্যের বিভেদকামী ও স্বার্থান্বেষী জনতা পার্টিকেও পরাজিত করেছে। এই সর্বপ্রথম ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রণ্ট সরকারকে ক্ষমতায় ভোটের মাধ্যমে বসিয়েছে। এই সরকার এই সর্বপ্রথম রাজ্যের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষগুলির আর্থিক উন্নতির জন্য সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী রচনা করেছে। তাদের যতটুকু দেওয়ার প্রয়োজন, রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তার করার প্রতিশ্রুতি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে। এবং সাথে সাথে সমগ্র জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টা এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে একটি নতুন সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলার প্রয়াসের কথাও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আছে, সেইজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৬০ জন লোক বাস করে দারিদ্র সীমার নীচে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দরিদ্র কৃষকদের প্রতি কংগ্রেস সরকারের যে অত্যাচার, সেই অত্যাচারের কাহিনী আমরা কংগ্রেস সরকারের ৩০ বছরের শাসনে প্রত্যক্ষ করেছি। খাজনা আদায়ের নামে তাদের উপর যে জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছি', তা জরুরী অবস্থার আগে এবং পরেও আমরা লক্ষ্য করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জরুরী অবস্থার সময়ে আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, পুলিশ পাঠিয়ে সেই গরীব কৃষকের বাড়ী ঘেরাও করে, খাজনা আদায়ের নাম করে, তার বাড়ীর গরু, মহিষ, স্বর্ণের অলঙ্কার, বাসন-পত্র, ঘড়ি ইত্যাদি ক্রোক করে নিয়ে এসেছে। মানদীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খাজয়া আদায়ের নাম করে গরীব কৃষকদের উপর এই সব অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার সেই অত্যাচারের অবসানের কথা চিন্তা করেছেন। গরীব কৃষকদের খাজনা মুকুব করায় কথা রাজ্যপালের ভাষণে আছে, সেইজন্য আমি রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তৃতীয়তঃ আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যে, কংগ্রেসী সরকার জমিদার এবং

জোতদারদের রক্ষা করার জন্য বর্গাদারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে তাদের কোন দ্বিধাগ্রস্থ হতে হয় নি। মাননীয় উরাধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস সরকার বর্গাদারদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা দায়ের করেছেন এটাও আমরা দেখেছি। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইন তৈরী করা হবে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তার উল্লেখ করা আছে। চতুর্থতঃ ত্রিপুরা রাজো ১৯৪৭ সালে বেকার ছিল ১,৬৩০ জন, আর এই ৩০ বছরী কংগ্রেসী রাজত্বে সেই বেকারের সংখ্যা যাহা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ আছে তা হচ্ছে ৫৭,৫২৮ জন। এই ৩৫ বছরে বেকারদের চাকুরী দেবার নাম করে, তাদের বিপথে চালিত করেছে, তাদের হাতে ছোরা তুলে দিয়েছে। কংগ্রেস সরকার নিজেদের শ্রেণী শোষণ এবং শাসন বজায় রাখার জন্য এত বেকারের সৃষ্টি করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নিয়োগনীতির উল্লেখ নেই, তথাপি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়োগ নীতির মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারত্বের থেকে নিস্কৃতি দেয়রে চেষ্টা করা হবে। মাননীয় উগাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আশা করবো এই সমস্যার সমাধান কল্পে বামফ্রণ্ট সরকার যে নির্দিষ্ট নীতির কথা ঘোষণা করেছেন তা যথাযথ ভাবে রূপায়িত হবে। বেকার সমস্যা সমাধানের কথা মহামান্য রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন না জানিয়ে আমি পারছি না। পঞ্চমতঃ উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষাকল্পে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে। এবং এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী দশরথ দেব তাঁর সরস জবাব দিয়েছেন। শ্রীদ্রাউ কুমার যে কথা বলেছেন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কংগ্রেসের প্রেতাত্মা দেখতে পেয়েছেন। জানি না দ্রাউ কুমার মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ পড়ে দেখেছেন কিনা। যদি তিনি দেখতেন, তাহলে তাঁর চোখে পড়তো যে বর্গাদারদের এবং গরীব কৃষকদের স্বার্থ, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে, রিকসা শ্রমিকদের স্বার্থে, যে শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষের স্বার্থের কথা এবং তাদের উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা নেওয়া হবে রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেই তার উল্লেখ আছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দ্রাউকুমারকে অনুরোধ করবো তিনি যেন মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণটি যেন ভাল করে পড়েন। সেই সঙ্গে আর একটি অনুরোধ করব, তারা যেন বিধান সভার চত্বরের মধ্যে কংগ্রেসের প্রেতাত্মা খুঁজে না বেড়ান। কারণ কংগ্রেসের প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্মশানে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে ত্রিপুরার মানুষের জন্য, তাদের সাহায্যের জন্য বামফ্রণ্ট সরকার যে প্রয়াস নিয়েছেন তার উল্লেখ আছে। এই সব কারণে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি আমার কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবেদন রাখছি, আমাদের আর একজনকে কিছু বলার সুযোগ দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—একবারই বলতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এইখানে সরকার পক্ষের অনেক বক্তা তাদের বক্তব্য রাখতে পারেন নি এখনও। আপনারা সকলেই বলেছেন। আবার আপনাদের বলার টাইম দেব এই ধরনের কোন নিয়ম নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:- তখন স্যার সময় পাই নি। আমাদের যা সময় দেওয়া হয়েছে তা খুবই অল্প।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আপনাদের সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- তবু স্যার, বলছি, বিরোধী হিসাবে আমাদের যে সময় দেয়া হয়েছে তা খুবই কম। (ভয়েসেস :- বিরোধী কে ?) জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণ আমাদের বিরোধীদল হিসাবে পাঠিয়েছেন। কাজেই সেই হিসাবে আমাদের যে সময় দেয়া হয়েছে তা খুবই কম। আমাদের আর একজনকে বলার সুযোগ দিন। এটা আমরা আপনার কাছে আবেদন রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- এটা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সরকার পক্ষের অনেক সদস্যই বাকী রয়েছেন। তরুনী মহাশয়কে আমি এখানে বক্তব্য রাখার জন্য বলছি।

শ্রীতরুনী মোহন সিন্হা:- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের যে ভাষণ, সেই ভাষণকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে তথ্য, যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, ত্রিপুরা একটি অনুন্নত রাজ্য ছিল। যে রাজ্য কংগ্রেসীরা শাসন করতো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদর, ৩০ বছরী কংগ্রেসী শাসনে, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ ল্যোকের মধ্যে দরিদ্র, বেকার, অনাহার, হাহাকারের সৃষ্টি করেছিল।

তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৭৭ইং ৩১শে ডিসেম্বর ব্যালট বাকসের মাধ্যমে কংগ্রেসকে কবর দিয়ে বামফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছেন জনসাধারণ। সেই দূর্গন্ধ এখনও এখণও বাইরে ছড়ানো এবং সেই দূর্গন্ধ এখনও আমাদের নাকে লাগছে, কানে এসে পৌছাচ্ছে। রাজ্যপালের ভাষণে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বাগ্রে খাদ্য এবং স্বাস্থের প্রয়োজন। খাদ্যই হলো প্রথম কাজ কারণ কৃষি নির্ভর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় কোন শিল্প নেই, দিতীয় কোন আয় নেই তাই ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে গেলে প্রথমে ভূমিহীন জুমিয়া এবং কৃষকদের হাতে জমির মালিকানায় দেওয়ার কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে তার জন্য আমার খুব আনন্দ লাগছে এবং রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। আমি আশা করবো আগামী দিনে ত্রিপুরার সর্বহারা বুভুক্ষু জনগণ এক মুঠো অন্নের জন্য পরদারস্থ হবে না এই আশাও রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেআছে তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে আমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং তারই সঙ্গে জনবন্টনের যে সুষ্ঠু পদ্ধতি এবং জমির ঊর্ধ সীমা নির্দ্ধারণে অফিসারদের হাত থেকে সাধারণ কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা করে দেওয়া যা আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী হিসাবে এতদিন ধরে আন্দোলন করেছিলাম, লড়াই করেছিলাম যে লাঙ্গল যার মাটি তার আজকে সেটা সার্থক হতে চলেছে। এই কর্মসূচীর মধ্যে খেটে খাওয়া মানুসের হাতে জমি দেওয়ার যে পদ্ধতি করেছেন সেই পদ্ধতি সত্যিই আমাদের কাছে গ্রহণীয় তাই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে দুর্গম এলাকাতে দূরের কথা কারণ দুর্গম এলাকার স্বাস্থ্যের কোন সুব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন নি, করার জন্য তাঁরা চেষ্টাও করেন নি। উপর ও শহরের পাশাপাশি যে গ্রামাঞ্চল ও ছোট

হাসপাতাল যেগুলি আছে তার মধ্যেও হয়তো ডাক্তার আছে ঘর নেই, ঘর আছে ডাক্তার নেই এই যে অবস্থা তার ছোট একটি নজির আমি কংগ্রেস ইতিহাস থেকে বলছি। ফটিকরায় কেন্দ্রে ৬ বেড বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে, ১০৷১৫ দিন আগে আমি সেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম সেখানে দেখলাম ঘরের দরজা-জানালা নেই, ঘর ৬টি আছে। জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদের হাসপাতালের অবস্থা কি? রোগীর সঙ্গে কুকুর ঘুমায় আশ্চর্যের ব্যাপার মানুষ রোগীর সঙ্গে কুকুর ঘুমায় কারণ দরজা-জানালা নেই ঘরটি ফাঁকা তার কারণ কংগ্রেস আনলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের যে দুরশিতা কম ছিল তারই একটা প্রধান এই ফটিক রায় কেন্দ্রে হাসপাতালে আমরা দেখতে পেলাম। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে নূতন করে স্বাস্থ্য বৃদ্ধিকরার যে প্রস্তাব রয়েছে তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কাঞ্চনপুরে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে ৫ বৎসর ধরে এই কেন্দ্র করার নামে তালবাহানা চলছে, দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত সেখানে গিয়েছিলেন, জানি না সেখানে উনার কি স্বার্থ জড়িত ছিল নদীর পারে, পুকুর পারে হাসপাতাল যে তৈরীর জন্য ইট জমিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু গ্রামবাসী সেখানে হাসপাতাল তৈরীর পক্ষপাতী ছিলেন না যার ফলে দেশের কল্যাণমুখী কাজের বাধাপ্রাপ্তি ঘটলো। কারণ তিনি জনসাধারণের পছন্দ করা জায়গাতে হাসপাতাল করতে রাজী হলেন না। রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে নূতন করে স্বাস্থ্য রক্ষার যে পদ্ধতি পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হয়েছে তাতে আগামী দিনের অদূর ভবিষ্যতে দেশের খেটে খাওয়া মানুষ এক ফোটা ঔষধ পাবেন তাই রাজ্যপালের ভাষণকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

বেকারদের কথা বলতে গেলে, বেকার সমস্যার সমাধান নামে কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বৎসরে বেকার কমানোর পরিবর্তে উত্তোরোত্তর বেকার বৃদ্ধি করেই চলেছিলেন। আজকে রাজ্যপালের ভাষণে বেকারদের জন্য যে কথা উল্লেখ রয়েছে যদি আমরা সেটা কার্য্যকরী করতে পারি তাহলে হয়তো আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের নূতন করে কাজের সুযোগ দিয়ে তাদের আমরা পরিপূরক করে দিতে পারবো এটাই আমাদের আশা। সর্বশেষে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রথমেই আমি রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে দীর্ঘ ৩০ বৎসর কংগ্রেস সরকার একটানা শোষন করে গেছেন তারই ফলে ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষ কংগ্রেসী শাসন-শোষনে এবং নির্য্যাতনে
জর্জ্জরিত হয়ে গিয়েছিল তারও উল্লেখ রাজ্যপালের ভষণের মধ্যে আছে। কংগ্রেসী আমালে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ সারা দিনের পরিশ্রমের পর সামান্য সম্বল নিয়ে নিয়ে যখন তারা বাজার করে বাড়ী ফিরত এবং কর্মচারীরা যখন মাহিনা নিয়ে বাড়ী ফিরত তখন কংগ্রেসের সৃষ্ট একদল দস্যু লুট করে তাদের সমস্ত কিছু নিয়ে যেত। সন্ধার পরে মেয়েরা রাস্তাঘাটে নির্ব্বিবাদে চলাফেরা করতে পারতো না কারন সেই দস্যুরা তাদের কান থেকে দুল ছিনিয়ে নিয়ে যেত এবং গলাটিপে গলার হার নিয়ে যেত সেই দিক থেকে রাজ্যপাল নিয়ম শৃংখলায় এবং শান্তির জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য

রাজ্যপালকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে গ্রামের খেটে খাওয়া কৃষক, ভুমিহীন কৃষক তাদের কংগ্রেস আমলে সুপরিকল্পিত ভাবে যে শোষন করেছিল তাদের উপর যে নির্যাতন করেছিল আজ রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে সেই শোষিত মানুষের আশা–আখাংকার উল্লেখ রয়েছে এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসরের বঞ্চনারে আশা আজ তারা পেয়েছে। আরতর্ষের শতকরা ৯০ জন মানুষ কৃষক এবং কেটে খাওয়া মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যেতে পারতো না পড়াশুনা করতে পারতোনা। কেন পারতো না? কারণ কৃষকের ঘরের ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার সঙ্গে কাজে যেত বেশীর ভাগ ব বারই ক্ষেত খামার নিয়ে থাকতো ১০,১২ বছরের মেয়েকে বাবার সঙ্গে ক্ষেতে যেতে হতো তাকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। এবং রাজ্যপাল তার ভাষণের মধ্যে শিক্ষা সম্প্শারনের যে কথা বলেছেন সেইজন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যপাল গ্রাম এবং সর্ব প্রান্তে যে জলের অভাবের কথা উল্লেখ্য করেছেন, গ্রামের মধ্যে বিশেষ করে পাহারি এলা-কায় জলের যে ক্রাইসিস এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষ যে ভাবে চিৎকার করছে। মায়েরা এক মাইল দুই মাইল পথ হেঁটে কলসী করে জল আনতে হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? ৩০ বছর কংগ্রেস সরকাব শাসন করে আসছে সেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ এক ফোটা জলের জন্য কি ভাবে চিৎকার করছে। একটি ছেলে যদি ২ গ্লাস জল খেতে চেয়েছে সেখানে মা প্রতিবাদ করেছে যে দুই গ্লাস জল খাবেনা আমার আনতে কষ্ট হয়। ৩০ বছর কংগ্রেসের রাজত্বে, ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে সেখানে আমরা লক্ষ্য করছি মা চুরি করে জল এনেছে লজ্জার ব্যাপার। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে মা তার ছেলেকে এক গ্লাস জল দেবে চুরি করে? এবং রাজ্যপাল জলের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে ভারতবর্ষের দীর্ঘ ৩০ বছরের শোষন বঞ্চনার মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে হয়েছে। এবং সেই দিক থেকে ত্রিপুরার যে বামফ্রন্ট সরকার হয়েছে তার সঙ্গে অঙ্ক মিলাতে কর্মসূচী মিলাতে রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডেঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪ জানুয়ারী মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন আমি প্রথমে সেই ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভি-নন্দন জানাচ্ছি এই জন্য ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনের পরে ত্রিপুরার খেটে খাওয়া সাধারন মানুষ ৩১ ডিসেম্বর ভোটের মাধ্যমে যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন সেই যুগান্তরের রূপ-রেখা রাজ্যগালের ভাষণের মধ্যে রয়েছে। তাই এই ভাষণকে অভিনন্দন জানাই, এই ভাষণের মধ্যে যে অগুর নিহিত অর্থ যে তাৎপর্য্য তার পরিপেক্ষিতে ২, ১টি কথা বলছি। আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম কৃষকদের ভূমি ধেওয়ার নামে বড় বড় জোতদারের ছেলেদের ডেকে এনে ভুমি দান করা হয়েছে। আমরা দেখি কৃষকদের কৃষি সেমি-নারী ট্রেনিং দেওয়ার নামে সেখানে যারা কৃষক নয় এই ধরনের লোকদের ডেকে এনে সেমিনারী ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখছি যে কৃষকদের কল্যাণের জন্য রচিত ইউটিয়েলের মাধ্যমে কৃষকদের ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি সেইদিন মহাজনের হাত থেকে গরীব কৃষকদের রক্ষা করার উপায় ছিলনা। এই মহাজনের শোষণের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের জমি চলে গেছে জোতদার দের হাতে এবং কৃষককন্যা

আজকে অসহায় অবস্থায় গ্রামে গ্রামে ধুকছে। এই অবস্থায় আমরা যখন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ পর্যালোচনা করি সেখানে দেখি সেই ভাষণের মধ্যে পষ্ট উল্লেখ্য আছে যে দুর্বল শ্রেণীর কৃষকদের জন্য সেই সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়েছে ত্রিপুরাকে কংগ্রেসের কষাঘাতের হাতে আসতে হয়েছে। ত্রিপুরা যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রে আমরা দেখি ধ্বংসের লিলা স্কুল ঘর নামে আছে রাস্তাঘাট আছে কিন্তু দেখা যায় সেই রাস্তা ঘাটের চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার টাকা লুট করে করে নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখি বন্যা নিয়ন্ত্রেনের কতগুলি বাঁধ দেওয়া হয়েছে তা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন কাজেই আসে না। আমরা দেখলাম ৩০ বছরের মধ্যে সারা ভারতের নিরক্ষরতার যে হার সেই হার সব চেয়ে বেশী ত্রিপুরাতে। এই ধ্বংস স্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে বামফ্রন্ট সরশারকে চিন্তা করতে হচ্ছে ভাবতে হচ্ছে কি করে এই ১৭লক্ষ মানুষের মুক্তির পথে এগিয়ে নেওয়া যায়। তাই আমরা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে একটা নতুন রূপ রেখা দেখতে পাই। শিক্ষার কর্মসূচী নির্বাচন করার সময় দেওয়া হয়েছে সেই লর্মসূচী রূপায়িত করতে হবে-তার প্রতিশ্রুতি রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এখানে আমদের যে বিরোধী গ্রুপ আছেন সেই বিরোধী গ্রুপ সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেখানে তারা কর্মচারীদের জন্য কিছু দরদ দেখাচ্ছেন। ১৯৭৫ সালে সারা ত্রিপুরায় ৩০ হাজার কর্মচারী যে লাগাতর ধর্মঘট করেছিল এবং সেই ধর্মঘটকে সমর্থন করার জন্য ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিল এবং সেই ধর্মঘটকে আকড়ে ধরে ছিল।

সেই দিন আমরা দেখলাম বাম গণতান্ত্রিক শক্তি ছিল একটি জননীর ভুমিকা। কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে কংগ্রেস সরকার সমস্ত মানুষের ধর্মঘটকে নশ্যাৎ করার জন্য এক ব্যপক ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আর সেই ষড়যন্ত্রকে যার অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিলেন তাদের কাছ থেকে যদি আজকে দরদের কান্না আসে, তাহলে সেটা কি মায়া কান্না না আন্তরিকত পুর্ণ কান্না সেটা আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারীদের দাবী সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে বলব-কর্মচারীদের দাবী যেই পথে মিটবে, যে পথে কর্মচারীরা আন্দোলনে নেমেছিল যে পথে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ আন্দোলনে নেমেছিল সেই পথবে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চক্র ভুল পথ বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিল। আজকে কর্মচারীদের প্রতি তাদের দরদী মায়া কান্না যেন একটু অশোভনীয় ব'ল মন হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ১০ অক্টোবর ১৯৭৭ সালের ঘটনা কেন মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নেই সেই সম্পর্কে অভিয়োগ তুলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১০ই অক্টোবররের ঘটনার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সেইদিন বিভ্রান্ত কিছু উপজাতি যুবক ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছিল এবং তার আওয়াজ তুলেছিল যে পাহাড়ী ঐক্য জিন্দাবাদ। তারা আওয়াজ তুলেছিল বাংলা ভাষায় কথা বলা নয়, বাংলা অক্ষরে লেখা নয়। আমরা জানি প্রত্যেক জাতি চায় তার নিজ ভাষায় কথা বলতে, বা লেখা পড়া শিখতে। কিন্তু সেই দাবী জানতে গিয়ে যদি সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করে ত্রিপুরার শান্তিকে বিঘ্নিত করে তাহলে তো সেটাকে সহজ দৃষ্টিতে

দেখা যায় না। সাম্প্রদায়িক কোন দাংগা হাংগামা যাতে ত্রিপুরাকে কলুষিত করতে না পারে সেই দিকে আমদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্টকে জয়ী করেছে, আজকে সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যাতে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেই দিকে ত্রিপুরার মানুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী চক্র যাতে আরে ক্ষমতায় আসতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু বিরোধীতার ভূমিকা না নিয়ে প্রাশসনিক যদি ভুলত্রুটি হয় তাহলে সেগুলি সংশোধনের জন্য সরকারের সহিত সহযোগিতা করবেন সেটাই আমরা আশা করি এবং ত্রিপুরার মানুষ আশা করে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪শে জানুয়ারী ত্রিপুরার বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। এটা সংগ্রামী অভিনন্দন তারজন্যই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেভাবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করেছে, ত্রিপুরার মানুষ তার চেয়েও অধিকভাবে কংগ্রেস, জনতা ও অন্যান্য গোষ্ঠীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে তারই একটা সংগ্রামী পদক্ষেপ হলো ত্রিপুরা বিধানসভায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত তিন দশক ধরে কংগ্রেস সরকার যেভাবে গ্রামীন শিল্পকে নিষ্পেষিত করেছে, উপেক্ষা করেছে তার করুণ ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব যে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, কংগ্রেস তার চেয়েও জঘন্য চক্রান্ত করে গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংস করেছে। আমরা দেখেছি ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন সেই ম্যান্চেষ্টারের কাপড়কে ভারতের কোটি কোটি লোকের কাছে বিক্রি করার জন্য ভারতের তঁতশিল্পীদের আংগুল কেটে দিয়েছিল। ৩০ বছর আগে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসলো, তখন আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশের চাইতেও যঘন্যভাবে গ্রামীণ শল্পকে পদদলিত করে গ্রামীণ শিল্পকে নিঃস্ব করে, ভারতের শ্রতকরা ৮০ জন লোক যেখানে বাস করে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার তাঁতশিল্পী রয়েছে। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা আজকে অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার বার বার উচ্চারণ করেছিলেন যে গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি করা হবে। পক্ষান্তরে আমরা দেখেছি টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, ডি.সি.এম প্রভৃতি কোটিপতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার ঋণ পেয়েছে। বলা হয়েছিল যে গ্রামীণ শিল্পীদের উন্নতির জন্য গ্রামের কুটির শিল্পকে ঋণ দেওয়া হবে। উনারা যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন তার ফলস্বরূপ তাঁতশিল্পীরা আজকে হয় কুড়াল নিয়ে বের হয়েছে নতুবা রিক্সা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। এই হলো গ্রামীণ শিল্পের অবস্থা। আমরা দেখেছি রাজ্যপালের ভাষণে শ্রমিকদের নূন্যতম মুজুরী সংক্রান্ত কথার উল্লেখ রয়েছে।

"ইতিমধ্যেই চা-বাগানের শ্রমিক বিড়ি তৈরীর কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, মটর পরিবহণ শ্রমিক এবং রাস্তা ও বাড়ীর তৈরীর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মুজুরী নির্ধারিত হয়েছে।"

এই কথা বিগত তিন দশকের ইতিহাসে আমরা কোথাও দেখেনি। তাই আমি বলব রাজ্যপালের ভাষণ একটি সংগ্রামী পদক্ষেপ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে তাঁতশিল্প ছাড়া আরও শিল্প রয়েছে যেমন— কারুশিল্প। এটা ত্রিপুরার একটা আদিম শিল্প। ত্রিপুরীরা বাঁশ বেতের কাজের মাধ্যমে তাদের যে নিপুণতা প্রদর্শন করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম শিল্প নৈপুণ্য কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। ত্রিপুরার তৈরী বাঁশ বেতের শিল্প সমগ্র পৃথিবীতে আজকে সমাদৃত। বিগত ৩০ বছর ধরে পাহাড়ী ভাইরা একটা রাজনৈতিক আদর্শের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল বলে এই কংগ্রেস সরকার তাদেরকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু আজকে ৩০ বছর পরে পাহাড়ী ভাইরা কংগ্রেসীদের ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করেছিল ঐ শচীন্দ্রলাল সিংহের প্রতিষ্ঠিত স্যাংক্রাক বা হিনী, ১৯৭৪ সালে সুখময় সেনগুপ্ত জন্ম দিয়েছিল উপজাতি যুব সমিতির। যার মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রায় ৫ লক্ষ উপজাতি নিগৃহীত হয়েছিল এবং তাদের শিল্প, রুজিরোজগার সমস্ত কিছু পদদলিত করেছিল। আজকে উনারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মিশনারীদের দালালরূপে রোমান হরফে উপজাতিদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলছেন। কিন্তু সেখানে রোমান হরফের কোন চিহ্ন নেই। যেখানে পাশাপাশি বাংলা হরফ রয়েছে সেখানে রোমান হরফে কক্-বরক লেখা কি করে সম্ভব?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি বিগত তিন দশক ধরে কিভাবে কংগ্রেস সরকার যুব শক্তির অপচয় করেছে। ওদের মস্তান বানিয়েছে। কালীপূজার নামে মদ খাওয়ার জন্য চাঁদা আদায় করেছে। কংগ্রেসী মস্তানদের জন্য গ্রামে গ্রামে মানুষ নিরাপদে চলতে পারে নি, তাদের কাছ থেকে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে মা বোনেরা বাড়ী থেকে বের হতে সাহস পায় নি। এই ছিল তৎকালীন কংগ্রেসী শাসনের চেহারা। সুতরাং আইন শৃংখলা যাতে রক্ষিত হয় তারজন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রথমেই স্থান পেয়েছে অপরাধ, শান্তি ও শৃংখলা। সুতরাং আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে সমস্ত ত্রিপুরা একটা বর্ডার এলাকা, সেখানে স্মাগলিং হয় অহরহ অথচ এটা বন্ধ করার পরিবর্তে কংগ্রেস সরকার ঐ যে তাদের গ্রামীণ কতকগুলি টাউট, বাটপার আছে তারা বি-এস-এফকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দেয় না এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেইজন্য ত্রিপুরার বহু সম্পদ সীমান্তের ওপারে পাচার হয়ে গিয়েছে— তা যাতে রক্ষা করা যায়, তারজন্য একটা সুনির্দিষ্ট নীতি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে স্থান পেয়েছে যা অতীতে আমরা দেখতে পাইনি, তারজন্য মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েত ব্যাপারে যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, সেটা দেখে আমরা তাজ্জব বনে যাই। সেখানে পঞ্চায়েতের সুষ্ঠু নির্বাচন আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এতদিন পঞ্চায়েত

নির্বাচন হয়েছে হাত তুলে। গ্রামের লোকেরা কংগ্রেসী বাটপাড় এবং টাউটদের ভয়ে ভোট দিতে পারে নি। তাদের চেলা চামুণ্ডারা নিতাই মহাপ্রভুর মত হাত তুলে ভোট দিয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যপালের ভাষণে আমরা যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষিত হয়েছে—ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে বিগত ৩০ বছরের ইতিহাসে এা হয়নি সেইজন্য আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাব) না কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সি-আই-এর দালাল যারা, খ্রীষ্টান মিশনারী যারা লেনিন, ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যারা রাজ্যপালের এই ভাষণকে সমর্থন করতে পারেনা, তাদের সংগে সায় দেব? (গণ্ডগোল)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত দিনে শ্রম ও পরিবহণ ব্যবস্থায় আমরা দেখেছি যে, যে টাকাটা বাজেটে ধরা হত যদি ১০০ টাকা ধরা হত, মাত্র ১৫ টাকা খরচ করে আর বাকী টাকাটা কংগ্রেসের টাউট এবং বাটপাড়েরা লুটে খেত। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যপালের ভাষণে যে সমস্ত ব্যবস্থাটার সুন্দর একটা রূপায়ণের চিত্র দেখতে পাই, তারজন্য রাজ্যপালের ভাষণকে আমি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রী জিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৪ তারিখের বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্যে, আপনারা জানেন ভারতবর্ষে কংগ্রেস ৩০ বছর শাসন করেছে, এই শাসনকালে ভারতবর্ষে যে শতকরা ৭০ জন মানুষ কৃষক, এ কৃষকদের বঞ্চনা করেছে, গরীব অংশের কৃষকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এবং ছোট ছোট কৃষককে করেছে ভূমিহীন এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত প্রথায় চাষ করা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। এই প্রশাসনের কোপানল থেকে এই ত্রিপুরাকেও বাদ দেয়নি, ত্রিপুরার কৃষক সমাজকেও বঞ্চিত করেছে। আমরা যেখানে দেখছি যে ত্রিপুরার মধ্যে যে জল আছে, প্রাকৃতিক সম্পদ যা আছে তাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে কৃষক সমাজের উন্নতি হত, এখানে সে সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সেই কংগ্রেসের অপশাসনে গরীব কৃষককে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাঁধ দিয়ে তাদের যে সুষ্ঠু সেচের ব্যবস্থা, এবং সেখানে ইরিগেশানের মাধ্যমে, পাম্প সেট দিয়ে, যেখানে নলকূপ বসিয়ে জল পাওয়া যায়, যেখানে নদী প্রবাহমান সেখানে নদী থেকে জল নিয়ে যেখানে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায়, সেই সম্ভাবনাকে গত ৩০ বছর অবহেলা করা হয়েছে, অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়েছে। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যে রাজ্যপালের ভাষণ শুনছি, ত্রিপুরা রাজ্যে অতীতেও রাজ্যপালের ভাষন শুনেছি, যদিও আমি বিধানসভার সদস্য হইনি, তবুও আমি অতীতের ভাষণ পড়েছি, কিন্তু তাতে বাস্তব ধর্মী কোন ভাষণ আমরা শুনিনি। আজকে বামফ্রন্ট আসাতে রাজ্যপাল যে বাস্তবধর্মী ভাষণ এখানে রেখেছেন তাকে স্বাগত না জানিয়ে আমি পারছি না।

শিক্ষার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, গত ৩০ বছর ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা যদি আমরা করি এবং সেই সংগে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব সেখানে স্কুলগুলি মৃত কংকালের অবস্থা। অপনারা জানেন

ত্রিপুরাতে ৮০০ শত প্রাইমারী স্কুল আছে, সেই স্কুলগুলির অধিকাংশ স্কুলেই একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত, কোথাও ঘর নেই, কোথাও স্কুল হচ্ছে অন্যের বাড়ীতে মাষ্টারদের খোঁজাখুঁজি করে সেখানে বসতে হয়, এইরকম অবস্থায় স্কুলগুলি আছে। একটা স্বাধীন দেশের মানুষ--গরীব কৃষকদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, যে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির মেরুদণ্ড, ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হবে, যে ব্যবস্থায় ছেলেরা গড়ে উঠবে ভবিষ্যত সমাজ ব্যবস্থার জন্য সেই শিক্ষা ব্যবস্থা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল কংগ্রেসী রাজত্বে। আমি এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা, একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা রূপায়ণ হবে বলে যে ইংগিত দেওয়া হয়েছে তার জন্য রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে পরিবহন ব্যবস্থার যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, আজকে ভাবতেও আমাদের লজ্জা করে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষে কংগ্রেস অপশাসনের ফলে এমন অবস্থা হয়েছে যে এই রাজ্যের সংগে অন্য রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের এক মহকুমা থেকে অন্য মহকুমায় যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। আপনারা যদি কেউ যেয়ে থাকেন ঐ তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর তাহলে বুঝতে পারবেন সেখানে রাস্তার অবস্থা কি, বা অন্যান্য মহকুমা যেগুলি আছে, সেগুলির রাস্তার অবস্থা কি, সেখানে কি হয়েছে। সেখানে টাকা অনেক খরচ করা হয়েছে রাস্তার নামে টেষ্ট রিলিফের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, নামে, বে-নামীতে সেই টাকা জালিয়াতী করে আমার দেশের টাকা মেরেছে কংগ্রেস শাসনের মধ্যে কিন্তু রাস্তার কোন পরিকল্পনা হয়নি। কাজেই আজকে রাজ্যপালের ভাষণেম মাধ্য) পরিবহন ব্যবস্থার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যে রূপরেখা দেখতে পাচ্ছি, তাকে আমি স্বাগত না জানিয়ে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জল সরবরাহ ব্যবস্থার কথা বলছি, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এখানে একজন মাননীয় সদস্য বক্তব্য রেখেছেন যে স্বাধীন দেশে একজন জননী তার ছেলেকে জল খাওয়ানোর জন্য চুরি করে তাকে জল খাওয়াতে হয়, সেটা শুনলে লজ্জা পেতে হয়। আমরা জানি সমস্ত পাহাড়ী এলাকার মধ্যে এবং গ্রামে গঞ্জে, যেখানে আজকে ৩০ বছর যাবত জন বসতি, বংলোদেশ থেকে উদ্বাস্তু আসার পর যে সমস্ত কলোনী সরকার থেকে করে লোক বসানো হয়েছিল সেখানে কোন রিংওয়েল বা টিউব-ওয়েল নেই। আমরা যখন এলাকায় যাই, সেখানে মানুষ একটা কথাই বলে যে রাস্তা ঘাটতো নেই-ই, আমরা জল খেয়ে যে জীবনধারণ করতে পারি তার ব্যবস্থাও নেই, সেই একই আর্তনাদ আজকে স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও আমরা শুনতে পাই। কাজেই পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখতে পাই সেইজন্য রাজ্যপালের ভাষণকে স্বাগত না জানিয়ে আমি পারছি না।

পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে আমি বলব, এটা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার, ত্রিপুরার মানুষের অধিকার, সেই নির্বাচনকে নিয়েও কংগ্রেস সরকার তার দলীয় সার্থকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে আমরা দেখছি যারা কংগ্রেসের দালাল তাদেরকে সেখানে পুষ্ট করা হয়েছিল। সুষ্ঠু নির্বাচন যদি করা হয়, তাহলে সেখানে মানুষ যারা আসবে সেখানে হয়তো কংগ্রেসের কালো হাতগুলি প্রভাব নাও পেতে পারে, তার জন্য গোটা পঞ্চায়েতকে তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য নির্বাচন পর্যন্ত করতে চায়নি। আমি তেলিয়ামুড়া ব্লকের মধ্যে দেখেছি যে সেখানে বি, ডি, সি

ফরমেশান, একটা পঞ্চায়েত বডি সেটা আমরা বিভিন্ন সময়ে পঞ্চায়েত মিনিষ্টারের কাছে ডেপুটেশান দিয়েছি, আন্দোলন করেছি কিন্তু সেই বি, ডি, সি ফরম করতে পারিনি। কারণ সেটা করলে ব্লকের মধ্যে যে টাকা পয়সা খরচ হয় সেটা বি, ডি, সি,---তে আলোচনা করতে হবে। তাতে যে টাকাটা খরচ করা হবে সেটা মানুষ জানবে, মেম্বাররা জানবে। কিন্তু বি, ডি, সি, না থাকাতে সেখানে কতিপয় চক্রান্তকারীর মধ্যে সেই টাকাটা খরচ করা সম্ভব। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে একটা ব্যবস্থা হচ্ছে তার জন্য এই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমরা আভাষ দেখতে পাচ্ছি তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে এইটুকু আমি বলতে চাই যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের একটা আইন আছে, পঞ্চায়েতের যে রূপ, তার মধ্যে একটা প্রথা আছে যে একজন প্রধান যিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন তাঁর একটা বয়ঃসীমা ৩০ বৎসর না হলে তিনি দাঁড়াতে পারবেনর না। আমি বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে একজন বিধানসভা সদস্য হতে পারবেন ২৫ বৎসর বয়সের লোক। একটা গুরদায়িত্ব পঞ্চায়েতের প্রধানের চাইতে কোন অংশে কম নয়। কিন্তু আজকে সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩০. বৎসর না হলে দাঁড়াতে পারবেন না। কাজেই সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূব মুহূর্তে বামফ্রন্ট সরকার সেটা যাতে বিবেচণা করেব তার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং সাথে সাথে বাস্তব ধর্মী ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার জন্য যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে রাজ্যপাল ভাষণ রেখেছেন একটা কঙ্কালের চেহারার মধ্যে মাংস লাগিয়ে সেটাকে প্রাণধন্ত করার জন্য যে আভাষ আমি পাচ্ছিতার জন্য রাজ্যপালের ভাষণে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(ডেপুটি স্পীকার ইন দি চেয়ার)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৪শে জানুয়ারী রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন এই ভাষণকে আমি শুধু ভাষণ বলতে চাই না, এই ভাষণ হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং সংগ্রামী মানুষের ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আশার প্রদীপ। কাজেই এই যে আশার প্রদীপ যে দেখানো হয়েছে রাজ্যপালের ভাষণে সেই আশার প্রদীপ সম্পর্কে আমি দুই চারটা কথা বলব। বিরোধী গ্রুপ থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, আমি বিরোধী বন্ধুদের এই কথা বলতে চাই যে একটু ভাল করে ভাষণটা পড়লেই উনারা বুঝতে পারতেন যে এই সংশোধনীর কোন প্রয়োজন ছিল না।

(এ ভয়েস—বুদ্ধি কম আমাদের, বুঝি না)

একটা কথা হচ্ছে, এই যে ভাষণটা এটা কয়দিন পরে রেখেছেন? বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জিনিষটা বুঝতে হবে। এই জিনিষটা না বুঝলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯ থেকে ২০ দিন। কাজেই বিরোধী বন্ধুরা যদি মনে করেন যে এই ২০ দিনের একটা ছেলে এক মন বোঝা নিয়ে বাজারে যাবে সেটা অবাস্তব কল্পনা করা হবে। কিন্তু যদি মনে করা যায় সেই বলিষ্ঠ শিশুটি তার হাত পা ছুঁড়ছে, একটা সুনির্দিষ্ট যাত্রাপথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার বড় হওয়ার একটা আকাঙ্খা আছে এবং তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখার একটা আকাঙ্খা আছে তাহলে সেটাকে অভিনন্দিত করা উচিত এবং আমি মনে করি বিরোধী গ্রুপের যারা আছে তারাও আমার সঙ্গে একবাক্যে রাজ্যপালের ভাষণকে অভিনন্দন জানাবেন। কারণ এই সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ওরা বুঝতে পারেন নি বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন করেছে। শাসনের চেহারাটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আমি খুব ছোট্ট একটা ইনস্টেন্স দেব। কাগতলী এবং বগাচতল— দুটো মৌজা সাব্রুমে আছে। দুটোর ভোটার সংখ্যা ২৬৫ জন। কিন্তু সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে। একটা টিউব ওয়েল, একটা রিং ওয়েল, একটা স্কুল, একটা ফরেষ্ট অফিস বা একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস নেই। এই হচ্ছে চেহারা। কাজেই এই রকম যদি উদাহরণ দিতে যাই মহাভারত হয়ে যাবে। কিছুই করেন নি তাঁরা। শুধু লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার এবং টাউটদের পেট মোটা করেছেন। এছাড়া আর কিছুই করেন নি। কাজেই বিরোধী গ্রুপকে এই জিনিষটা বুঝতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের কি পরিবেশে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবকে উপলব্ধি করতে হবে, তা না হলে অবাস্তব আকাঙ্খা করলে সেটা হাস্যস্পদ হয়, এছাড়া আর কিছুই হয় না। কাজেই জিনিষটা বুঝতে হবে। কিছুই তো নেই, সব চুরি করে ওরা লুটেপুটে খেয়েছে। এখন কি করা যাবে। সেই ধ্বংসস্তুপ এর মধ্যে কি করা যাবে।

সমস্ত জিনিষগুলি আছে। নেই এরকম কথা নয়। রাজ্যপালের ভাষণে আছে। সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের রুজি রোজগারের গ্যারান্টি আছে, খেটে খাওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটি আছে।

তারপর শিক্ষা। শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন রাজ্যপাল। করেন নি এই কথা ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। তিনটা জায়গায় নুতন কলেজ করা হবে। নিশ্চয়ই আমাদের চাহিদা অনেক আছে। কিন্তু সেই চাহিদা রূপায়ণ করা যাবে কিনা, একটা ১৮/১৯ দিনের সরকার সেটা পারবে কিনা সেটাও চিন্তা করতে হবে। সেটা চিন্তা না করলে অবাস্তব কল্পনা হবে এবং আমি মনে করি যে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনা না করে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে। কাজেই আমি বিরোধী দলকে আবার বলছি যে আপনারা সংশোধনীগুলি প্রত্যাহার করুন, এখনও সময় আছে। (এ ভয়েস—না, না) তাতে মনে হচ্ছে যে বিরোধী ভাইদের বাস্তব জ্ঞানের অভাব আছে।

একটা কথা আমি বলব যে এই বিরোধী ভায়েরা কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারী আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসতে গিয়ে সাব্রুমে নৃপেন্দ্র দেবনাথ শহীদ হয়েছে। ওদের মুখ দিয়ে কিন্তু একটা কথাও বেরোয় নি

কোন দিন। কাজেই বুঝতে হবে যে দাবীটা কি? দাবীটা কি কুম্ভীরাশ্রু না কি বাস্তবিক হৃদয়ের দাবী? এই দাবীটা বুঝতে হবে। কাজেই অশ্রু বিসর্জন করতে গেলে সেটা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলে হবে না। তার সঙ্গে বাস্তবতার কিছু মিল চাই।

আর একটা ইনৃষ্টেন্স দেব, সুন্দর ইনৃষ্টেন্স, ছোট ইনৃষ্টেন্স। সাব্রুম থেকে বিধায়ক হয়ে এসেছিলেন এখানে আগে কালীপদ ব্যানার্জি, ওনার বাড়ী থেকে দুই ফার্লং রেডিয়াসের মধ্যে যদি একটা বৃত্ত টানা যায়, তাহলে সেই বৃত্তের মধ্যে ১৫ থেকে ১৬টি রিং ওয়েল এবং টিউব-ওয়েল পাওয়া যাবে। আর এই যে কাগতলী বগাচতল যার কথা আগে বললাম, যার এলাকা হচ্ছে ২০ বর্গমাইল, সেখানে একটা রিং ওয়েল্স নেই, টিউব-ওয়েল নেই। অথচ সেখানে ভোটার আছে, ২৬৫ জন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম প্রচুর জায়গা আছে। এর আগে আপনারা দেখেছেন বন্যা হয়েছে, সেই বন্যার নামে বাধ কার জন্য? না ঐ বাধ গ্রামের মাতব্বর আর টাউটদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সুনির্দিষ্ট কথা আছে যে ৩০ কিলো মিটার বাধ দিয়ে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এটা সোজা কথা নয় আঠার থেকে কুড়ি দিনের একটা নুতন সরকার ৩০ কিলো মিটার বাধ দেবে, আর সেই বাধ দিয়ে বন্যাকে প্রতিরোধ করা হবে। কাজেই বুঝতে হবে, শুধু অন্যায় দাবী করলে হবে না, সেই দাবীর পক্ষে যুক্তি থাকতে হবে। অযৌক্তিক দাবী করলে চলবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক আলোচনা হয়েছে, এই আলোচনা বার বার করতে গেলে তার পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে। কাজেই আর বেশী কিছু আমি বলব না। তবে পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পর্কে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছেন যে আরও বেশী সংখ্যক বাসের ব্যবস্থা করবেন, টি, আর, টি, সিকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজতর হয়। লাখ লাখ টাকার ধন সম্পত্তি আমাদের পুড়ে নষ্ট হয়, সেই সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের ফায়ার সার্ভিস রাখা হয়েছে এবং সেটাকেও সম্প্রসারিত করা হবে বলে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা আছে, এটা আপনারা পড়লেই দেখতে পারবেন। কাজেই এই যে পদক্ষেপ, এগুলিকে আমি বলব আঠার দিনের সরকারের একটা ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক চিন্তা ধারার একটা প্রতিফলন। তাই রাজ্যপালের এই ভাষণকে আমি বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার মশাই, আমি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই যে আজকে যে জাতিই বলুন, বাঙ্গালী, পাহাড়ী, ত্রিপুরী, মনিপুরী এবং রিয়াং সমস্ত জাতির মধ্যে আবাসিক কিছু কিছু সাব-জাতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। সেই জাতির একটা অংশে আছে যারা শোষণ করেন, আর একটা অংশে আছে যারা শোষিত হন। দ্রাও বাবুদের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আমি আশা করেছিলাম যে তারা সুস্পষ্টভাবে যে যারা উপজাতিদের ভিতর দ্রাও বাবুদের মতো সংগঠনের মধ্যে যারা বড় বড় লোক আছেন, তাদের দ্বারা যারা শোষিত হন, তাদের স্বার্থে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। তিনি সেই দিকটা দেখেন নাই যে এবারে গ্রামনকলের দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষ যারা, বাঙ্গালী হউক, পাহাড়ী হউক, যারা এই দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে চরমভাবে শোষণ করে, নির্য্যাতন করে, এটা কোনও সরকারের

বিষয় নয়, সরকারের অপরাধ, এই অত্যাচারীদের সরকার শোষণ করেন নি। সরকারের অপরাধ বাঙ্গালীদের ভিতর যারা শোষক, তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সেই শোষণের ভার নিতে গিয়ে উপজাতি শোষকদের মধ্যে যারা আছেন, তাদের একটা বড় অংশ, দ্রাও বাবুরা হলেন তাদের প্রতিনিধি, তাই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই যে রাজ্যপালের ভাষণ এর মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা এখানে রাখা হয়েছে, যেটার আভ্যন্তরীন চিন্তা ধারাকে তারা ভালভাবে দেখতে চেষ্টা করেন নি। আসলে এবারের রাজ্যপালের ভাষণের দিক থেকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এটা গণমুখী, তার ভিতরে যারা পরিশ্রম করেন, তাদের দিকে দৃষ্টী রেখেই এই ভাষণটা রচিত হয়েছে এবং সমস্ত প্রশাসনের ভিতর যারা আমরা, কর্মচারী যারা এতদিন পর্য্যন্ত একটা শাসক চক্রে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হত। আর কংগ্রেসকে সমর্থন করা সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মশাই এখানে রেখেছেন, আমি সে দিকে যেতে চাই না। কিন্তু কংগ্রেসকে সমর্থন করার অর্থই হল তার সংগে সংগে সমাজের শোষিত শ্রেণীগুলোকে নির্য্যাতন করার জন্য ক্ষমতা লাভের একটা আকাঙ্খা। এই জিনিসটা হয়তো এখনও দ্রাও বাবুদের পিছনে যারা আছেন, তারা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারছেন না। না হলে তারা দেখতে পেতেন যে যারা এতদিন পর্য্যন্ত পাহাড়ের গভীরে নিরন্ন এবং নিঃবস্ত্র লোকগুলি ছিল, যাদের উপবাসের দিনে, ক্ষুধার দিনে আমরা বামফ্রন্ট মতবাদে যারা বিশ্বাসী, আমরা তাদের সংগে মিলে চেষ্টা করেছি যে অন্তত: তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে কিছুটা সাহায্য করার, শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে যে মনোভাব, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রামকে শুধু কেবল মুখে বলে নয় উত্তেজনা ছড়িয়ে নয়, কার্য্যত: কারাবরণে হাজার হাজার লোকের জেলে যাওয়া, এই সব ঘটনাও ঘটেছে। এবারকার ভাষণের সবচাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ দিক হল, এতদিন কংগ্রেসী শোষণে যে মানুষগুলি ছিল অজানা অচেনা যাদের সম্পর্কে ভাববার কোন অবকাশ ছিল না, আমলা, কর্ম্মচারী, কেরাণী এবং এম. এল. এ. এবং জন-সাধারণ দেখতে পেত না যে সমাজের মধ্যে কোথায় যারা সত্যিকারের উৎপাদক, দরিদ্র জনসাধারণ আছে আজকের রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে সেদিকে দৃষ্টী ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশা করব তারা রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করছেন না। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণের আভ্যন্তরীন যে সেটাকে উপেক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন, তাহলে তারা প্রমাণ করবেন যে তারা এখনও চান ভাষণটা সেই ধরণের হউক যে ধরণের ভাষণ হলে পর, সুধময় বাবুদের নিয়ে মিটিং করলে পর যে সব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা হবে, সেই সব শ্রেণীর অনুকূলেই ভাষণ হউক। কাজেই এই দৃষ্টীভঙ্গির দিক থেকে, এটাকে আলোচনা করবেন। অন্যথায় বর্ত্তমান ভাষণের মধ্যে এমন, উপজাতি স্বার্থের কথাই বলুন, জনসাধারণের স্বার্থে কথাই বলুন, তাদের স্বার্থে কোন বক্তব্যই এর ভিতরে নেই। সংবিধানের কথা বলা হয়, পার্লামেন্টারী নীতির সম্পর্কে দেখলে হয়তো দেখতে পারেন যে প্রেসিডেন্টের এড্রেসের পরও কিছু সংযোজন দেওয়া হয় যাতে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকলে, সেগুলিকে সরকারের দৃষ্টিতে আনার জন্য। সেই সংযোজনের শিখা থেকে যে সব বিষয়গুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা যাতে সরকারের দৃষ্টীতে অজ্ঞাত না থাকে সেজন্য বিরোধী দল থেকে সেগুলির সংযোজন করা। কিন্তু তার পরিবর্তে উদের বক্তব্যের মধ্যে রাজ্যপালের ভাষণকে

উপলব্ধি করে ত সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সমাজের মধ্যে শোষক এবং শোষিত এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান আছে সেই কথা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। এবং আমরা যারা এই বামফ্রন্ট সরকারে এসেছি আমরা এটাই সমাজের বুকে পরিস্কার করে দিতে চাই যে এই সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম আছে এবং যারা শোষিত শ্রেণী যারা সৃষ্টিশীল মানুষ তাদের পক্ষ থেকে সেই কথাই রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। এটাই আমরা লক্ষ্য করি তার জন্য এই ভাষণকের স্বাগত জানাই এবং যারা এটা বিরোধীতা করেন তারা এই কথাটাকে ঘুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। তার জন্য তাদের সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করার জন্য আমি সভার কাছে স্পষ্টভাবে অনুরোধ রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবী ভাষণ দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের যে বক্তব্য তাকে সমর্থন করে দুই একটি কথা বলছি। এই বক্তৃতাটি পড়লে একে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে বিগত দিনের সরকার যে সমস্ত কাজ করেছেন তার কিছু কিছু উল্লেখ এর মধ্যে আছে। আর একটি ভাগ হচ্ছে যে নূতন সরকার কি করতে চাইছেন—তার দুই একটি ইংগিত এর মধ্যে রয়েছে। এটা ঠিক যে যা করা হয়েছে তার উল্লেখ যদিও এখানে আছে কিন্তু সেটা খুবই নগন্য। সেটা উল্লেখ করার মত বা গর্ব করার মত নয়। কারন আপনারা জানেন যে সরকারগুলি এর আগে গঠিত হয়েছিল তারা বিভিন্ন কোয়ালিশান গঠন করে আমাদের যে মার্কসবাদী পার্টির যে ইচ্ছা সেই সব সরকারের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত করে-ছিলাম। ১৪ দফা কর্মসূচীর মধ্যে তার একটাও আমরা কার্যকরী করতে পারিনি। কাজেই সেই সমস্ত খুব গর্ব করার মত কিছু নাই। এবং আগামী দিন সম্পর্কেও আমার এই বামফ্রন্ট সরকার পুরো বক্তব্য রাখতে পারছি না। পারছি না এই কারণে যে কর্মসূচী ৫ বছরে রূপায়িত করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাতো আর একদিনে করা যাবে না। কাজেই প্রায়রিটি বেসিসে—প্রায়রিটিজ মানে হচ্ছে কোন কাজটা আমরা আগে ধরব সেটাই আমাদের ঠিক করতে হবে। এই কথা ঠিক যেখানে যাচ্ছি সেটাই হয়ত প্রায়রিটি হওয়া দরকার। আমরা যদি পাঠশালা স্কুলে যাই তাহলে দেখা যাবে পাঠশালা স্কুল সব ভেঙ্গে গিয়েছে, শিক্ষক নাই, সেখানে আসবাবপত্র নাই, দরজা জানালা পর্যান্ত সেখানে চুরি হয়ে গিয়েছে। ৫০০ টাকায় হাজার টাকায় কি হবে, কিছু হবে না। তাতেও ২০ লাখ টাকা লাগে। তারপর আসুন (ইন্টারাপশান)

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—আপনি বলেছেন যে গর্ব্ব করার মত কিছু নাই .....

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—তাতে কি হয়েছে আপনার মত আপনি বলবেন, আমার মত আমি বলছি—মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আপনারা যান দেখবেন যে এলাকার পর এলাকায় জল নেই। বিশেষ করে যেগুলি ইনএকসেএবল এরিয়া—দুর্গম এলাকা—রাস্তার পাশে যে সমস্ত গ্রাম আছে আমি সেগুলির কথা বলছি না। ডাক্তারের কথা যদি বলেন, মনে হয় এটাই বুঝি সবচেয়ে জরুরী ১০০ জন ডাক্তারের মধ্যে ৩০ জন ডাক্তার আছে। ৭০ জন যেখানে সট সেখানে যে ডাক্তারখানাগুলি আছে সেগুলিতে ডাক্তার দিতে পারছি না। নতুন ডাক্তারখানা খোলার মত জায়গা কত রয়েছে; এবং যেখানে ডাক্তার পাওয়া যায় সেখানে

ডাক্তারখানা আছে আর যেখানে ডাক্তার পাওয়া যায় না সেখানে ডাক্তারখানা নেই। সেই সব দুর্গম এলাকাতে যেখানে ডাক্তার পয়সা দিয়েও পাওয়া যায় না সেখানে—সেখানেইতো আগে খুলতে হবে। যেখানে পয়সা দিলে ডাক্তার পাওয়া যায় সেখানে তো এখন না খোললেও চলে। কিন্তু সেই দৃষ্টি নিয়ে আগেকার সরকার চলেনি। চলেনি বলেই দুর্গম এলকায় ডাক্তার নেই, গরুর ডাক্তার নেই, রাস্তা নেই, পানীয় জল নেই, সেই সমস্ত এলাকার মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তারা সব থেকে বঞ্চিত। মনে হচ্ছে সেখানে আগে যাওয়া দরকার। কলোনীগুলি—ট্রাইবেল কলোনীজ—আদর্শ জুমিয়া কলোনী, বিশ্রামগঞ্জ। এটা সম্ভবত: প্রথম জুমিয়া কলোনী। সেখানে গিয়ে দেখুন সেখানে পুনর্ব্বাসনের কোন চিহ্নও নেই। কিন্তু খাজনার নোটিশ জুমিয়াদের পিছনে পিছনে ঘুরছে। ১০ বছর ১২ বছরের বকেয়া খাজনার নোটিশ চলছে—অথচ জুমিয়া নেই সেখানে কিছু নেই। এই হচ্ছে কংগ্রেসী শাসনের ধ্বংসস্তুপ। এই কংগ্রেসী শাসনের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আমরা চিন্তা করছি একটা বিরাট ঝড় যদি হয়ে যায়—যেমন কৃষ্ণাতে ঝড় হয়েছিল—কোথা থেকে আরম্ভ করব। কোন কাজটাতে হাত দেব, কিছুইতো নেই? কাজেই আমার এখানকার মাননীয় সদস্যরা যখন বলছেন—১০০ বার স্বীকার করতে হবে তাদের ধন্যবাদ দিতে হবে। তারা যে সমস্ত কথা বলছেন যে এই সমস্ত মানুষ অধৈর্য্য হয়েছে, তারা চাইছে এক্ষুনই কিছু হোক। এটাতো অন্যায় কিছু নয়। তারা বেকারদের কথা বলেছেন. তারা নিরক্ষরতার কথা বলছেন তারা—যেকোন দিকে আমরা দৃষ্টি দেই তাহলে মানুষের অভাব, দারিদ্র্য এবং সমস্ত দিক থেকে তাদের সংসারে বিপর্যয় এসেছে আমাদের তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই গভর্ণমেণ্টকে প্রায়রিটিজ দিতে হবে কোন কাজটাতে আমরা আগে হাত দেব। এ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যা করেছে—হ্যাণ্ড টু মাউথ পলিসি যাকে বলা হয়। যা চোখের সামনে পড়ে তাকেই চাকরী দাও। যেহেতু আগরতলার ছেলেরা সকালে বিকালে মন্ত্রীদের ঘরে ঢুকতে পারে তাই তাদের চাকরী দিয়ে দাও কণ্টিজেনসীতে। একটা কোন নীতি নেই, নীতি বর্জ্জিত সরকার। এটা আমরা করতে পারি না। আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে এবং সামনের দিকে দেখলে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে উইকার সেকশান—সবচেয়ে উইকার দুর্বলতম অংশ যেটা সেখানেই আমাদের নজর দিতে হবে। আমরা বলব যারা দুইবেলা খাচ্ছেন একবেলা খান আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে একবেলাও খাচ্ছে না তাকে এক বেলা খাওয়াতে হবে। আমার সরকার এই নীতি নিয়ে পরিচালিত হবে। আজ যারা দুই বেলা খাচ্ছে তাদের দিকে নজর না দিয়ে ঐ যারা এক বেলাও খেতে পাচ্ছে না তাদের দিকে নজর দিতে হবে যাতে তারা অন্তত: এক বেলা খেতে পারে। এর নাম হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। কাজেই সেই দিক থেকে ট্রাইবেলরা হচ্ছে উইকার সেকশান। কাজেই তাদের দিকে বেশী নজর এই সরকারের থাকবে। এটা নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় এবং সেই দৃষ্টি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয় তার মূল দাবী যেটা সেটা হচ্ছে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট—আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে তাদের আশা আকাঙ্খার সমস্ত কিছু প্রতিফলিত হবে সেখানে। সেই দাবি দিচ্ছি না, কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। আপনারা দেখেছেন শুধু এখানকার ট্রাইবেলদের দাবীই দিচ্ছে না নয় ঐ পশ্চিমবঙ্গের দাবী দিচ্ছে না, তামিলনাড়ুর দাবী দিচ্ছে না। সমস্ত জাতির তাদের নিজের বিকাশের যে সুযোগ সেই

সুযোগ আজকে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চাইছেন না। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই সমস্ত কিছু দেব না। আমি জানিনা আদের বিরোধী দলের নেতারাও দেখা করে এসেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে। তারাও আলোচনা করে এসেছেন। এখানে তারা বলতে পারতেন যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তাদের কি বলেছেন—ঐ সিক্সথ সিডিউল চালু করার ক্ষেত্রে। আমাদের দোষ দিয়ে কি হবে? আমরা তো বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আদায় করতে হবে সেই সব দাবী। আজকে পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার না বলছেন, তাহলে আমরা বিভিন্ন রাজ্য একত্র হয়ে সেই দাবী আদায় করতে হবে। আজকে আমরা বলব যে কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং সমস্ত পূর্বাঞ্চলের জাতিগুলি সবাই মিলে আমাদের বলতে হবে যে—না, অধিকার দিলে ঐক্য নষ্ট হয় না। অধিকার না দিলে ঐক্য নষ্ট হয়। যদি আমরা সত্যি সত্যি ট্রাইবেলদের অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট না দেই তাহলে ঐক্য নষ্ট হবে (ইন্টারাপশন—ভয়েস) ট্রাইবেলরা বলবে আমরা থাকব না। ঐ যেমন নাগাল্যাণ্ড বলছে অধিকার দিকে ঐক্য আরও বাড়বে। আমরা বিশ্বাস করিলনা এখানে যদি ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট হয় তাহলে বাঙালী আর পাহাড়ীর মধ্যে ঝগড়া বাড়বে না, ঝগড়া আরও কমবে। কাজেই ঐক্য আরও বাড়বে।

ঐক্যবদ্ধ কোন জাতিকে বা জাতকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ঐ বিলাতে যারা ছোটবেলা থকে থাকে বাংগালী তারাও বাংগালী দেখলে বাঙলা ভাষায় কথা বলে। ভাষা কখনও মরে যায় না। যেখানেই সে থাক সেখানে সে তার মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। কাজেই মাতৃভাষার দাবী, আমরা এখানে ৪ দফা দাবীর কথা বলেছি, এর প্রত্যেকটি দাবী ন্যায্য সেই দাবী আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারে করবে আর যেটা আমরা করতে পারি করবো। যেটা রাজ্য সরকার করতে পারে সেটা আমরা করবো আর যেটা রাজ্য সরকার করতে পারে না আমরা সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটা দাবী করবো। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন যে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কমিশন বসানো হল কিন্তু তাদের মিছিলের উপরে যে আক্রমণ হয়েছিল তার কোন তদন্ত কমিশন বসানো হল না। আমি জানি না সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কমিশন গঠনে তাদের কোন আপত্তি আছে কি না। কারণ তাদের বন্ধুদেরকে যে লেঙটা করা হবে। তাদের বন্ধুদের লেংটা করা হবে আমি বলছি এই জন্য যে এই অপোজিশনের বন্ধুরা, আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ যেখানে ইর্মাজেন্সীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল আমাদের এখানে এই উপজাতী সমিতির তারা একটি কথাও বলেনি। ইর্মাজেন্সীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে নি এবং তার কারণ কমরেড বীরেন দত্ত, মাননীয় লেবার মিনিষ্টার ডি. এমের কাছে লিখলেন ঘরের মধ্যে মিটিং করবো, কেন করবো? না আমার একজন পার্টির কর্মী মরে গেছেন, কমরেড চন্দ্রমোহন সাহা, একটা শোকসভা করবো। ডি, এম শোকসভা করার পার্মিশন দেয় নি। তখন উপজাতীয় সমিতির নেতারা আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের সংগে বসে মিটিং করছেন। তফাত হচ্ছে এখানে। আমি শোকসভা করতে পারবো না। তফাত হচ্ছে এখানে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বুঝা উচিত যে আজকে যদি শাহ কমিশন না হত তাহলে এই সমস্ত খবর

জানতে পারতো দেশের মানুষ। আমরাও এখানে কমিশন করে একটা জানালা খোলে দিতে চাই। ত্রিপুরার মানুষ এই কমিশনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলুক যে ধান লেভি করার জন্য, এই খাজনা আদায় করার জন্য কিভাবে ঘরের ভিতরে সমস্ত গিয়ে ঢুকছে। আমরা যখন ইলেকশন ক্যাম্পেইনে গিয়েছি তখন আমাদেরকে বলেনি? কিভাবে খোরাকির ধান কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ পাহাড়া দিয়ে চাঁদা আদায় করেছে। সেগুলি তারা যাতে বলতে পারে সেজন্য আমরা তার সুযোগ করে দিয়েছি। সেজন্য মাননীয় সদস্যদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এই সরকারকে। গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আর যাতে কোন দিন এরকম কাল দিন ফিরে না আসে। সেজন্য মানুষকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আমরা ইনকোয়ারী কমিশন করেছি, ইনকোয়ারী অথরিটি করেছি। সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। কিন্তু তারা তো তা করেনি। কারও বক্তৃতার মধ্যে এইসব নেই। সেইদিন ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু তারা তো সেইদিন একটি কথাও বলেনি যে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা তাকে হত্যা করলো, একটা নিরাপরাধ ছেলে, কোন রকম একটা ঢিল ছোড়া দূরের কথা কোন কিছুর প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কৈ তারা তো কোন প্রতিবাদ করে নি, তখন তো তারা সোচ্চার হয় নি যে আমার একটা ট্রাইবেল ছেলে ৪ দফা দাবীর জন্য খুন হয়েছে, এই সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা খুন করেছে। তারা সেদিন মনে করেছিলেন তারা থাকবেন, সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভাও থাকবে এবং তারা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠবেন। এটা স্বপ্ন। আমি এখনও তাদেরকে সাহায্য করবো তারা ভুল করেছিলেন। যদি তারা ফিরে আসেন তাহলে তাদের মংগল হবে এবং ত্রিপুরারও মংগল হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেব না। পুলিশ ক্যাম্পিং এর কথা মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন পুলিশ ক্যাম্প আমরা চাই আমরা জনসাধারণের সহযোগিতা চাই কিন্তু যদি দেখি কোন দলের লোক মানুষের ঘরে আগুন জ্বালাচ্ছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। পরিষ্কার বলে দিচ্ছি সেই সমস্ত সমাজ বিরোধীদেরকে দরকার হলে আমরা গুণ্ডা অ্যাক্ট চালু করবো, রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেব, এই রাজ্যে তাদের স্থান দেব না। যারা গুণ্ডামী করবে, মানুষের ঘর পুড়াবে, যারা ছিনতাই করবে সেই সমস্ত লোকের জন্য আমাদের পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। আমরা বিনা বিচারে আটক চাই না। আমি আশা করবো জনসাধারণ এই সমস্ত সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার যে প্রচেষ্টা নিচ্ছে এই প্রচেষ্টাকে তারা সমর্থন করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে শুধু অপরাধের ক্ষেত্রেতে নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রেতে আমাদের পুলিশ সংগঠন খুবই দুর্বল। যেমন ধরুন দুর্নীতি নিরোধের ক্ষেত্রেতে, চোরা কারবারের ক্ষেত্রেতে, স্মাগলিং এর ক্ষেত্রেতে খবরাখবর রাখা এই সবে খুবই দুর্বল। ভিজিলেনসে দুর্নীতি বের করার অনেক আইন আছে, একজনের যদি সম্পত্তি আমি দেখি রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে, একখানা গাড়ী, একখানা বাড়ী তাহলে কি করে সেটা হল? কোন আয়ের উপরে সে বাড়ী করেছে, তার কৈফিয়ত দিতে হবে। তদন্ত করা হবে কোথা থেকে সে টাকা পেল। যদি কৈফিয়ত না দিতে পারে তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। সেই ব্যবস্থা আমরা করবো। যদি দেখি একজন সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী একখানা বাড়ী করেছে, একখানা গাড়ী করেছে যা কংগ্রেস রাজত্বে চমৎকারভাবে করেছিল তাহলে পরে সেই সমস্ত

আমরা খোঁজে বের করার চেষ্টা করবো এবং তাদের সোস অব ইনকার কি এই সমস্ত করার জন্য আমাদের পুলিশ সংগঠন জোরদার করা দরকার, সেই সংগঠন আমরা তৈরী করবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো একটি কথা বলছি। যেখানে আমরা বলেছি যে গণমুখী করবো, আমাদের যে কর্ম্মসূচী সেটাকে রূপায়িত করার জন্য নীচেরতলাতে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য এপ্রিল মাসে আমরা মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েত ইলেকসান করবো। এবং তার আগেও জনসাধারণের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য যে দিন মনোনিত ছোট ছোট কমিটি করতে হয়, শহরের নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি আমরা গঠন করবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত গণ সংগঠন রয়েছে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে এই সব কমিটি তৈরী করা হবে। তারা আমাদের কাজকর্ম তদারক করবেন। যতদিন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েৎ নির্বাচন না হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের কাজ শুধু আদের দেখলে চলবে না। আমরা আশা করি মাননীয় সদস্য আমাদের এই কাজ সমর্থন করবেন এবং রাজ্যপালের যে বক্তব্য সোসমর্থন করবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—এই সব কমিটি কাদের নিয়ে করা হবে তাও আমদের জানান দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—যে সব গণমুখী সংগঠন আছে তাদের নিয়ে এই কমিটি করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা এখানেই শেষ। আমি প্রথমে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনীগুলি আছে, সেই সম্পর্কে সভার মতামত জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ফর ইউর ক্ল্যারিফিকেসান। এই সমস্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট-গুলি যাহা সংসদীয় ধারা অনুযায়ী এক সঙ্গেই হতে পারে। যদি মাননীয় সদস্য এক সঙ্গে ভোটে দিতে রাজী না হন, তাহলে সেটা আলাদা করে ভোট নেয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—না, ওগুলি নোটিশ ওয়াইজ হবে।

(মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীরতি মোহন জমাতিয়ার অ্যামেণ্ডমেন্টগুলি ভোটে দেন এবং ধ্বনি ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়।)

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অতঃপর শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং তা ধনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।)

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীহরিনাথ দেব বর্ম্মার অ্যামেণ্ডমেন্টটি ভোটে দেন এবং তা ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।)

(পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং তা ধ্বনি ভোটে বাতিল বলে গণ্য হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার সমনে পরবর্ত্তী বিষয় হচ্ছে, ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটির উপর সভার মতামত গ্রহণ করা। সভার সামনে প্রশ্ন হলো শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক উত্থাপিত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব—

"ত্রিপুরার বিধান সভার সদস্যবৃন্দ ২৪শে জানুয়ারী, '৭৮ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তৎজন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।"

(প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভায় পরবর্তী কার্য্যাবলী সরকারী প্রস্তাব। প্রস্তাবক শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রস্তাবটি হইল—

এই সভা অতি পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে বিগত বিধান সভা কর্ত্তৃক ১০-৮-৭৮ ইং তারিখে ত্রিপুরাতে প্রথম প্রথমতঃ কুমারঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই, যদিও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি রেলপথে মন্ত্রক ও যোযনা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। ত্রিপুরাতে রেলওয়ে লাইন সম্প্রসরণের ব্যাপারে ত্রিপুরার জনগণের ব্যাপারে ত্রিপুরার জনগণের উদ্বেগ এবং মনোবেদনা লক্ষ্য করিয়া এই সভা ভারত সরকারের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিতেছে যে প্রাথমিক ভাবে কুমার ঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণন করা হউক।

এই সভা আরো প্রস্তাব করেছে যে এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি মাননায় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী এবং যোযনা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করা হউক।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উত্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আহি আমার প্রস্তাবটি হাউসের সামনে পেশ করিতেছি। প্রস্তাবটি হইল—

এই সভা অতি পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বিগত বিধান সভা কর্তৃক ১০-৮-৭৮ ইং তারিখে ত্রিপুরাতে প্রথমত: কুমারঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইলাছিল তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই, যদিও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি রেলওয়ে মন্ত্রক ও যোযনা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। ত্রিপুরাতে রেলওযে লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে ত্রিপুরার জনগণের উদ্বেগ এবং মনোবেদনা লক্ষ্য করিয়া এই সভা ভারত ররকারের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিতেছে যে প্রাথমিক ভাবে কুমারঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হউক।

এই সভা আরো প্রস্তাব করে যে এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয রেলমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং যোজনা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরন করা হউক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য যার প্রায় চার দিক বাংলাদেশ পরিবেষ্টীত শুধু একটি মাত্র করিডোর আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে এবং এই এলাকাটি একটি অত্যন্ত অনগ্রসর এলাকা যেখানে উপজাতি এবং রিফিউজি প্রায় শতকরা ১০০ জন বলা যেতে পারে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্ত অগ্রগতির যে ব্যাহত হচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষক যদি তার ফসলের ন্যায্য দাম পেতে চায় তাহলেও যোগাযোগের দরকার হয় তেমনি কৃষিজাত দ্রব্যের উপরে যদি কোন ছোট শিল্প গড়তে হয় তাহলে তার কাচামাল আনায় জন্য রেল যোগাযোগ ব্যবহার প্রয়োজন হয়। আমাদের এখানে যদিও মাটির নীচে এত সম্পদ রয়েছে কিন্তু সেই

সম্পদ এখন না থাকার ফলে জ্বালানীর জন্য আমাদের বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কাজেই বিভিন্ন কারণে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের অগ্রগতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এটা হয়তো বোঝাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। একটি চটকল আমরা খুলেছি হয়তো আগামী বছর আমরা এই চট কলটি গড়ে তুলবো কিন্তু এই চট কলটি চালু থাকবে না যদি রেল যোগাযোগ না হয়। আমাদের চট যদি বাইরে বেশী দামে চলে তাহলে সেই চট অবিক্রিত থাকবে তার ফলে চট কল বন্ধ হয়ে যাবে। যখন প্রথম কোয়ালিশান সরকার হয় তখন তার মন্ত্রী হিসাবে আমার সুযোগ হয়েছিল মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রীদণ্ডবৎকে জানানো এবং তারপর থেকে তার সঙ্গে কিছু চিঠি আদান-প্রদান হয় তাতে তিনি প্রথম বলেন যে আপনাদের সরকারকে কিছু খরচ বহন করতে হবে, সেই খরচ বহন করার ব্যাপারে আমরা শেষ পর্যন্ত কোয়ালিশান সরকার রাজী হয়েছি যে মাটি কিনার যে খরচ সেই আমরা বহন করবো। তারপরও আমরা শ্রীদণ্ডবতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং অল্প কয়েক দিন আগেও এই বামফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম সেখানে উনাকে অমাদের বক্তব্য বলেছি এবং তার প্রতিউত্তরে উনি আমাকে যা বলেছেন সেটা হচ্ছে তার যে সহানুভূতি আছে সেটা তার গত রেল বাজেটের বক্তব্যের মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন কারণ যে কয়টি রেল ভারতবর্ষের অগ্রগতির পক্ষে যাচ্ছে তার মধ্যে ত্রিপুরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার জন্য আমি মাননীয় রেল মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের নামটিও তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ রেখেছেন এবং তখনও উনাকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম এই আশা করে যে হয়তো এই বছরই কাজটি আরম্ভ হবে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে অনেক প্রতিশ্রুতির পরও কাজটি আরম্ভ হয় নি। কেন আরম্ভ হয়নি তার একটি মাত্র কারণ তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন সেটা মঞ্জুর করেন নি। প্ল্যানিং কমিশন মঞ্জুর না করলে অর্থমন্ত্রক সেই টাকা দিতে পারেন না এবং টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে সেজন্য তিনি এক সময় উইনিসেফকে অর্থাৎ নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলকেও তারা লিখেছেন যে আপনারা টাকা দিতে পারবেন কিনা কিন্তু নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের কোন টাকা নেই যে টাকা দিয়ে আমাদের রেল হতে পারে। শুধু ত্রিপুরায় নয় মনিপুরেও রেল নেই, মিজোরামে রেল নেই, নাগাল্যাণ্ডে মাত্র স্পর্শ করে গেছে এবং অরুনাচলেও নেই কাজেই সমগ্র এলাকায় যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে অর্থের প্রয়োজন উইনিসেফ থেকে সেই টাকা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই কাজেই এই পরিকল্পনাটি আমরা আবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করছি যে আমাদের রেলওয়ে আনার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা শুধু আগামী বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করবেন না প্ল্যানি কমিশন যাতে তার মঞ্জুরী দেন এবং অর্থমন্ত্রক যাতে টাকা পয়সা দেন এই ব্যাপারে আমি কথা বলে এসেছি যে আমাদের রাজ্যের লোক অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৫ হাজার বেকার এবং শতকরা ৮০ জন ছোট কৃষক কাজেই ছোট শিল্প মাঝারী শিল্প ইত্যাদি না হলে তার ৬ মাসের যে খোরাকী সেই খোরাকীর ব্যবস্থাও তার হবে না এই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রস্তাবের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখাবেন এই আশা নিয়ে আমি আপনাদের প্রস্তাবটি রেখেছি এবং আমি আশা করবো যে আপনারা এই প্রস্তাবটি সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই মুতন প্রস্তাবটি উল্লেখিত প্রস্তাব। আপনারা যদি আলোচনা করতে চান তাহলে তার লিষ্ট্র দিন সময় আমাকে ঠিক করে নিতে হবে।

শ্রীদ্রা উ কুমার রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। তবে আমার মনে হয় আমার মনে হয় আমার মনে হয় আমরা যদি আগরতলা পর্য্যন্ত বলি তাহলে কুমার ঘাট পর্য্যন্ট নিতে পারে এইটা আমার বক্তব্য। রেল লাইন আনা এটা আমাদের অনেক দিনের দাবী এবং রেল লাইন যদি হয় তাহলে সকলেরই উপকার হয় সেই জন্য আমি প্রস্তাবটি সমর্থন করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা একটা বিষয়ে খুব বিক্ষুব্ধ এই রেল লাইনের জন্য যে বাজেট, একটা কষ্ট ধার্য্য করা হয়েছে সেটা আমরা যতটুকু জানি ৪৫ কোটি টাকা। প্রশ্ন এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি যদি টাকার প্রশ্নে আসে তবে আমরা এটা লক্ষ করছি মহারাষ্ট্রে যখন দু:র্ভিক্ষ হয় তখন তাদের সাহায্যের জন্য অনেক বেশী টাকা মঞ্জুর করা হয়। অথচ একটা অনুন্নত রাজ্য যে রাজ্যের সম্পূর্ণ ভবিষ্যত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। এই রেল লাইনে টাকা তো সামান্য টাকা ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যদি রেল লাইন হয় তার সারপ্লাস বাজেট প্রতি বছর যদি কাজ করতো তাহলে ১০ মাইল ১৫ মাইল রাস্তা নিয়ে আসতে পারতো। এই প্রস্তাব আমরা যেটা গ্রহণ করলাম তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর যে দাবী, এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার দিকে দৃষ্টি দেন তবে তা নিশ্চয়ই হবে এবং আরো অনেক বড় বড় কাজ হবে। এখানে রেল লাইন আনার জন্য আমাদের ছাত্র এবং যুব সমাজ ইতিমধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবং এই নিয়ে এখানে নাকি একটা ব্যপক আন্দোলন গড়ে উঠারও সম্ভবনা আছে। এবং এই আন্দোলন যদি হয় এবং আমরাও দেখি এই সব আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক টাকা খরচ করেন ও আন্দোলনের দাবী পূরণ করেন। আসাম রিফাইনারীর ব্যাপারে সেখানে একটা গণ আন্দোলন দেখা দিল এবং তখন দেখা গেল টাকার কোন অভাব নাই। আমাদের এই প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ গ্রহণ করেছেন তার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই কথা ত্রিপুরারাজ্যের জনসাধারণকে এবং আমাদের ছাত্র সমাজকে জানিয়ে দেব। এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব এখানে এসেছে আমি সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রাণের যে দাবী সে দাবীর মোকাবিলা করতে গেলে ত্রিপুরার রেল লাইনের দাবী পূরণ না হলে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। এখানে মাটির নীচে সোনা আছে, এখানে অনেক বন-জঙ্গল আছে, এখানে পাট চাষ হতে পারে। কিন্তু এইগুলি যদি বর্তমান বাজারের সঙ্গে চালু রাখতে হয় তবে এখানে রেল লাইনের একান্ত প্রয়োজন। শান্তির বাজারে চিনীর কল হলো কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা জানি পাট কল হচ্ছে, ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ডিজেলের গাড়ীতে পাট আনে সেই যাতায়াত খরচ বহন করে বাজারে যে দাম সেই দাম থেকে অনেক দাম পরে যাবে। এবং এই শিল্প যদি গড়ে না উঠে তাহলে আজকে ৫৭ হাজার শিক্ষিত যে বেকার আছে তাদের কাজের কোন সংস্থা হবে না. এবং তাদেরকে বাচানো সম্ভব হবে না।

আমি এটাই জানাচ্ছি, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এবং আমরা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়েও দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার আজকে বাংলা দেশের সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। আমি এই প্রস্তাবে বিরোধীতা করি। কারণ ত্রিপুরার যে বাস্তব সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান এই পথে হবে না। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে আজকে আমাদের সম্পর্ক ভালই আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু পরে যখন সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছে, তখন সমস্ত কিছু অচল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অন্য দেশের মধ্য দিয়ে রেল আনা কোন মতেই উচিত হবে না। সাময়িকভাবে সেটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে তো এখানে শিল্প গড়ে উঠবে না। এখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন, শিল্পপতি আছেন তারা তো এর উপর ভিত্তি করে এখানে শিল্প গড়ে তুলবেন না। আজকে ত্রিপুরার যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান করতে হলে এখানে শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং সেটা করতে হলে ত্রিপুরার মধ্য দিয়েই রেল সম্প্রসারণ করতে হবে। তা নাহলে এটা সম্ভব হবে না। সেই কারণেই আজকে এখানে যে রেলের দাবী এসেছে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তারই জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলেছেন, সেই আহ্বানের ফলে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে একটা সচেতনার সৃষ্টি হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিনে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠবে এবং বিধান সভার ভেতরে এবং বাইরে সেই আন্দোলনকে আমরা জোরদার করে গড়ে তুলতে পারব। অনুন্নত ত্রিপুরাকে উন্নত করার পথে এখন সবচেয়ে বড় যে সমস্যা, রেলের সমস্যা—তারই দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, সেই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেলের দাবীতে আজকে এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন, এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি যে ত্রিপুরার মত একটা অনগ্রসর রাজ্যে, যে রাজ্য ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে পিছিয়ে আছে, তার উন্নতির জন্য আমাদের প্রাথমিক সর্ত্তই হচ্ছে রেল লাইন সম্প্রসারণ। রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র একেবারে অচল হয়ে যাবে। তদানীন্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার আমলে আমরা অনেক বড় বড় কথা শুনেছিলাম যে এখানে পাটকল বসেছে, চিনি কল বসেছে ইত্যাদি। এগুলি নামে মাত্র কাগজে কলমেই ছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত পক্ষে কোন কাজই হয় নি। কাজ হয়নি তার কারণ হচ্ছে এখানে শিল্প গড়লেই হবে না, তাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ছয়লাপ করা হবে। ভারী শিল্প গঠনের প্রাথমিক উপাদানই হচ্ছে কাঁচামালের যোগান এবং উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি করা। তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই নেই। আমাদের কলকারখানাগুলিকে যদি চালু রাখতে হয় এবং রাখতেই হবে, কেন না ত্রিপুরার এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিয়োগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। যদি ত্রিপুরায় কলকারখানা গড়ে না ওঠে, যদি ভারী শিল্প গড়ে না ওঠে তাহলে এত বেকারের কর্মসংস্থান এখানে কিছুতেই সম্ভবপর নয়! কাজেই ভারী শিল্প এখানে গড়তে গেলেই রেল যোগাযোগ অত্যাবশ্যক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমরা দেখেছি তৈল উৎপাদনের জন্য এখানে যে প্রচেষ্টা হচ্ছে, আমরা শুনেছি যে এখানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে। সেই গ্যাসগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, যদি না আমরা মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে পারি। এখানে গ্যাসের দ্বারা একটা পেট্রো-ক্যামিকেল গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু আমাদের রেল যোগাযোগ যদি না থাকে, তাহলে আমরা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এনে সেই কারখানা গড়ে তুলতে পারব না। সেইদিক থেকেও এখানে রেল যোগাযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও রেল লাইন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমরা দেখেছি ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে যে মালপত্র আনেন সেখানে অনেক দিন লেগে যায় এবং ভাড়াও বেশী পড়ে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে এখান থেকে কলকাতায় যেতে হলে ১২৫ টাকা ভাড়া গুণতে হচ্ছে। সেই দিক থেকে দরিদ্র ত্রিপুরা বাসীর স্বার্থে রেল লাইন আসা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে রেল লাই সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে এবং বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের অধিবেশনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে এই দাবী নিয়ে আমরা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছি। অনেক আত্মত্যাগও মানুষ করেছে। করেছে শুধু এই আশায় যে ছোট পার্বত্য ত্রিপুরার মানুষকে যদি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে হয় তাহলে আজকের দিনে সবচাইতে যেটা বেশী দরকার—দেশে কৃষি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ণ ঘটানো। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি শিল্প সম্ভার গড়ে তুলতে হয় তাহলে ত্রিপুরার গ্রামগুলির দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। ত্রিপুরায় অনেক কাঁচামাল রয়েছে যেগুলির সাহায্যে ত্রিপুরায় গ্রামীণ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এবং এটা পরিমিত সত্য যে ত্রিপুরায় অফুরন্ত বাঁশ রয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার বাঁশ সর্বোৎকৃষ্ট। সেই বাঁশ দিয়ে ত্রিপুরার যে ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি হচ্ছে সেগুলি ভারতবর্ষের বাজারে সমাদৃত। ব্যক্তিগত ভাবেও আমি এটা জানি এবং ২ | ৪জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যারা সুদূর বোম্বাই থেকে, কেরালা থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। তাদের কাছেও ঐ একটাই সমস্যা যে বাঁশের জিনিষ যেগুলি তৈরী হচ্ছে সেইগুলি বয়ে নিয়ে যেতে প্রচুর খরচ পড়ে। যার ফলে এই জিনিষগুলি ঠিক উৎসাহিত হচ্ছে না। বিগত তিন দশক ধরে বিভিন্ন মার্কা নিয়ে কখনো শচীন বাবুর মার্কা নিয়ে, সুখময় বাবুর মার্কা নিয়ে কংগ্রেসীরা ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন করেছে। তখন রেলের দাবী উঠলে একটা অদ্ভুত যুক্তি শুনতাম—ত্রিপুরা রাজ্যে তো শিল্প নেই, রেল লাইন গড়ে কি হবে। শিল্পের দাবী উঠলে বলতো রেল নেই, শিল্প হবে কি দিয়ে। এখন শুনছি এখানে শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন কেন্দ্রের জনতা সরকার বলছেন ত্রিপুরা ঘাটতি এলাকা। সুতরাং এখানে রেল লাইন স্থাপন করলে লোকসান হবে। কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন যে—ভারতবর্ষের যত জায়গায় রেল লাইন আছে, সেই সমস্ত জায়গা গুলি কি প্রফিটেবল। তাতো নয়। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গাইতো লোকসান হচ্ছে। বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে—নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর

প্রভৃতি জায়গায়াইতো রেলটা প্রফিটেবল নয়। কিন্তু সেখানেও তো রেল আছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেই দিকে চিন্তা করা দরকার যে রেলের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য রেল। সেই দৃষ্টিকোন থেকে যদি আমরা ত্রিপুরাবাসী বিচার করি, তাহলে আমাদের রেল লাইন সাংঘাতিক দরকার। আর একটা দিক থেকেও আমরা ত্রিপুরাবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি, আমাদের গ্রামে গঞ্জে যে সমস্ত কৃষি নির্ভরশীল চাষীরা রয়েছে, তারা উৎপাদিত জিনিষ বিক্রী করে তাদের আর্থিক সমস্যাটা মিটাবেন, সেই সম্পর্কটাও যেহেতু দূরবর্তী বাজারের সঙ্গে, সেই হেতু তারা সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ এবং আর্থিক সংগতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই অবস্থাটার সুযোগ নিয়ে কিছু ফাটকা ব্যবসায়ী গ্রামে গঞ্জে গিয়ে ক্যারিং এর অসুবিধার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে ঠকিয়ে জিনিষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সেই অবস্থার যদি পরিবর্ত্তন করতে হয়, ত্রিপুরার মানুষের সামান্যতম যদি উপকার করতে হয় তাহলে এখানে রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। তাছাড়া চটকল তো আমাদের গড়ে উঠবেই, কাগজের কল গড়ে উঠতে পারে, তাঁত শিলপ গড়ে উঠতে পারে। সেই সমস্ত শিলপ যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে এই শিলপ সম্ভার দিন দিন অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্নও জড়িত আছে। সুতরাং সার্বিক ভাবে এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে পরে আজকে রেলটাই হচ্ছে ত্রিপুরাতে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটা হলে পরে ত্রিপুরার বেকারদের যেমন কর্মসংস্থানের সুবিধা হবে, তেমনি অপর দিকেও গ্রামে গঞ্জে যে সমস্ত দরিদ্র কৃষক রয়েছে তাদের আর্থিক কাঠামোরও কিছুটা পরিবর্ত্তন হবে। সেইদিক থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে রেল সম্প্রসারণের জন্য এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বলছি যে কেন্দ্রের সরকার যে টালবাহানা করছেন, সেই টালবাহানার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার রেল সম্প্রসারণ করা যায়। বিরোধী দলের সদস্যগণকেও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সাম্মিলিত হতে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা আমাদের পার্টির নেতা এবং অন্যান্য সদস্যগণের সংগে একই সুরে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আমার মনে হয় ত্রিপুরার অগ্রগতি এত দিন বন্ধ হয়েছিল তাই ত্রিপুরার যে অগ্রগতি মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিল, যদি তাকে গতিশীল করে তুলতে হয়, তাহলে রেলওয়ে সম্প্রসারণ একান্ত দরকার এবং জরুরী দরকার। আমরা ত্রিপুরার মানুষ আর বন্ধ ঘরে থাকব না, আমরা আলো চাই, বাতাস চাই, জীবন চাই, তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব ত্রিপুরার মানুষকে বন্ধ ও অন্ধকার ঘর থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়ার মতই মনে হয়, এবং এটা আদায়ের জন্য ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে সংগে নিয়ে আমরা আদায় করব এই বক্তব্য আমি এখানে রাখছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারী প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন, ইতিমধ্যে সকলেই সমর্থন করেছেন এবং আমি এটাকে স্বাগত জানাই। এই প্রস্তাব বিধান সভায় আগেও উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার—জনতা সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু এখনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা হয় নাই। মিঃ স্পীকার, এই দাবী—

রেলের দাবী ধর্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত, এটা মাত্র শুধু উন্নয়নই নয়, ত্রিপুরা রাজ্য থেমে আছে, একই জায়গায় আটকে গেছে, তার বাঁচার প্রশ্নের সংগে জড়িত। এই দাবীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র, যুবক, ব্যবসায়ী এবং অগণিত মানুষবার বার এই দাবী তুলেছে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি শুধু নয়, বিভিন্ন সংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই তো সেদিনের কথা সারা ত্রিপুরায় ব্যবসায়ীরা হরতাল ডেকেছিল রেলের দাবীতে। ৫৫ হাজার বেকার ধুকছে তাদের সামনে বাঁচার কোন পথ নেই। তাদের যদি কর্মসংস্থান করে দিতে হয়, তাহলে শুধু রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই দায়িত্ব। কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছি, ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে দেখেছি, তাঁর বাবার প্রধান মন্ত্রীত্বের আমলে কি হয়েছে আমরা দেখেছি, সর্বক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য বঞ্চিত। শুধু মাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাবে অবহেলিত। বিগত সময়ে ত্রিপুরার বাইরে যেতে হলে হেটে যেতে হত, ইদানিংকালে আমাদের রাস্তা হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, এটা শুধু সময়ের প্রশ্ন নয়, অফুরন্ত টাকা লাগে। গত ১০ বছর যে প্লেনের ব্যবস্থা ছিল, কমতে কমতে বিমানের সংখ্যা সারাদিনে দুইটি কি একটাতে এসে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার বঞ্চনা শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পারবহনের ক্ষেত্রে, প্রতিটি ক্ষেত্রে। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ ছিন্ন। এই রেল সম্প্রসারণের সংগে ৫৫ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান এবং তার সংগে ১৭ লক্ষ মানুষ জড়িত হয়ে পড়ে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে ত্রিপুরায়। বাইরে থেকে সমস্ত রকম জিনিষ—ডাল, লবণ, কেরোসিন তেল প্রভৃতি এ্যাসেনশিয়েল কমডিটিজ বাইরে থেকে আসে, সরিষার তেল বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়, তা না হলে ত্রিপুরার মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়, চাউল আমদানা হয় বাইরে থেকে। এফ, সি, আই, সরবরাহ করে, রেশনের চাউলের ব্যবস্থা রাখতে হয় এবং সেই চাউল বাইরে থেকে আমদানী করে ঘাটতি পূরণ করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু সেগুলির পরিবহণের খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়। চিনি বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় সাবসিডি দিয়ে, কিন্তু ট্রান্সপোর্ট খরচ রাজ্য সরকারকে বহণ করতে হয়। কি অফুরন্ত খরচ। শুধু বাইরে থেকে আনার খরচই নয়, সেই সুদূর কলিকাতা, বিহার, ইউ, পি প্রভৃতি জায়গা থেকে মাল বুক করা যেগুলি হয়, সেগুলি ধর্মনগর পর্য্যন্ত আনার এক রকম খরচ তারপর ধর্মনগর থেকে আগরতলা আনতে খরচ প্রতি মো ট্রক টনে কত বেশী পড়ে যায়? এর পর ব্যবসায়ীরা লাভ করে। হ্যাঁ তারা লাভ করে, তারা তাদের ন্যায্য খরচ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে দাবী করে। কিন্তু ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ সেই দামে ক্রয় করতে অক্ষম। তাদের আরও সস্তায় জিনিষপত্র না আনতে পারলে বাঁচানো অসম্ভব। কলিকাতায় কাপড়ের দাম একরকম, আর ত্রিপুরায় তার দাম ডাবল, ট্রিপল উঠে যায়, কি অসহায় অবস্থা। সেটা কেন হয়? ট্রান্সপোর্ট খরচের জন্য। সে অবস্থায় ত্রিপুরার মানুষ বার বার দাবী করছে পরিবহণ ব্যবস্থা করে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ঘাটতি পূরণ করে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য দিয়ে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম নির্দিষ্ট ক্রয় সীমানার মধ্যে বেধে দাও, বার বার দাবী করেছে। ত্রিপুরায় কুটিরশিল্পের বিকাশ হচ্ছে না, বাজার নেই। আগে আমরা দেখেছি আনারসের চাষ হত, সোনামুড়া, কাকড়াবন ইত্যাদি

জায়গায় প্রচুর আনারস হোত কিন্তু সে সব বাগান নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ বাজার নেই, যেসব চাষীরা আনারস বাগান করত তারা আর চাষ করছে না, কারণ বিক্রয় করার মত বাজার নেই, সেইসব জায়গায় আর আনারস বাগান নেই, মাননীয় সদস্য কেশব বাবু বলেছেন, আমি নিজে দেখেছি সেখানে বাঁশ গাছ হচ্ছে, এই নিয়ে আন্দোলনও হয়েছে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে আমাকে বাজার দিন, আমার উৎপাদিত পণ্য আমি বিক্রী করতে চাই। কিন্তু একটা ছোট্ট শিল্পের কোথায় বাজার? আগরতলা শহরের বাজারে এনে সে কি বিক্রী করবে? সেগুলি যে কলকাতায় বা দিল্লীর বাজারে নিয়ে বিক্রী করবে, তার সামর্থ কোথায়। তার সেই সামর্থ বা সুযোগ নাই। আমাদের তো বন তৈরী হচ্ছে, সেই বনের কাঠ ত্রিপুরা রাজ্যে তথা আগরতলার কয়টা লোক তাদের নিজেদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে কিনতে পারে। শুধু এটাই কি বাজার, এর বাইরে কি আর বাজার নেই? রবারের প্ল্যানটেশান হচ্ছে, কিন্তু সেটা কোথায় বিক্রী করা হবে? ত্রিপুরাতে রবার ইণ্ডাষ্ট্রি তৈরী হবে, কারণ তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে ইনফ্রাষ্ট্রাক্চার তৈরী হচ্ছে, তার মধ্যে ত্রিপুরার স্থান কোথায়? আজ পর্যন্ত যে কয়টা পরিকল্পনা হয়ে গেল, সেগুলির মধ্যে কি ত্রিপুরা রাজ্যের কোন স্থান হয়েছে? এই যে ৫টি পরিকল্পনায় যত রকম কাজ হয়েছে, তার জন্য যে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার, তার প্রথম সর্ত্ত তো হচ্ছে এই রেল লাইন। ত্রিপুরা তো খুব বেশী কিছু একটা দাবী করেন নি। ত্রিপুরা তো এমন দাবী করে নি যে প্রথমেই ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন চাই। আমরা বলেছি যে প্রথমে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত কর, আর পরবর্ত্তী সময়ে সেটাকে আগরতলা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত কর, তারপর আবার সেটাকে সাবরুম পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত কর, এই তো দাবী করেছি, অন্যায় দাবী তো কিছু করি নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে ত্রিপুরার মানুষের ব্যাথা, বেদনার যে সমস্ত কারণ ঘটেছে, সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা অনেকেই অনেক কিছু বলে গিয়েছেন। আমরা আশা করব যে কংগ্রেসী সরকার বিগত ৩০ বছর রাজত্ব করেছিল, তাদের বদল হয়েছে, এবং সারা দেশের মানুষ গণতন্ত্রের দাবীতে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেসকে আবর্জনায় নিক্ষেপ করেছে, কারণ তাদের সঙ্গে প্রকৃত কোন গণতন্ত্রই ছিল না, তাদের সঙ্গে ছিল একনায়কতন্ত্র। তারা খেয়ালখুশী মত পরিকল্পনা তৈরী করত, আবার সেগুলিকেও সুষ্ঠভাবে রূপ দিতো না। এর কারণ হল, তাদের কোন গণতান্ত্রিক চেতনাই ছিল না। ত্রিপুরায় যারা বসবাস করে, তারা তো ভারতেরই নাগরিক, কাজেই পাঞ্জাবের লোকদের নাগরিকত্বের যে অধিকার, ত্রিপুরার লোকদের ও সেই রকম নাগরিকত্বের অধিকার রয়েছে। অতএব ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের কি জাতি, কি উপজাতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ক্রিস্‌সিয়ান সবারই সমান অধিকার। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ বাঁচবে কি করে? সারা ভারতের পরিকল্পনা রূপায়ণে তাদেরও তো ন্যায্য দাবী করার অধিকার আছে আর তেমনি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকারেরও দায়িত্ব যে গণতান্ত্রিক ভাবে সেগুলিকে সমর্থন করবে। বিশেষ করে সংবিধানে উল্লেখ আছে যে পশ্চাদপদ রাজ্যগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তেমনি ত্রিপুরা তো একটা পশ্চাদপদ রাজ্য, কাজেই ত্রিপুরার উন্নয়নের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস তো সেই দায়িত্ব কোন দিন পালন করেন নি, কংগ্রেস ক্রমেই

একনায়কত্বের পথে চলে যাচ্ছিল। তাই তো সারা ভারতের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ কংগ্রেসকে হটিয়ে দিয়ে কেন্দ্রে জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মানুষ আশা করেছিল যে জনতা সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির পুনঃ প্রবর্তন করবেন। এই দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রেলের দাবী, এটা হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক দাবী, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি বেকারে দাবী গণতান্ত্রিক দাবী। কাজেই গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করবার জন্যই এই রেল রাস্তা আমাদের চাই এবং এই বছরের আর্থিক বাজেটে তার বরাদ্দ হওয়া উচিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রথম বিধান সভায় যে এই রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা নয়, এর আগে কংগ্রেসকে সরিয়ে দিয়ে যে নূতন একটা কোয়ালিশন সরকার হয়েছিল, তখনও এই বিধান সভার রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। আবার ঐ কোয়ালিশনের ভিতর যারা কংগ্রেসের জামা বদলে আমাদের সাথে এসেছিল মন্ত্রীত্বে সাথ নেওয়ার জন্য, তারাও ভিতরে ভিতরে আমাদের সমস্ত উদ্যোগগুলি ছেটে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই কংগ্রেসের মতোই ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে ঐ আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছে গত নির্বাচনের মাধ্যমে। তাই এই যে প্রস্তাব, তার পিছনে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ রয়েছে এবং আমরা বিধানসভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করছি এবং আমরা এও আশা করছি যে কেন্দ্রের জনতা সরকার আগামী আর্থিক বছরে অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে যে বছর শুরু হচ্ছে তার বাজেটে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আর তা যদি তারা না করেন, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে অতীতে আমরা যে কংগ্রেসকে দেখেছি, এবারও কি আবার তাই দেখব? জনগণের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি হিসাবে এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, কাজেই জনগণের সমস্ত আশা আকাঙ্খা রূপ দেওয়ার জন্য জনগণের সংগ্রামের পাশে গিয়ে আমাদের আবার দাঁড়াতে হবে। বিধান সভায় এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর, যদি দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার তা মানছেন না এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জীবন মরণ বাঁচার মতো প্রস্তাবকে অবহেলা করে আমাদের বঞ্চিত করে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতে চাইছেন, তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে এই বিধান সভা ছেড়ে দিয়ে ঐ জনগণের সামনে গিয়ে উপস্থিত হব। কাজেই ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণের এই যে দাবী, এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে মানতে হবে, এই দাবীর প্রতি সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীউমেশ নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার দুই একটা কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমি তাকে স্বাগত জানাই এবং তার সাথে সাথে এখানে আরও দুই একটি কথা রাখতে চাই। আমাদের ত্রিপুরাতে তথা ভারতে কংগ্রেস একটানা ৩০ বছর শাসনের নামে শোষণ করে একটা সর্বনাশ করে দিয়েছে। ত্রিপুরাকেও সেই শোষণে আজকে তারা শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছে। আমরা সেই শ্মশান ভূমিতে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার পরিকল্পনা নিচ্ছি। আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সব বিধায়ক এই বিধান সভায় এসেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের সংবাদ দিতে এবং নিতে। তাই আমি এই কথা বলতে চাই যে আগামী দিনে

ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রেল লাইন সম্প্রসারিত করবার জন্য এই সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, তা যাতে যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী হয়, তার জন্য আমরা সচেষ্ট হব, আর তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। তার সাথে সাথে আমি এই কথাও বলতে চাই যে আমার ধর্মনগরের মধ্যে মাত্র সাড়ে সাত মাইল রেল লাইন সম্প্রসারিত হয়েছে অথচ এই সাড়ে সাত মাইল রেল লাইন সম্প্রসারিত করে বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরাতেও রেল লাইন আছে। কিন্তু এই রকম সাড়ে সাত মাইল লাইন ভারতের অন্য কোন রাজ্যে আছে কিনা, আমি জানি না। কিন্তু আমি মনে করি এই সাড়ে সাত মাইল রেল লাইন ত্রিপুরাতে থাকা আর না থাকা সমান কথা। কিছুদিন আগে আমরা পত্রিকাতে দেখেছিলাম যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ৮৫ মাইল রেল লাইন হবে এবং সেই রেল লাইন সত্যি সত্যি যদি ত্রিপুরাতে হত, তাহলে এই রেল লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলি ছোট বড় শিল্প গড়ে উঠতে পারত। তাতে করে ত্রিপুরাতে যে বেকার সমস্যা আছে, অন্ততঃ সরকারী হিসাব আমরা যেটা দেখছি ৫৮ হাজারের মত বেকার আছে, তাদের সমস্যার সমাধান করতে এই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে এমন একটা কিছু নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে কলকাতার বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে এক একটা কলকারখানায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। কাজেই রেল লাইন সম্প্রসারিত হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই ধরণের অনেক সুযোগ সুবিধা বেড়ে যেত এবং আমাদের বেকার সমস্যার সমাধানের পক্ষে এটা সহায়ক হত। এই কিছু দিন আগে আমরা বিভিন্ন পোষ্টারের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তাতে লেখা আছে যে বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে জনগণের হাতিয়ার। এই বামফ্রন্ট সরকার কি রকমের হাতিয়ার, তার একটা বাস্তব উদাহরণ আমি এখানে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে কামারে নেহাই, সেই নেহাইতে কামারেরা যেমন লোহা রেখে হাতুরি দিয়ে পিটিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত সেই লোহাকে আকার দেয়, এখানেও বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে ঐ কামারের নেহাইর মতো। আমরা ত্রিপুরার মধ্যে অন্তত পক্ষে যারা বামফ্রন্টের বিরোধীতা করে ঐ কংগ্রেস তথা সি, এফ, ডি, জনতা বা অন্যান্য দল যারা আছেন বামফ্রন্টের বিরোধীতা করে—আমার এই বামফ্রন্ট সরকারকে কামারের নেহাই হিসাবে পেয়েছি আমরা অন্তত পক্ষে এই আশা রাখি যাতে ত্রিপুরার মধ্যে আর কোন দুর্নীতি করতে না পারে এই ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ না করতে পারে আমরা এই সুযোগ গ্রহণ করব। তার সংগে সংগে আমি এই কথা বলতে চাই কিছুদিন আগে ধর্মনগরের কোন এক জনসভায় আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার এই নির্বাচনে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যে রায় দিয়েছে সেই রায়-এ আমরা দেখছি এই বিধান সভায় কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি,র বংশে বাতি দিতে বিধান সভায় কেউ আসে নাই। কিন্তু এখানে এসে গত ২৪ তারিখ উপস্থিত হয়ে আমার ভুল ভেংগেছে। এখানে আমি দেখছি উপজাতি যুব সমিতির পক্ষে যে মাননীয় বিধায়কেরা এসেছেন তারা আজকে ঐ মরা কংগ্রেসী হয়ে এখানে বাঁধা দিতে এসেছেন। কিছুক্ষণ আগে আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে তারা সমর্থন করেন নাই। কিন্তু আমাদের প্রিয় নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের রাজনীতির কোন চিন্তাধারা থেকে তাদের সখিক হয়েছে—একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এসেছেন সেই বিষয়ে আমি চিন্তা করছি। এই বলে আমি আমার আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বিমল সিংহ

শ্রীবিমল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেল লাইন সম্প্রসারনের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করার প্রথম কারণ হল—ত্রিপুরার যে সব ইণ্ডাষ্ট্রির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলি যাতে ধ্বংস না হয় সে জন্য রেল লাইন দরকার। যেমন ত্রিপুরাতে যে সব রাবার গার্ডেন আছে এবং আমাদের ত্রিপুরার রাবার যত ভাল কোয়ালিটিরই হউক না কেন সেগুলি ধ্বংস হতে বাধ্য। কারণ ত্রিপুরার যে রাবার উৎপন্ন হয় সেই রাবারে কোয়ালিটি বিশেষজ্ঞদের মতে বিষুব রেখার পাশে যে সব রাজ্য আছে সেখানকার রাবারে কোয়ালিটি ভাল হয়। কিন্তু বিশেষ কোন ভৌগোলিক কারণে আমাদের এই ত্রিপুরা বিষুব রেখার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য না হয়েও উচ্চ মানের রাবার উৎপন্ন করে। এবং সেই সব রাবার সূক্ষ্ম কাজের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেহেতু পুঁজিপতিরা ত্রিপুরায় শিল্পের বিকাশ চায় না—তারা চায় এ সব গুড ইয়ার, ফায়ার ষ্টোন সেই কোম্পানীর বিকাশ। সেই জন্য এই ত্রিপুরায় রাবার শিল্পের বিকাশের পথে বাঁধার সৃষ্টি করছে গত ৩০ বছর ধরে। ত্রিপুরায় যে রাবারগুলি হযেছে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ দরকার। তাছাড়া ও, এন, জি, স,র যে ড্রিলিং পয়েন্ট খোলা হয়েছে আমাদের ত্রিপুরায় সেগুলিকে চালু রাখতে হলে উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার। আসামের নিউ বনগাইগাঁও থেকে আরম্ভ করে ভারতের যতগুলি অয়েল রিফাইনারী হয়েছে সেগুলি তখনই সাকসেসফুল হয়েছে যখন সেখানকার পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করা হয়েছে। এবং সেই পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু করতে হলে রেল সম্প্রসারণ অবশ্যই দরকার। এই পরিবহন ব্যবস্থা সুষ্ঠু না করে বিগত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস সরকার মানুষকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করেছে। এত দিন যাবত আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ফরেষ্ট গার্ডেনগুলি ছিল নার্সিং অবস্থায় সেগুলির যখন হার্ভেষ্টিং আরম্ভ হবে তখন যদি রেল পথ না থাকে তাহলে আমাদের টিম্বার সাপ্লাই ব্যাহত হবে। কাজেই বিগত ৩০ বছর যাবত কিছু কিছু ইনভেষ্টমেন্ট যা হয়েছে তাকে যদি সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে রেল লাইন দরকার। আমরা জানি যে ফার্ণানডেজ সাহেব বলেছেন যে কোকাকোলা পুঁজিপতিদের দ্বারা নিযন্ত্রিত এবং আমরা জানি যে ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়ে যে কমলা লেবু হয় তা থেকে যে অরেঞ্জ স্কোযাস হয সেগুলি কোকাকোলার স্থান পুরণ করতে পারে যদি সেখানে রেল লাইন করা যায়। তৃতীয়ত: পুঁজিপতিদের স্বার্থ কি এটা কংগ্রেস সরকার ভাল ভাবেই জানতেন। তারা জানতেন যে ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে যদি রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে ঐ টাটা, বিড়লাদের যে সব গাড়ী তাদের যে সব ট্রাক—ঐ হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীর যে সব গাড়ী বিক্রী করে পুঁজিপতিরা যে মুনাফা পায় সেই মুনাফার মার্কেট আর ত্রিপুরায় থাকবে না। সেজন্যই তার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গত ৩০ বছর ত্রিপুরার মানুষকে বঞ্চিত করেছে। এবং যদি এই রেল পথের সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে বিভিন্ন শিল্পায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরার বেকার সমস্যারও একটা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সহায়ক হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকামিনীকুমার সিংহ।

শ্রীকামিনীকুমার সিংহ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অধিবেশনের তৃতীয় দিবসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছেন রেল সম্প্রসারণের জন্য আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে দুই একটা কথা বলতে চাই। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে মূল বক্তব্য সেটা মাননীয় রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণের সর্বশেষ সেন্টেনসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে "With the united efforts and co-operation from the masses, I am confident, a beginning can be made to overcome all problems and to build a new, happy and prosperous Tripura." এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে রেল পথ। এই প্রথম রেল পথের যে প্রস্তাব এই বিধান সভায় উত্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি এবং ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী যা বলেছেন যে এই দাবী যদি কেন্দ্রীয় সরকার পুরণ না করেন তাহলে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলবো সেটাকেও আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে রেল পথের কথা বলতে গিয়ে মনে হল প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর এক জায়গাতে অপু বলেছিল যে আমি রেল গাড়ী দেখবো, সেই দুইশত বৎসর আগের কথা, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৩০ বৎসর পরও ত্রিপুরার রেলগাড়ী দেখল না। এটা অবাক লাগে। আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ্য না করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে এখানে শেষ করলাম।

মি: স্পীকার :— আর সময় নাই। আমি এখন প্রস্তাবটির উপর সভার মতামত গ্রহণ করব। সভার সামনে প্রশ্ন হল শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী কর্তৃক উল্লিখিত প্রস্তাব—এই সভা অতি পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বিগত বিধান সভা কর্তৃক ১০-৭-৭৭ ইং তারিখে ত্রিপুরাতে প্রথমত: কুমারঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই, যদিও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি রেলওয়ে মন্ত্রক ও যোজনা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণ ব্যাপারে ত্রিপুরার জনগণের উদ্বেগ এবং মনোবেদনা লক্ষ্য করিয়া এই সভা ভারত সরকারের নিকট পুনরায় প্রস্তাব করিতেছে যে প্রাথমিকভাবে কুমারঘাট পর্য্যন্ত এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্প্রসারণ করা হউক। এই সভা আরো প্রস্তাব করে যে এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এবং যোজনা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরন করা হউক।

পরে এটা সভায় ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়।

মি: স্পীকার :— এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল।

———